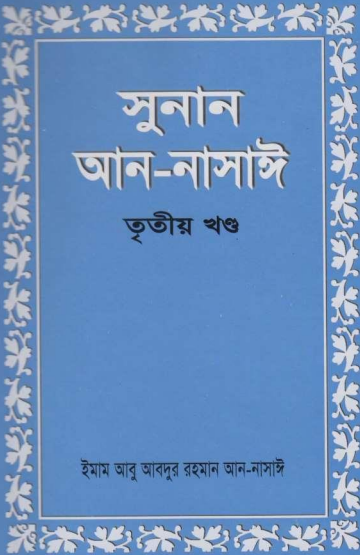


A decorative border of stylized white floral motifs surrounds the central text area.

সুনান আন-নাসাঈ তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ

আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ (রহ)

সুনান আন-নাসাঈ

[তৃতীয় খণ্ড]

سُنَنُ النَّسَائِي

অনুবাদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি.কম. (অনার্স); এম.কম; এম.এম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭

সেল্স এন্ড সার্কুলেশন :

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com



ISBN : 984-842-014-2 set

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৬

পৌষ ১৪২১

ডিসেম্বর ২০১৪

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

Sunan An Nasayee (Vol. iii) Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition June 2006 2nd Edition December 2014 Price Taka 320.00 only.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সুনান আন-নাসাঈ'র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশের এই মুহূর্তে মহামহিমাম্বিত আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাঁর মর্জি ও সাহায্যেই এ দেশের জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের অনুবাদ ও তার প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তিনিই এ কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে এই মহামূল্যবান কিতাব এতদঞ্চলের মানুষের বোধগম্য ভাষায় তাদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হতো না। পরবর্তী তিন খণ্ডের অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্যও মহান আল্লাহর অব্যাহত সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করছি।

আনন্দের বিষয় এই যে, সিহাহ সিন্তা ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য মূল্যবান কিতাবও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যারা এ কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতদানে ধন্য করুন। মুসলিম উম্মাহর এই সংকটময় মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর এসব অনুবাদকর্ম তাদের মানস গঠন ও পুনর্জাগরণে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

গ্রন্থখানির নির্ভুল প্রকাশনার জন্য আমরা সর্বস্তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও মানবীয় চেষ্টা ত্রুটিমুক্ত নয়। ছাত্র-শিক্ষক, পাঠক-গবেষক সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, তারা কোনরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা আমাদের অবহিত করবেন। যাতে আমরা পরবর্তী সংস্করণ আরো সমৃদ্ধ করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করে তদনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

সূচীপত্র

অধ্যায় : ১১

জানাযার নামায়

অনুচ্ছেদ

১. মৃত্যু কামনা করা ১৭
২. মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করা নিষেধ ১৯
৩. মৃত্যুকে অধিক পারিমাণে স্মরণ করা ১৯
৪. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া ২০
৫. মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর আলামত ২১
৬. মৃত্যুযজ্ঞা ২১
৭. সোমবারের মৃত্যু ২২
৮. নিজ জন্মস্থানের বাইরে মারা গেলে ২২
৯. মুমিন ব্যক্তি তার রুহ নির্গত হওয়ার সময় যেসব আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে থাকে ২৩
১০. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে ২৪
১১. মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেয়া ২৬
১২. লাশ ঢেকে রাখা ২৭
১৩. মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা ২৮
১৪. মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা নিষেধ ২৯
১৫. মৃতের জন্য বিলাপ করা ৩২
১৬. মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি প্রসঙ্গে ৩৫
১৭. জাহিলী যুগের আহ্বান ৩৬
১৮. বিপদে চিৎকার করা ৩৬
১৯. গণ্ডদেশে আঘাত করা ৩৬
২০. দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ানো ৩৭
২১. আঁচল ছিঁড়ে ফেলা ৩৭
২২. বিপদের সময় সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করার আদেশ ৩৯
২৩. যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করেছে এবং সওয়াবের আশা করেছে তার প্রতিদান ৪০
২৪. যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করেছে তার প্রতিদান ৪১
২৫. যার তিন সন্তান মারা গেছে ৪১
২৬. যে ব্যক্তি তিন সন্তান আগে পাঠিয়েছে ৪২
২৭. মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন ৪৩
২৮. কুলপাতায়ুক্ত পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ৪৪
২৯. গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ৪৫
৩০. মৃতের মাথার চুল খুলে দেয়া ৪৫

অনুচ্ছেদ

৩১. লাশের ডান দিক ও উয়ুর অংগসমূহ ৪৬
৩২. বেজোড় সংখ্যায় লাশ গোসল করানো ৪৬
৩৩. মৃতকে পাঁচের অধিকবার গোসল করানো ৪৭
৩৪. মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিকবার গোসল করানো ৪৭
৩৫. মৃত ব্যক্তির গোসলে কর্পূর ব্যবহার করা ৪৮
৩৬. লাশের দেহে কাপড় জড়িয়ে দেয়া ৪৯
৩৭. উত্তম কাফন পরিধান করানোর নির্দেশ ৫০
৩৮. কোন ধরনের কাফন উৎকৃষ্ট ৫১
৩৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাফন ৫১
৪০. কাফনে জামা ব্যবহার করা ৫২
৪১. ইহরামধারী ব্যক্তি মারা গেলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে ৫৪
৪২. কস্তুরী ৫৫
৪৩. জানাযার নামায পড়া সম্পর্কে অবহিত করা ৫৫
৪৪. কাফন-দাফনের কাগ জ দ্রুত সম্পন্ন করা ৫৬
৪৫. লাশ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশ ৫৯
৪৬. মুশরিকদের লাশ দেখে দাঁড়ানো ৬০
৪৭. না দাঁড়ানোর অনুমতি ৬১
৪৮. মৃত্যুতে মুমিন ব্যক্তির শান্তি লাভ ৬৪
৪৯. কাফের থেকে নিষ্কৃতি লাভ ৬৪
৫০. মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা ৬৫
৫১. মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্যরূপ মন্তব্য করা নিষেধ ৬৬
৫২. মৃত ব্যক্তিদের গাল মন্দ করা নিষেধ ৬৭
৫৩. লাশের অনুগমন করার নির্দেশ ৬৮
৫৪. লাশের অনুগমনকারীদের ফযীলাত ৬৮
৫৫. যানবাহনে চড়ে লাশের সাথে গমনকারীদের স্থান ৬৯
৫৬. লাশের সাথে পদব্রজে গমনকারীদের স্থান ৬৯
৫৭. মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার নির্দেশ ৭০
৫৮. শিশুদের জন্য জানাযার নামায পড়া ৭১
৫৯. বাচ্চাদের জন্য জানাযার নামায পড়া ৭১
৬০. মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি ৭২
৬১. শহীদগণের জন্য জানাযার নামায ৭৩
৬২. শহীদগণের জানাযার নামায না পড়া ৭৪
৬৩. যেনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাযা পড়া ত্যাগ করা ৭৫
৬৪. রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া ৭৬
৬৫. যে ব্যক্তি অসংগত ওসিয়াত করে তার জানাযার নামায পড়া ৭৬
৬৬. আত্মসাৎকারীর জানাযার নামায পড়া ৭৭
৬৭. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া ৭৭

অনুচ্ছেদ

৬৮. আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায ত্যাগ করা ৭৯
৬৯. মৌনফিকদের জানাযার নামায পড়া ৮০
৭০. মসজিদে জানাযার নামায পড়া ৮১
৭১. রাতের জানাযার নামায পড়া ৮২
৭২. জানাযার নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো ৮৩
৭৩. দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া ৮৪
৭৪. মহিলা ও শিশুর জানাযার নামায একত্রে পড়া ৮৫
৭৫. পুরুষ ও মহিলার জানাযার নামায একত্রে পড়া ৮৫
৭৬. জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা ৮৬
৭৭. জানাযার নামাযের দোয়া ৮৭
৭৮. যার জানাযার নামাযে একশত লোক অংশগ্রহণ করে তার ফযীলাত ৯১
৭৯. জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারীদের সওয়াব ৯২
৮০. লাশ মাটিতে নামিয়ে রাখার পূর্বে বসা ৯৩
৮১. লাশ দেবে দাঁড়িয়ে থাকা ৯৪
৮২. শহীদকে তার রক্তাপুত দেহে দাফন করা ৯৫
৮৩. শহীদ ব্যক্তিকে কোথায় দাফন করা হবে ৯৫
৮৪. মুশরিকদের দাফন করা ৯৬
৮৫. লাহদ ও শাক্ক কবর ৯৬
৮৬. কবর গভীর করা মুস্তাহাব ৯৭
৮৭. কবর প্রশস্ত করা মুস্তাহাব ৯৮
৮৮. কবরে কাপড় বিছিয়ে দেয়া ৯৮
৮৯. যে সময় লাশ দাফন করা নিষেধ ৯৯
৯০. একই কবরে কয়েক ব্যক্তিকে দাফন করা ৯৯
৯১. কবরে কাকে সামনে রাখা হবে ১০০
৯২. লাশ কবরে রাখার পর আবার উত্তোলন করা ১০১
৯৩. কবর থেকে লাশ পুনরায় উত্তোলন করা ১০২
৯৪. দাফন করার পর কবরের কাছে জানাযার নামায পড়া ১০২
৯৫. জানাযা শেষে যানবাহনে করে প্রত্যাবর্তন করা ১০৪
৯৬. কবরের উপর অতিরিক্ত কিছু করা ১০৪
৯৭. কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা ১০৪
৯৮. কবর চুনকাম করা ১০৫
৯৯. কবর উঁচু করা হলে তা সমতল করে দেয়া ১০৫
১০০. কবর ঘিয়ারত করা ১০৬
১০১. মুশরিকদের কবর ঘিয়ারত করা ১০৭
১০২. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ ১০৭
১০৩. মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ১০৭
১০৪. কবরস্থানে বাতি জ্বালানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ১১৩

অনুচ্ছেদ

১০৫. কবরের উপর উপবেশন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ১১৩
১০৬. কবরকে মসজিদ বানানো ১১৪
১০৭. পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করে কবরস্তানের উপর দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ১১৪
১০৮. পশমবিহীন জুতা ব্যতীত অন্য জুতার ব্যাপারে নমনীয়তা ১১৫
১০৯. কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ১১৫
১১০. কাকেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ১১৬
১১১. যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় ১১৭
১১২. আল্লাহর পথের শহীদগণ ১১৭
১১৩. চারপাশসহ কবর মিশে যাওয়া এবং তার চেপে ধরা ১১৮
১১৪. কবরের আযাব ১১৮
১১৫. কবরের শান্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ১২০
১১৬. কবরের উপর খেজুরের ডাল গেড়ে দেয়া ১২৩
১১৭. মুমিনদের আত্মাসমূহ ১২৫
১১৮. পুনরুত্থান সম্পর্কে ১২৯
১১৯. সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরিধান হবে ১৩১
১২০. শোকে-দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন ১৩২
১২১. আরেক প্রকার ১৩৩

অধ্যায় ৪ ২২

রোযা

১. রোযা বাধ্যতামূলক ইবাদত ১৩৫
২. রমযান মাসে দান-খয়রাত করা এবং বদান্যতা প্রদর্শন ১৪১
৩. রমযান মাসের ফযীলাত ১৪২
৪. যুহরী (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মতভেদ ১৪২
৫. উপরোক্ত হাদীস মা'মার (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মতভেদ ১৪৪
৬. রমযান মাসকে সংক্ষেপে 'রমযান' বলার অনুমতি আছে ১৪৬
৭. দেশে দেশে চাঁদ দেখার পার্থক্য ১৪৭
৮. রমযান মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে একজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে সিমাক (র)-এর হাদীস সুফিয়ান (র) কর্তৃক বর্ণনায় পার্থক্য ১৪৮
৯. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৪৯
১০. উপরোক্ত হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৪৪
১১. উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (র)-এর উক্ত হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৫০
১২. ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৫২
১৩. রিবঈ (র)-র হাদীস মানসূর (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৫২
১৪. মাস কতো দিনে হয়? আয়শা (রা)-এর হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৫৪

অনুচ্ছেদ

১৫. এই বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস ১৫৫
১৬. সা'দ ইবনে মালেক (রা)-এর হাদীস রাবী ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৫৬
১৭. আবু সালামা (রা)-এর হাদীস ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাছীর (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ১৫৭
১৮. সাহুরী (ভোর রাতের আহার) খেতে উৎসাহিত করা ১৫৯
১৯. উক্ত হাদীস আবদুল মালেক ইবনে আবু সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ১৫৯
২০. বিলবে সাহুরী খাওয়া এবং যির (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ১৬০
২১. সাহুরী ও ফজরের নামাযের মধ্যকার (সময়ের) ব্যবধান ১৬১
২২. উক্ত হাদীস কাতাদা (র) থেকে হিশাম ও সাঈদ (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ ১৬২
২৩. বিলবে সাহুরী গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস সুলায়মান ইবনে মিহরান (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ও তাদের শাস্তি পার্থক্য ১৬৩
২৪. সাহুরী খাওয়ার ফযীলাত ১৬৫
২৫. সাহুরী খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করা ১৬৫
২৬. সাহুরীকে “ভোরের আহার” নামকরণ করা ১৬৫
২৭. আমাদের ও আহলে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য ১৬৬
২৮. সাহুরীতে ছাতু ও খেজুর খাওয়া ১৬৬
২৯. আল্লাহ তায়ালা রাবী : “তোমরা পানাহার করো যাবত না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়” (২ : ১৮৭)-এর ব্যাখ্যা ১৬৭
৩০. ফজর কিরূপ ? ১৬৮
৩১. রমযান মাসের আগেই অগ্নিম রোযা রাখা ১৬৯
৩২. আবু সালামা (রা) থেকে উপরোক্ত বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনায় ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাছীর ও মুহাম্মাদ ইবনে আমর-এর মধ্যকার মতপার্থক্য ১৬৯
৩৩. পূর্বোক্ত বিষয়ে আবু সালামা (রা)-এর হাদীস ১৭০
৩৪. উপরোক্ত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ১৭০
৩৫. আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের শাস্তি মতভেদ ১৭২
৩৬. উক্ত হাদীস খালিদ ইবনে মা'দান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ১৭৪
৩৭. সন্দেহযুক্ত দিনে (ইয়াওমুশ শাক্ক) রোযা রাখা ১৭৫
৩৮. সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখার অবকাশ আছে ১৭৬
৩৯. যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে ও নৈশ ইবাদত করে তার সওয়াব। এ সম্পর্কিত হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় মতপার্থক্য ১৭৬
৪০. উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাছীর ও নাদর ইবনে শাইবান (র)-এর মধ্যকার মতভেদ। ১৮১
৪১. রোযার ফযীলাত এবং এই বিষয়ে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র হাদীস আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ১৮৩

অনুচ্ছেদ

৪২. উপরোক্ত হাদীস আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ১৮৪
৪৩. রোযাদারের ফযীলাত সম্পর্কে আবু উমামা (রা)-এর হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়া'কুব (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ১৮৭
৪৪. যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহুর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে তার সওয়াব এবং সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ১৯৫
৪৫. সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ১৯৭
৪৬. সফর করা কালে রোযা রাখা মাকরুহ ১৯৮
৪৭. যে কারণে সফররত অবস্থায় রোযা রাখতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ১৯৯
৪৮. আলী ইবনুল মুবারক (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ ২০০
৪৯. লোকটির নাম ২০০
৫০. মুসাফির থেকে রোযা মূলতবী করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমর ইবনে উমায়্যা (রা)-এর হাদীস আল-আওয়াঈ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২০২
৫১. উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইবনে সাল্লাম ও আলী ইবনুল মুবারকের মতভেদ ২০৪
৫২. সফররত অবস্থায় রোযা না রেখে বরং ভঙ্গ করার ফযীলাত ২০৮
৫৩. সফররত রোযাদার আবাসের রোযাহীন ব্যক্তির সমতুল্য ২০৯
৫৪. সফররত অবস্থায় রোযা রাখা এবং এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে মতভেদ ২০৯
৫৫. মানসূরের রিওয়ায়াতে মতভেদ সম্পর্কে ২১০
৫৬. হামযা ইবনে আমর (রা)-এর হাদীস সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২১১
৫৭. হামযা (রা)-র হাদীস উরওয়া (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২১৪
৫৮. হামযা (রা)-র হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২১৪
৫৯. একই হাদীস আবু নাদরা আল-মুনযির ইবনে মালেক ইবনে কিতআ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২১৬
৬০. মুসাফির ব্যক্তির জন্য কতক রোযা রাখার এবং কতক রোযা ভংগ করার অবকাশ আছে ২১৭
৬১. কোন ব্যক্তি রমযামন মাসে আবাসে কতক রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার জন্য রোযা ভংগ করার অবকাশ আছে ২১৭
৬২. গর্ভবতী ও দুধদায়িনী নারীর জন্য রোযা মূলতবী করা হয়েছে ২১৮
৬৩. মহামহিম আল্লাহুর বাণী : “আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদয়াস্বরূপ একজন অভাবশ্রুতকে খাদ্য দান করে” (২ : ১৮৪)-এর ব্যাখ্যা ২১৮
৬৪. হায়েযগ্রস্ত নারীর রোযা মূলতবী করা হয়েছে ২২০
৬৫. রমযান মাসে হায়েযগ্রস্ত নারী পবিত্র হলে অথবা মুসাফির ব্যক্তি আবাসে প্রত্যাবর্তন করলে তারা কি অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা রাখবে? ২২০

অনুচ্ছেদ

৬৬. কেউ রাত থাকতে নফল রোযার নিয়াত না করলে সে কি দিনের বেলা রোযা থাকবে? ২২১
৬৭. রোযার নিয়াত এবং এ সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর হাদীস তালহা ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২২১
৬৮. উপরোক্ত বিষয়ে হাফসা (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ২২৫
৬৯. আব্দুল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর রোযা ২২৮
৭০. নবী ﷺ -এর রোযা। 'আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক' এ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ২২৯
৭১. উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কিত হাদীস আতা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২৩৬
৭২. হামেশা রোযা রাখা নিষেধ। এ সম্পর্কিত হাদীস মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২৩৮
৭৩. উপরোক্ত হাদীস জারীর (র) থেকে গাইলান (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ ২৩৯
৭৪. পরপর (একাধারে) রোযা রাখা ২৪০
৭৫. বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল রোযা রাখা। এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ২৪০
৭৬. একদিন পরপর রোযা রাখা। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ২৪২
৭৭. রোযার সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র হাদীছ বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ২৪৬
৭৮. প্রতি মাসে দশ দিন রোযা রাখা এবং তৎসম্পর্কিত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের শাব্দিক মতভেদ ২৪৮
৭৯. মাসে চার দিন রোযা রাখা ২৫২
৮০. মাসে তিন দিন রোযা রাখা ২৫২
৮১. প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কিত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস আবু উছমান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২৫৪
৮২. প্রতি মাসে তিন দিন কি নিয়মে রোযা রাখবে? এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ ২৫৫
৮৩. মাসে তিন দিন রোযা রাখা সংক্রান্ত হাদীস মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ২৫৭
৮৪. প্রতি মাসে দুই দিন রোযা রাখা ২৬১

অধ্যায় : ২৩

যাকাত

১. যাকাত ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ২৬৩
২. যাকাত আদায় না করার বেলায় কঠোর হুঁশিয়ারী ২৬৭
৩. যাকাত দিতে অস্বীকারকারী ২৬৯
৪. যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি ২৭০

অনুলেখ

৫. উটের যাকাত ২৭১
৬. উটের যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ২৭৪
৭. মালিকের পরিবহনের উটে যাকাত ধার্য হবে না ২৭৬
৮. গরুর যাকাত ২৭৬
৯. গরুর যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ২৭৮
১০. মেষ-বকরীর যাকাত ২৭৮
১১. ছাগলের যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ২৮১
১২. বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে ২৮২
১৩. যাকাতদাতার জন্য ইমামের দোয়া করা ২৮৩
১৪. যাকাত আদায়কারীর বাড়াবাড়ি ২৮৩
১৫. মালের মালিক যাকাত আদায়কারীকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই যাকাতের অংশ বেছে দিতে পারে ২৮৪
১৬. ঘোড়ার যাকাত ২৮৭
১৭. গোলামের যাকাত ২৮৮
১৮. রূপার যাকাত ২৮৮
১৯. অলংকারের যাকাত ২৯০
২০. যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত দিতে অসম্মত ২৯১
২১. খেজুরের যাকাত ২৯২
২২. গমের যাকাত ২৯২
২৩. খাদ্যশস্যের যাকাত ২৯৩
২৪. যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয় ২৯৩
২৫. যেসব খাদ্যশস্যে উশুর এবং যেসব খাদ্যশস্যে অর্ধ উশুর ওয়াজিব হয় ২৯৪
২৬. আনুমান্য পরিমাণ নির্ধারণকারী কতটুকু ছাড় দিবে? ২৯৫
২৭. মহামহিমাবিত্ত আশ্কাহুর বাণী : “তোমরা এর নিকট অংশ খরচ (দান-খয়রাত) করার সংকল্প করো না” (২ : ২৬৭) ২৯৫
২৮. খনিজ দ্রব্যের যাকাত ২৯৬
২৯. মধুর যাকাত ২৯৮
৩০. রমযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে ২৯৮
৩১. দাস-দাসীর উপরও রমযানের ফিতরা ওয়াজিব ২৯৯
৩২. ছোটদের উপরও রমযানের ফিতরা ওয়াজিব ২৯৯
৩৩. রমযানের ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ধার্য হবে, অমুসলিম প্রজাসাধারণের (যিশীদের) উপর নয় ২৯৯
৩৪. যে পরিমাণ ফিতরা ওয়াজিব ৩০০
৩৫. যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়েছে ৩০০
৩৬. সদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ৩০১
৩৭. সদাকাতুল ফিতর বাবদ খেজুর দান করা ৩০২
৩৮. শুক আঙ্গুর (কিশমিশ) ৩০৩

অনুচ্ছেদ

৩৯. আটা ৩০৪
৪০. গম ৩০৪
৪১. সুলত (খোশাবিহীন যব) ৩০৫
৪২. যব (বার্লি) ৩০৫
৪৩. পনির ৩০৫
৪৪. সা'-এর পরিমাণ ৩০৬
৪৫. যে সময় সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম ৩০৬
৪৬. এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় বন্টন করা ৩১০
৪৭. অভ্রাতে সচ্ছল ব্যক্তিকে ফিতরা দেয়া হলে ৩১১
৪৮. আত্মসাৎকৃত মাল থেকে দান-খয়রাত করা ৩১২
৪৯. স্বল্প সম্পদের অধিকারীর দান ৩১৩
৫০. উপরের হাত (দাতার হাত) ৩১৫
৫১. উপরের হাত কোনটি? ৩১৬
৫২. নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) ৩১৬
৫৩. সচ্ছলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা ৩১৬
৫৪. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা ৩১৭
৫৫. অভাবশ্রস্ত ব্যক্তি দান করলে তা কি তাকে ক্ষেরত দেয়া হবে? ৩১৭
৫৬. গোলামের দান-খয়রাত ৩১৮
৫৭. স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করা ৩১৯
৫৮. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা ৩২০
৫৯. দান-খয়রাত করার ফযীলত ৩২০
৬০. সর্বোত্তম দান কোনটি? ৩২১
৬১. কৃপণের দান-খয়রাত ৩২২
৬২. হিসাব করে দান-খয়রাত করা ৩২৪
৬৩. সামান্য কিছু দান করা ৩২৫
৬৪. দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করা ৩২৬
৬৫. দান করার জন্য সুপারিশ করা ৩২৭
৬৬. দান-খয়রাত করায় বীরত্ব প্রকাশ করা ৩২৮
৬৭. মালিকের সম্মতি সাপেক্ষে দান করলে খাজাফীরও সওয়াব হয় ৩২৯
৬৮. যে ব্যক্তি গোপনে দান-খয়রাত করে ৩৩০
৬৯. যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করে খোঁটা (গঞ্জনা) দেয় ৩৩০
৭০. ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে বিদায় করা ৩৩১
৭১. কেউ যাঞ্চা করার পরও তাকে বঞ্চিত করা হলে ৩৩২
৭২. কোন ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর নামে কিছু যাঞ্চা করলো কিন্তু তাকে বঞ্চিত করা হলো ৩৩২
৭৩. যে ব্যক্তি মহামহিমাবিত আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায় ৩৩৩
৭৪. কারো কাছে মহিমময় আল্লাহর নামে যাঞ্চা করার পরও সে তাকে বঞ্চিত করলো ৩৩৪

অনুচ্ছেদ

৭৫. দানকারীর সওয়াব ৩৩৪
৭৬. মিসকীনের ব্যাখ্যা ৩৩৫
৭৭. অহংকারী দরিদ্র ৩৩৭
৭৮. বিধবার জন্য উপার্জনকারীর ফযীলাত ৩৩৭
৭৯. কারো মনস্তট্রির জন্য দান করা ৩৩৮
৮০. দেনার জামিনদারকে দান-খয়রাত করা ৩৩৯
৮১. ইয়াতীমকে দান-খয়রাত করা ৩৪০
৮২. নিকটাত্মীয়-স্বজনকে দান করা ৩৪১
৮৩. ভিক্ষাবৃত্তি ৩৪৩
৮৪. সংকর্মপরায়ণ লোকদের কাছে যাষণ করা ৩৪৪
৮৫. ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করা ৩৪৪
৮৬. যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চায় না তার ফযীলাত ৩৪৫
৮৭. সচ্ছলতার পর্যায় বা স্তর ৩৪৬
৮৮. নাছোড়বান্দার মত যাষণ করা ৩৪৬
৮৯. নাছোড়বান্দা কে ৩৪৭
৯০. যার কাছে নগদ অর্থ নাই কিন্তু তার সমমূল্যের মাল আছে ৩৪৭
৯১. উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির যাষণ করা ৩৪৯
৯২. রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট কোন ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা ৩৪৯
৯৩. কোন ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের জন্য প্রার্থনা করা ৩৫০
৯৪. না চাইতেই মহামহিম আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেন ৩৫২
৯৫. নবী ﷺ -এর বংশধরগণকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করা ৩৫৫
৯৬. ভাগ্নে মাতুল বংশের অন্তর্ভুক্ত ৩৫৬
৯৭. মুক্তদাস মনিব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৩৫৬
৯৮. নবী ﷺ -এর জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয় ৩৫৭
৯৯. যাকাত বা মান্নত হস্তান্তর হলে ৩৫৭
১০০. সদাকা করে পুনরায় তা ক্রয় করা ৩৫৮

অধ্যায় : ২৪

হজ্জের নিয়ম-কানুন

১. হজ্জ করা ফরয ৩৬০
২. উমরা করা ওয়াজিব ৩৬১
৩. ক্রটিমুক্ত হজ্জের ফযীলাত ৩৬২
৪. হজ্জের ফযীলাত ৩৬২
৫. উমরার ফযীলাত ৩৬৪
৬. হজ্জের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ করার ফযীলাত ৩৬৪
৭. যে ব্যক্তি হজ্জ করার মানত করার পর মারা গেছে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৬৫
৮. যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গিয়েছে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৬৫

অনুচ্ছেদ

৯. যানবাহনে স্থির থাকতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৬৬
১০. অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরা করা ৩৬৭
১১. ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায় করার তুলনা ৩৬৭
১২. পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ করা ৩৬৮
১৩. মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষের হজ্জ করা ৩৭০
১৪. কারো পক্ষ থেকে তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের হজ্জ করা মুত্তাহাব ৩৭০
১৫. শিশু সন্তানসহ হজ্জ করা ৩৭১
১৬. নবী ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যে সময় রওয়ানা হয়েছেন ৩৭২
১৭. মদীনাবাসীদের মীকাত ৩৭৩
১৮. সিরিয়াবাসীদের মীকাত ৩৭৩
১৯. মিসরবাসীদের মীকাত ৩৭৪
২০. ইয়ামানবাসীদের মীকাত ৩৭৪
২১. নজ্দবাসীদের মীকাত ৩৭৫
২২. ইরাকবাসীদের মীকাত ৩৭৫
২৩. যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে বসবাস করে ৩৭৫
২৪. ফুলহ্লায়ফায় রাত যাপন ৩৭৭
২৫. আল-বায়দা ৩৭৭
২৬. ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল ৩৭৮
২৭. ইহরামের অবস্থায় গোসল করা ৩৭৯
২৮. ইহরাম অবস্থায় যাকরান ও ওয়ার্স গাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ৩৮০
২৯. ইহরাম অবস্থায় জুবা পরিধান করা ৩৮০
৩০. মুহরিম ব্যক্তির জামা পরিধান করা নিষেধ ৩৮১
৩১. ইহরাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ ৩৮২
৩২. কোন ব্যক্তি লুঙ্গি না গেলে তার পায়জামা পরার অনুমতি আছে ৩৮২
৩৩. ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখাভরণ ব্যবহার করা নিষেধ ৩৮৩
৩৪. ইহরাম অবস্থায় মস্তকাভরণ পরা নিষেধ ৩৮৩
৩৫. ইহরাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষেধ ৩৮৪
৩৬. ইহরাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ ৩৮৫
৩৭. কারো একজোড়া জুতা না থাকলে ইহরাম অবস্থায় তার মোজা পরার অনুমতি আছে ৩৮৬
৩৮. পায়ের দুই গোছার নিম্নভাগ থেকে মোজাঘর কেটে ফেলা ৩৮৬
৩৯. মুহরিম মহিলায় জন্য হাতমোজা পরা নিষেধ ৩৮৬
৪০. ইহরাম অবস্থায় চুলে জট ধরানো ৩৮৭
৪১. ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ ৩৮৮
৪২. সুগন্ধির স্থান ৩৯০
৪৩. মুহরিমের যাকরান ব্যবহার করা ৩৯৩

অনুচ্ছেদ

৪৪. ইহ্রামধারী ব্যক্তির খালুক সুগন্ধি ব্যবহার করা ৩৯৪
৪৫. মুহুরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার করা ৩৯৫
৪৬. মুহুরিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা মাকরুহ ৩৯৫
৪৭. মুহুরিম ব্যক্তির কাফনে তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ৩৯৬
৪৮. ইফরাদ হজ্জ ৩৯৭
৪৯. কিরান হজ্জ ৩৯৮
৫০. তামাত্ত্ব হজ্জ ৪০৩
৫১. ইহ্রাম বাঁধার সময় হজ্জ বা উমরার নামোল্লেখ বর্জন করা ৪০৮
৫২. অন্য লোকের হজ্জের নিয়াত অনুসারে নিয়াত করা ৪০৯
৫৩. উমরার ইহ্রাম বাঁধালে তার সাথে হজ্জও করা যায় কি? ৪১২
৫৪. তালবিয়া কিরূপ? ৪১৩
৫৫. উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করা ৪১৫
৫৬. ইহ্রাম বাঁধার পর যে আমল করবে ৪১৫
৫৭. নিফাসম্মত মহিলার ইহ্রাম ৪১৭
৫৮. উমরার জন্য ইহ্রামধারী মহিলা ঋতুবতী হয়ে হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা করলে ৪১৮
৫৯. হজ্জ শর্ত যুক্ত করা ৪২০
৬০. শর্ত আরোপ করার সময় কি বলবে? ৪২০
৬১. যে ব্যক্তি হজ্জ বাধামুক্ত হয়েছে অথচ শর্ত আরোপ করেনি সে কি করবে? ৪২২
৬২. কোরবানীর পত্তর কুঁজ ফেড়ে দেয়া ৪২৩
৬৩. কুঁজের কোন পাশে ফাড়া হবে? ৪২৩
৬৪. কোরবানীর উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা ৪২৪
৬৫. কোরবানীর পত্তর মালা তৈরি করা ৪২৪
৬৬. মালা তৈরীর উপকরণ ৪২৫
৬৭. কোরবানীর পত্তকে মালা পরানো ৪২৬
৬৮. কোরবানীর উটের গলায় মালা পরানো ৪২৭
৬৯. কোরবানীর মেঘ-বকরীকে মালা পরানো ৪২৭
৭০. কোরবানীর পত্তর গলায় একজোড়া জুতা বেঁধে দেয়া ৪২৯
৭১. মালা পরানোর সময়ই কি ইহ্রাম বাঁধবে? ৪২৯
৭২. মালা পরালে কি ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব হয়? ৪২৯
৭৩. কোরবানীর পত্ত সাথে নেয়া ৪৩১
৭৪. কোরবানীর পত্তকে বাহন হিসাবে ব্যবহার ৪৩১
৭৫. পদব্রজে যাতায়াতে অক্ষম ব্যক্তির কোরবানীর পত্তকে বাহনরূপে ব্যবহার ৪৩২
৭৬. কোরবানীর পত্ততে সহানুভূতি সহকারে আরোহণ করা ৪৩২
৭৭. যে ব্যক্তি কোরবানীর পত্ত সাথে নেয়নি তার জন্য হজ্জের ইহ্রাম নাকচ করে উমরার ইহ্রাম বাঁধা বৈধ ৪৩২

كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)১

بَابُ تَمَنِّيِ الْمَوْتِ

১-অনুচ্ছেদ : মৃত্যু কামনা করা ।

১৮১৭- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ .

১৮১৯। হাক্কন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে উত্তম লোক হয় তবে হয়ত তার উত্তম কাজ আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে পাপী হয় তবে সে অনুতপ্ত হবে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

১৮২০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

১. জানাযা (جنازة) শব্দের আভিধানিক অর্থ লাশ, মৃতদেহ। কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর তাকে গোসল করানো, কাফন পরানো, তার লাশ সামনে রেখে নামায পড়া এবং পরিশেষে তাকে দাফন করা ইত্যাদি অনুষ্ঠানসমূহকে পারিভাষিক অর্থে জানাযা বলে। আমাদের এতদঞ্চলে ‘জানাযা’ বলতে সাধারণত ‘জানাযার নামায’ বুঝায় (অনুবাদক)।

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ يَزِدَّادَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ .

১৮২০। আমার ইবনে উসমান (র)... আবু উবায়দে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে যদি উত্তম লোক হয় তাহলে সে জীবিত থেকে আরো অধিক উত্তম কাজ করতে পারবে, যা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সে যদি পাপাচারী হয় তাহলে হয়তো সে অনুতপ্ত হবে (এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে)।

১৮২১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ بِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنْ لِيَقُلَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

১৮২১। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন পার্থিব বিপদে পতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে, বরং সে যেন বলে : “আল্লাহ্মা আহ্যিনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরান লী ওয়া তাওয়াফফানী ইয়া কানাতিল ওয়াফাতু খাইরান লী” (হে আল্লাহ! যাবত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিন)।

১৮২২- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَآخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مَتَمَّنِيَ الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

১৮২২। আলী ইবনে হুজর (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। একান্তই যদি মৃত্যু কামনা করতে হয় তবে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ! যাবত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিন”।

الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ

২-অনুচ্ছেদ : মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করা নিষেধ।

১৮২৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَوُهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

১৮২৩। আহমাদ ইবনে হাফস (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করো না এবং তা কামনাও করো না। একান্ত কাউকে যদি দোয়া করতেই হয় তবে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ্ ! যত দিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় তত দিন আমাকে জীবিত রাখো এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিও”।

১৮২৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَبَّابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا وَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ .

১৮২৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র)... কায়স (র) বলেন, আমি খাব্বাব (রা) -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর পেটের সাত জায়গায় সেক দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করে দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যু কামনা করে দোয়া করতাম।

كثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ

৩-অনুচ্ছেদ : মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা।

১৮২৫- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِدُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

১৮২৫। হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বাদ হরণকারীকে (মৃত্যুকে) পর্যাপ্ত পরিমাণে স্মরণ করো।

১৮২৬ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ (الْمَرِيضَ) فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي االلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقِبِي حَسَنَةً فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا ﷺ .

১৮২৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র)... উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে তার সম্পর্কে উত্তম কথা বলো। কেননা ফেরেশতারা তোমাদের কথা শুনে তাতে আমীন বলে থাকেন। আবু সালামা (রা) মারা গেলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি বলবো? তিনি বলেন : তুমি বলো : “হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দিন এবং আপনি আমাকে তাঁর পরিবর্তে উত্তম প্রতিদান দিন। অতএব মহামহিম আল্লাহ আমাকে তার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করেন।

بَابُ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ

৪-অনুচ্ছেদ : মুম্ব্বু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া।

১৮২৭ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ح وَآخِرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقْنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

১৮২৭। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের মুম্ব্বু ব্যক্তিকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” স্মরণ করিয়ে দাও।

১৮২৮ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةٍ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقْنُوا هَلَكَاكُمْ (مَوْتَكُمْ) قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

১৮২৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার নির্দেশ দাও।

بَابُ عَلَامَةِ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ

৫-অনুচ্ছেদ : মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর আলামত।

১৮২৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَوْتُ الْمُؤْمِنِ يَغْرَقُ الْجَبِينَ .

১৮২৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ মৃত্যুকালে মুমিন ব্যক্তির কপাল ঘর্ষিত হয়ে যায়।

১৮৩০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كُثَيْبٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَوْتُ يَمُوتُ يَغْرَقُ الْجَبِينَ .

১৮৩০। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... ইবনে বুয়ায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ মুমিন ব্যক্তি ঘর্ষিত কপালে মৃত্যুবরণ করে।

شِدَّةُ الْمَوْتِ

৬-অনুচ্ছেদ : মৃত্যুযজ্ঞা।

১৮৩১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ لَبِينَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

১৮৩১। আমর ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় তাঁর মাথা আমার চিবুক ও গলদেশের মাঝখানে ছিল। তাঁর মৃত্যুযজ্ঞা অবলোকন করার পর থেকে আমি কারো মৃত্যুযজ্ঞাকে খারাপ কিছু মনে করি না।

الْمَوْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ

৭-অনুচ্ছেদ : সোমবারের মৃত্যু ।

১৮৩২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخِرُ نَظَرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَشَفُ السَّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْتَدَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ امْكُثُوا وَالْقَى السَّجْفَ وَتَوَفَّى مِنْ أَخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ .

১৮৩২। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) বলেন, আমি সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকালাম (তঁার ঘরের জানালার) পর্দা সরিয়ে দেয়ার সময়। লোকজন তখন আবু বাক্র (রা)-র পিছনে (নামাযে) কাতারবন্দী ছিল। আবু বাক্র (রা) পিছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি ইশারা করলেন : তোমরা স্থির থাকো এবং তিনি পর্দা টেনে দিলেন। সেদিন শেষ প্রহরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দিনটি ছিল সোমবার।

الْمَوْتُ بِغَيْرِ مَوْلَدِهِ

৮-অনুচ্ছেদ : নিজ জন্মস্থানের বাইরে মারা গেলে।

১৮৩৩- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلَدِهِ قَالُوا وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلَدِهِ قَبِسَ لَهُ مِنْ مَوْلَدِهِ إِلَى مُنْقَطِعِ آثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ .

১৮৩৩। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, মদীনায জন্মগ্রহণকারী এক ব্যক্তি তথায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়ার পর বলেন : এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র মারা যেত। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কেন? তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার জন্মস্থানের বাইরে মারা গেলে তার জন্মস্থান ও মৃত্যু স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করে জান্নাতে তাকে ততটুকু স্থান দেয়া হবে।

بَابُ مَا يُلْقَىٰ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَرَامَةِ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ

৯-অনুচ্ছেদ : মুমিন ব্যক্তি তার রুহ নির্গত হওয়ার সময় যেসব আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে থাকে ।

১৮৩৬- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ أَخْرِجِي رَاضِيَةً مَّرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيَنَالُوهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعَاهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَاذًا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذَهَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ . وَإِنْ ائْتَاكَ إِذَا احْتَضَرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ فَيَقُولُونَ أَخْرِجِي سَاحِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنَّكِ رِيحٌ جَيْفَةٌ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَتَنَّنَ هَذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ .

১৮৩৪ । উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেন : মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে তার কাছে একদল রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড়সহ এসে (তার) রুহকে বলতে থাকেন, “তুমি আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো, তিনি তোমার উপর রুষ্ট নন ও তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট” । তখন আত্মা কতুরির সুঘাণ অপেক্ষাও তীব্র সুঘাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে । যখন ফেরেশতাগণ সম্মানের খাতিরে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিতে দিতে আসমানের দরজায় পৌঁছে যান তখন তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেন, কতই উত্তম এ সুগন্ধি, যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে এসেছো । আর তারা তাকে মুমিনদের রুহসমূহের কাছে নিয়ে যান । তোমাদের কেউ বিদেশ থেকে এলে তোমরা যে রূপ আনন্দিত হও, মুমিনদের রুহও ঐ নবাগত রুহকে পেয়ে তদ্রূপ আনন্দিত হয় । মুমিনদের রুহ নবাগত রুহকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? তখন ফেরেশতারা বলেন, তাকে ছেড়ে দাও । সে দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর ।

নবাগত রুহ বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন ফেরেশতারা বলেন, তাকে তার বাসস্থান হাবিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কাফির যখন মৃত্যুর সন্মুখীন হয় তখন আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে তার কাছে আসেন এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “তুই আল্লাহর আযাবের দিকে বের হয়ে আয়, তুই আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহও তোর প্রতি অসন্তুষ্ট”। তখন সেই আত্মা লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও তীব্র দুর্গন্ধ হয়ে বের হয়ে আসে। তাকে নিয়ে ফেরেশতারা দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌছলে তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেন, এ কিসের দুর্গন্ধ! এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যান।

فَيَمْنُ أَحَبَّ لِقَاءِ اللَّهِ

১০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে।

১৮৩৫- أَخْبَرَنَا هَنَادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْدِ وَهُوَ عُبَيْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ شُرَيْحٌ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا طَمَعَ الْبَصَرُ وَحَشَرَ الصَّدْرُ وَأَقْشَعَرَ الْجِلْدُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৫। হানাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। হুরায়হ ইবনে হানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাকে বললাম, “হে উম্মুল মুমিনীন! আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমরা তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। অথচ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। আয়েশা

(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই একথা বলেছেন। কিন্তু তার অর্থ তুমি যা বুঝেছো তা নয়, বরং যখন দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, হৃদকম্পন শুরু হয় এবং পশমসমূহ দাঁড়িয়ে যায় (শরীর রোমাঞ্চিত হয়) সেই সংকটময় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

১৮৩৬- أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৬। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (রা)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দা আমার সাক্ষাত পছন্দ করে, আমিও তার সাক্ষাত পছন্দ করি এবং যখন সে আমার সাক্ষাত অপছন্দ করে আমিও তার সাক্ষাত অপছন্দ করি।

১৮৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (রা)... উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

১৮৩৮- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৮। আবুল আশ'আছ (রা)... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

১৮৩৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبُّ لِقَاءِ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। আমর ইবনে আলী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করা। অথচ আমরা সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বলেন : তা তার মৃত্যুকালীন অবস্থা, যখন তাকে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যখন তাকে আল্লাহর শাস্তির দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

تَقْبِيلُ الْمَيِّتِ

১১-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেয়া।

১৮৪০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

১৮৪০। আহ্মাদ ইবনে আমর (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) নবী ﷺ-এর লাশের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুমা দিয়েছেন।

১৮৪১- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

১৮৪১। ইয়া'কুব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) নবী ﷺ-এর মৃতদেহে চুমা দিয়েছেন।

১৮৪২- أَخْبَرَنَا سُورِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَآخِرُنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنْ مُّسْكِنِهِ بِالسُّنَحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْجَى بِبُرْدٍ حَبِيرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا بِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا .

১৮৪২। সুওয়াইদ (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, আবু বাক্র (রা) তাঁর আস-সুনহ নামক স্থানের বাসস্থান থেকে একটি ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি কারো সাথে কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাশ একটি ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল থেকে তা সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমা দেন এবং কঁদতে কঁদতে বলেন, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনারকে কখনো দু'বার মৃত্যু দান করবে না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা আপনি বরণ করলেন।

تَسْجِيَةُ الْمَيِّتِ

১২-অনুচ্ছেদ ৪ লাশ ঢেকে রাখা।

১৮৪৩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ بَابِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فُوضِعَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَجَى بِثَوْبٍ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَتَنَاهَنِي قَوْمِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُفِعَ فَلَمَّا رُفِعَ سَمِعَ صَوْتَ بَاكِئَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا هَذِهِ بِنْتُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلَا تَبْكِي أَوْ فَلِمَ تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَنْظُرُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ .

১৮৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... জাবের (রা) বলেন, উহদের জিহাদের দিন আমার পিতার লাশ আনা হলো। তার দেহ ছিল বিকৃত (ক্ষত-বিক্ষত)। তাকে একটি কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখা হলো। আমি তার কাপড়টি খুলতে চাইলে আমার

গোত্রের লোকেরা আমাকে বারণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে তা সরিয়ে নেয়া হলো। যখন তা অনাবৃত করা হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ক্রন্দনকারিণীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন : এ কে? লোকেরা বললো, আমাদের মেয়ে বা বোন। তিনি বলেন : তুমি ক্রন্দন করো না, কেন তুমি ক্রন্দন করছো? তাকে তুলে নেয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাদের পাখা দ্বারা তাকে ছায়া দিতে থাকবে।

فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১৩-মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা।

১৮৬৬- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَغِيرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَتْ أَمْ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَكَ فَقَالَتْ مَا لِي لَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحِمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنَّتَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১৮৬৮। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ছোট মেয়ের মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি তাকে তুলে নিয়ে নিজ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর নিজের হাত তার উপর রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেই তার মৃত্যু হলো। তাতে উম্মে আয়মান (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : হে উম্মে আয়মান! তুমি কাঁদছো, অথচ আল্লাহর রাসূল তোমার সামনে উপস্থিত। তিনি বলেন, আমি কেন কাঁদবো না যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কাঁদছি না, বরং তা অন্তরের প্রকৃতিগত মায়ামমতা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ভালো থাকে। তার পার্শ্বদ্বয় থেকে তার রূহ বের করা হয় অথচ তখনও সে মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে।

১৮৬৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَذْنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ .

১৮৪৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইশ্তিকালে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, “হে পিতা! কোন্ বস্তু তাঁকে তাঁর প্রভুর অতি নিকটবর্তী করেছে! হে পিতা! আমরা জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাঁর মৃত্যুশোক প্রকাশ করছি। হে পিতা! জান্নাতুল ফিরদাওস তোমার বাসস্থান”।

১৮৪৬ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي وَالنَّاسُ يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي وَجَعَلْتُ عَمَتِي تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُمُهُ بِأَجْنَحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ .

১৮৪৬। আমার ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা উহদ যুদ্ধের দিন শহীদ হন। আমি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরাতে সরাতে কাঁদছিলাম, আর লোকেরা আমাকে বারণ করছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বারণ করেননি। আমার ফুফুও তার জন্য কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি তার জন্য কেঁদো না, তোমরা তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে তাদের ডানা দিয়ে ছায়া দিতে থাকবে।

النَّهْيُ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১৪-অনুচ্ছেদ : মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা নিষেধ।

১৮৪৭ - أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَتِيكَ أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيعِ فَصَحْنِ النِّسَاءَ وَتَكِينِ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكَ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْنَهُنَّ فَإِذَا وَجِبَ فَلَا تَبْكِينَ بِأَكْبِيَةِ قَالُوا وَمَا الْوَجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتْ ابْنَتُهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتُ قُضِيَتْ جِهَازَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نَيْتِهِ وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ٱللَّهُ الشَّهَادَةُ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ
وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ
شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ شَهِيدَةٍ .

১৮৪৭। উতবা ইবনে আবদুল্লাহ (র)...জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রা)-কে দেখতে গিয়ে তাকে মুম্বু অবস্থায় পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উচ্চ স্বরে ডেকেও তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে 'ইন্না লিল্লাহ...' পড়লেন এবং বললেন : হে আবুর রবী! আমাদের সামনে তোমার উপর আল্লাহর হুকুম বিজয়ী হয়েছে। তাতে মহিলারা উচ্চ স্বরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। ইবনে আতীক (রা) তাদের চুপ করাতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদেরকে ত্যাগ করো। যখন ওয়াজিব হবে তখন কোন ক্রন্দনকারিণীই আর কাঁদবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "উজুব" শব্দের অর্থ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : মৃত্যু। তার কন্যা বললো, আমি তো অবশ্যই আশা করতাম, আপনি শহীদ হবেন। আপনি তো শাহাদাতের যাবতীয় পাথেয় সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ মহান আল্লাহ তাঁর নিয়াত অনুযায়ী তাকে শাহাদাতের সওয়াব দিয়েছেন। আচ্ছা! তোমরা শহীদ কাকে মনে করো? তারা বলেন, মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়াকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ছাড়াও শাহাদাত সাত প্রকারের : (১) প্রেমে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, (২) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, (৩) পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, (৪) প্রাচীর বা ঘরচাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, (৫) ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহে মৃত ব্যক্তি শহীদ, (৬) অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুবরণকারী শহীদ এবং (৭) গর্ভকালে মৃত্যুবরণকারিনী শহীদ।

১৮৪৮- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَنْبَرِ الْبَابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْ فَاثْنَهُنَّ فَانْطَلِقْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيْنَ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاثْنَهُنَّ فَانْطَلِقْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيْنَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِي أَقْوَاهِنَّ التُّرَابَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ ارْغَمِ اللَّهُ أَنْفَ الْأَبْعَدِ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ.

১৮৪৮। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, যখন যায়েদ ইবনে হারিছা, জা'ফার ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাত বরণের খবর এসে পৌছলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে) বসে পড়লেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে শোকের ছায়া ফুটে উঠলো। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, জা'ফার (রা)-এর পরিবারবর্গ কাঁদছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি গিয়ে তাদের কাঁদতে নিষেধ করো। অতএব সে চলে গেলো। পুনরায় ফিরে এসে সে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছি কিন্তু তারা আমার বারণ মানেনি। তিনি বলেন : তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ করো। সে পুনরায় ফিরে এসে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছি কিন্তু তারা ক্রন্দন করছেই। তিনি বলেন : তুমি গিয়ে তাদের মুখে মাটি পুরে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ অভাগার নাসিকা ধুলি ধুসরিত করুন। আল্লাহর শপথ! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্লষ্ট না দিয়ে ছাড়লে না, তোমাকে যা বলা হয়েছিল, তুমি তা করতে পারলে না।

১৮৪৯- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ غَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِكُأَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৪৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাদ (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

১৮৫০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ ذَكَرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِكُأَةِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৮৫০। মাহমূদ ইবনে গাইলান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইহু (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র)-কে বলতে শুনেছি, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সামনে উল্লেখ করা হলো যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়। ইমরান (রা) বলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

১৮৫১- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِكُأَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৫১। সুলায়মান ইবনে সাইফ (র)... উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

النِّبَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

১৫-অনুচ্ছেদ : মৃতের জন্য বিলাপ করা ।

১৪৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَبَسٍ أَنَّ قَبَسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ لَا تَنُوحُوا عَلَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ مُخْتَصَرٌ .

১৮৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... হাকীম ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। কায়েস ইবনে আসেম (রা) বলেন, তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি (সংক্ষিপ্ত)।

১৪৫৩- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنْحُنَّ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْتَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسَعِدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا اسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ .

১৮৫৩। ইসহাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বায়আত করার সময় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন : তারা যেন মৃতের জন্য বিলাপ না করে। তখন তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মহিলারা জাহিলী যুগে মৃতের জন্য বিলাপে আমাদের সহযোগিতা করতো। এখন আমরা কি মৃতের জন্য বিলাপে তাদের সহযোগিতা করবো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইসলামে মৃতের জন্য বিলাপে কোন সহযোগিতা নাই।

১৪৫৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَيِّتُ يَعْذَبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّبَاحَةِ عَلَيْهِ .

১৮৫৪। আমর ইবনে আলী (র)... উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য বিলাপের কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

১৪৫৫- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ زَادَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبَيَّاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هَهُنَا أَكَانَ يُعَذَّبُ بِبَيَّاحَةِ أَهْلِهِ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَبْتَ أَنْتَ.

১৮৫৫। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি কি মনে করেন, এক ব্যক্তি খোঁরাসানে মারা গেলো এবং তার পরিবারবর্গ এখানে তার জন্য বিলাপ করলো। তাকেও কি তার জন্য তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হবে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, আর তুমি মিথ্যা বলছো।

١٨٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ لَيُعَذَّبُ وَإِنْ أَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .

১৮৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এ হাদীস আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) ভুল করেছেন। নবী ﷺ এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন : এই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছে। অতঃপর আয়েশা (রা) পাঠ করলেন : “প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অপর কারো ভার গ্রহণ করবে না” (৬ : ১৬৪)।

١٨٥٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ يُغْفَرُ لِلَّهِ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبْ وَلَكِنْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَةٍ يُبْكِي عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا لَتُعَذَّبُ .

১৮৫৭। কুতায়বা (র)... আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন! তিনি মিথ্যা বলেননি, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন বা ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদী

নারীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন : তারা ঐ মৃত্যুর জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

১৪৫৮ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৫৮। আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছিলেন : মহামহিম আল্লাহ কাফেরের শাস্তি বৃদ্ধি করেন তার জন্য তার আত্মীয়ের কান্নাকাতির কারণে।

১৪৫৯ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ لَمَّا هَلَكْتُ أُمُّ ابَانَ حَضَرَتْ مَعَ النَّاسِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبَكَيْنِ النِّسَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءَ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ رَأَى رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ انْظُرْ مِنَ الرُّكْبِ فَذَهَبَتْ فَإِذَا صُهِيبٌ وَأَهْلُهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا صُهِيبٌ وَأَهْلُهُ فَقَالَ عَلَى صُهِيبٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ أَصِيبَ عُمَرُ فَجَلَسَ صُهِيبٌ يَبْكِي عِنْدَهُ يَقُولُ وَأَخْيَاهُ وَأَخْيَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهِيبُ لَا تَبْكُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمَّا وَاللَّهِ مَا تُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَاذِبَيْنِ مُكَذِّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ لَمَّا يَشْفِيكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৫৯। সুলায়মান ইবনে মানসুর অঙ্গী-বালখী (র)... ইবনে আবু মুলায়কা (র) বলেন, উম্মে আবান মৃত্যুবরণ করলে আমি লোকজনের সাথে তথ্য উপস্থিত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমার

(রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাঝখানে বসলাম। মহিলারা কান্নাকাটি করলে ইবনে উমার (রা) বলেন, এদেরকে কাঁদতে কি নিষেধ করা হয়নি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার কোন আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা)-ও প্রায় একুই বলেছেন। আমি উমার (রা)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা আল-বায়দা নামক স্থানে পৌঁছেলে উমার (রা) বৃক্ষের নিচে একদল আরোহীকে দেখে বলেন, দেখো তো আরোহী কারা? আমি গিয়ে দেখলাম, সুহাইব (রা) ও তার পরিবারবর্গ। আমি তার কাছে ফিরে এসে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! ইনি সুহাইব (রা) ও তার পরিবারবর্গ। তিনি বলেন, আমার সামনে সুহাইবকে উপস্থিত করো। যখন আমরা মদীনায প্রবেশ করলাম এবং উমার (রা) মারাত্মক আহত হলেন, সুহাইব (রা) তার সামনে বসে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! উমার (রা) বলেন, হে সুহাইব! তুমি কেঁদো না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার কোন আত্মীয়ের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সুহাইব (রা) বলেন, আমি এ ঘটনা আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তোমরা এ রকম হাদীস বর্ণনা করো না দুই মিথ্যাবাদী থেকে। তবে শ্রবণেন্দ্রিয় কখনো ভুল করে। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল-কুরআনে এমন আয়াত আছে যা তোমাদের আশ্বস্ত করবে : “কেউ অপর কারো ভার বহন করবে না” (৬:১৬৪)। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাফেরের জন্য তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ তার শাস্তি বৃদ্ধি করেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১৬-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

১৮৬০- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِّنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْنَهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ .

১৮৬০। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের একজন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে মহিলারা তার জন্য কাঁদতে একত্র হলো। উমার (রা) দাঁড়িয়ে তাদের নিষেধ করতে এবং তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উমার! তাদের ছেড়ে দাও। কেননা চক্ষু অশ্রু-সিক্ত, হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত এবং বিয়োগ মুহূর্তও নিকটেই।

دَعَا الْجَاهِلِيَّةِ

১৭-অনুচ্ছেদ : জাহিলী যুগের আহ্বান ।

১৮৬১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ ح أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّفْظُ لِعَلَى وَقَالَ الْحَسَنُ بِدَعَايَ .

১৮৬১। আলী ইবনে খাশরাম (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) গণ্ডদেশে আঘাত করে, জামার বুক ছিড়ে এবং জাহিলী যুগের আহ্বানের ন্যায় আহ্বান করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

السُّلْقُ

১৮-অনুচ্ছেদ : বিপদে চিৎকার করা ।

১৮৬২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدِ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْزَرٍ قَالَ أُنْغِمَى عَلَى أَبِي مُوسَى فَبَكَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ كَمَا بَرِئَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلَا خَرَقَ وَلَا سَلَقَ .

১৮৬২। আমর ইবনে আলী (র)... সাফওয়ান ইবনে মুহরিয় (র) বলেন, আবু মুসা (রা) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাঁর জন্য সবাই ক্রন্দন করতে লাগলো । তিনি বলেন, আমি তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন : যে ব্যক্তি বিপদে মাথার চুল কামায়, পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে এবং চিৎকার করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

ضَرْبُ الْخُدُودِ

১৯-অনুচ্ছেদ : গণ্ডদেশে আঘাত করা ।

১৮৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعَايَ الْجَاهِلِيَّةِ .

১৮৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন :
যে ব্যক্তি মৃত্যুশোকে গণ্ডদেশে আঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের
আহ্বানের ন্যায় আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

الْحَلَقُ

২০-অনুচ্ছেদ : দাড়ি বা মাথার চুল উগড়ানো।

১৮৬৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ قَالَا لَمَّا
ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ تَصِيحُ قَالَا فَاَقَاقَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْكَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّنْ
بَرِيَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَا وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ
مِّمَّنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ .

১৮৬৪। আহমাদ ইবনে উসমান (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ও আবু বুরদা (র)
বলেন, আবু মুসা (রা)-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে আসলেন।
তারা বলেন, তার চেতনা ফিরে আসলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে অবহিত করিনি
যে, আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি, যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ
করেছেন? তারা বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সামনে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) মাথা কামায়, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে এবং চিৎকার করে কাঁদে তার
দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।

شَقُّ الْجُبُوبِ

২১-অনুচ্ছেদ : আঁচল ছিঁড়ে ফেলা।

১৮৬৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ
عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا
مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১৮৬৫। ইসহাক ইবনে মানসুর (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন :
যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) গণ্ডদেশে আঘাত করে, জামার বুক ফাঁড়ে এবং জাহিলী আহ্বানের
ন্যায় আহ্বান করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৮৬৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ أُمُّ وَكَدَ لَهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَهَا أَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ .

১৮৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সংজ্ঞাহীন হলে তাঁর এক বান্দী ক্রন্দন করলো। তার চেতনা ফিরে এলে তিনি তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা কি তোমার কাছে পৌঁছেনি? আমরা মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সজোরে চিৎকার করে, মাথার চুল কামায় এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৮৬৭- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ .

১৮৬৭। আব্দা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মাথার চুল কামায়, চিৎকার করে এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৮৬৮- أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنجَابٍ عَنِ الْقُرَيْعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتْ امْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ .

১৮৬৮। হানাদ (র)... কারছা' (র) বলেন, আবু মূসা (রা)-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তার স্ত্রী সজোরে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা কি তোমার জানা নাই? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আছে। অতঃপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এমন লোককে যে মৃত্যুশোকে মাথার চুল কামায়, চিৎকার করে অথবা পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলে।

الْأَمْرُ بِالْإِحْسَابِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ نَزُولِ الْمُصِيبَةِ

২২-অনুচ্ছেদ : বিপদের সময় সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করার আদেশ।

১৮৬৭- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ أَنْ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأَتَنَّا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبَى وَنَفْسُهُ تَقَعَّقُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ .

১৮৬৯। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র).. ইসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার এক ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত। অতএব আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি সালাম পাঠিয়ে বলেন : আল্লাহ যা নিয়ে যান তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁরই। আর প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সওয়াবের আশা রাখো। পুনরায় তিনি কসম দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তার কাছে অবশ্যই আসেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সাথে সা'দ ইবনে উবাদা (রা), মু'আয ইবনে জাবাল (রা), উবাই ইবনে কা'ব (রা), যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) এবং আরো কিছু লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছেলেকে তুলে দেয়া হলো। তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। সা'দ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কি? তিনি বলেন : এ হলো মায়া-মমতা, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদের প্রতি দয়া করেন।

১৮৭০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْرُ نَدَى الصَّدْمَةِ الْأُولَى .

১৮৭০। আমর ইবনে আলী (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিপদের প্রথম ধাপেই হলো ধৈর্য ধারণ।

১৮৭১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَّاسٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ أَحَبُّكَ اللَّهُ كَمَا أَحْبَبُهُ فَمَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالَ مَا يَسْرُكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ أَبَاكَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتُهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ .

১৮৭১। আমার ইবনে আলী (র)... কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার এক ছেলের সাথে আসল। তিনি তাকে বলেন, তুমি কি একে ভালোবাসো? সে বললো, আল্লাহ আপনাকে তদ্রূপ ভালোবাসুন আমি তাকে যেক্ষেপ ভালোবাসি। অতঃপর ছেলেটি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানতে পেরে বলেন : তুমি কি আনন্দিত হবে না যে, তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে সেই দরজার সামনে তোমার ছেলেকে পাবে, সে তোমার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করবে?

ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ

২৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করেছে এবং সওয়াবের আশা করেছে তার প্রতিদান।

১৮৭২- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبٍ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ يُعَزِّيه بِابْنٍ لَهُ هَلَكَ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أَمْرٌ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ .

১৮৭২। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আমার ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। আমার ইবনে শুআইব (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের এক ছেলের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে তার কাছে চিঠি লিখেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি তার পিতাকে তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে কারো প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করলে এবং সওয়াবের আশা রাখলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াব দিয়ে সন্তুষ্ট হন না।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صَلْبِهِ

২৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করেছে তার প্রতিদান ।

১৮৭৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالَتْ الْمَرْأَةُ يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا .

১৮৭৩। আহমাদ ইবনে আমর ইবনুস-সারহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললো, দুই সন্তানের বেলায়? তিনি বলেন : দুইজন হলেও। মহিলা বললো, হায় আমি যদি একজনের কথাও জিজ্ঞেস করতাম!

بَابُ مَنْ يُتَوَقَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ

২৫-অনুচ্ছেদ : যার তিন সন্তান মারা গেছে।

১৮৭৪- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَقَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ .

১৮৭৪। ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মারা গেলে, আল্লাহ তাদের প্রতি তার দয়ার বদৌলতে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১৮৭৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ حَدَّثَنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ لَمْ يَلْغُوا الْحِنْتَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ .

১৮৭৫। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... সা'সা'আ ইবনে মুআবিয়া (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন,

আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলমান মাতা-পিতার জীবদ্দশায় তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিনটি সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর দয়ার বদৌলতে তাদের উভয়কে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

১৮৭৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .

১৮৭৬। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুসলমানদের কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে তাদের কখনো দোষখের আগুন স্পর্শ করবে না, শপথ পূর্ণ করার (পুলসিরাত পার হওয়ার) বিষয়টি ব্যতীত।

১৮৭৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ لَمْ يَلْغُوا الْحَنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ الْجَنَّةَ قَالَ يَقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا فَيَقَالُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ .

১৮৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে কোন মুসলমান মাতা-পিতার জীবদ্দশায় তাদের তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা গেলে তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন : সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা প্রবেশ করবো না। তাদের বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ করো।

مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً

২৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তিন সন্তান আগে পাঠিয়েছে।

১৮৭৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ عِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا يَشْتَكِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهُ أَخَافُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدِمْتُ ثَلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ احْتَضَرْتَ بِحِطَارٍ شَدِيدٍ مِّنَ النَّارِ .

১৮৭৮। ইসহাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক মহিলা তার অসুস্থ সন্তানসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি তার মৃত্যুর আশংকা করছি। ইতিপূর্বে আমার আরও তিনটি সন্তান মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি তো এক কঠিন প্রাচীরের সাহায্যে জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে।

بَابُ النَّعْيِ

২৭-অনুচ্ছেদ : মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।

১৮৭৭- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا قَبْلَ أَنْ يَجِيَّ خَبَرُهُمْ فَتَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ .

১৮৭৯। ইসহাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। য়ায়েদ ইবনে হারিছা (রা) ও জা'ফার (রা)-এর মৃত্যুসংবাদ মদীনায পৌছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। তিনি তাদের জন্য কান্দলেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রু ভারাক্রান্ত হলো।

১৮৮০- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ .

১৮৮০। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাবশার বাদশাহ নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানান এবং বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

১৮৮১- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لَا تَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا مَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْمَيْتِ فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيْتِهِمْ قَالَ لَعَلَّكَ بَلَغْتَ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ فَقَالَ (لَهَا) لَوْ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاكَ جَدُّ أَبِيكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رِبْعَةُ ضَعِيفٌ .

১৮৮১। উবায়দুল্লাহ ইবনে ফাদালা ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করছিলাম। পথিমধ্যে এক মহিলাকে দেখা গেলো। সে ধারণা করতে পারেনি যে, তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন। তিনি রাস্তার মাঝামাঝি এসে থামলেন, যাবত না ঐ মহিলা তাঁর কাছে পৌছলেন। দেখা গেলো, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা)। তিনি তাকে বলেন : হে ফাতিমা! তোমার ঘর থেকে তোমাকে কিসে বের করলো? তিনি বলেন, আমি এই মৃত ব্যক্তির পরিজনদের কাছে এসে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছি। তিনি বলেন : সম্ভবত তুমি তাদের সাথে কুদা (গোরস্তান) পর্যন্ত গিয়েছিলে! ফাতিমা (রা) বলেন, আমি সেখানে যাওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। তিনি তাকে বলেন : তুমি যদি তাদের সাথে সেখানে যেতে তাহলে তোমার পিতার দাদা জান্নাত না দেখা পর্যন্ত তুমি তা দেখতে পেতে না।

غُسْلُ الْمَيْتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

২৮-অনুচ্ছেদ : কুলপাতায়ুক্ত পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

১৮৮২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنِيْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

১৮৮২। কুতায়বা (র)... উম্মে আতিয়া আল-আনসারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যয়নব ইস্তিকাল করলে তিনি আমাদের কাছে এসে বলেন : তোমরা তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে তিন বা পাঁচবার কিংবা তোমরা ভালো মনে করলে আরো অধিকবার গোসল করাও। শেষে তোমরা কিছু কর্পূর মিশ্রিত করবে। তোমরা গোসলের কাজ সমাপ্ত করার পর আমাকে জানাবে। অতএব আমরা গোসল দেয়া শেষ করার পর তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর দেহের নিম্নাংশের একটি পরিধেয় বস্ত্র আমাদের দিলেন এবং বললেন : তোমরা প্রথমে এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيمِ

২৯-অনুচ্ছেদ : গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

১৮৮৩- অখবরা ফতিবু বনু সৈয়দী قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْصٍ قَالَتْ تَوَفَّى ابْنِي فَجَزَعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ لَا تَغْسِلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلُهُ فَاَنْطَلَقَ عَكَاشُهُ بَنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَ عُمُرُهَا فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ .

১৮৮৩। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে কায়েস (রা) বলেন, আমার ছেলে মারা গেলে আমি তার জন্য শোকাতুর হলাম। যে ব্যক্তি তাকে গোসল দিচ্ছিল আমি তাকে বললাম, আমার ছেলেকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল দিয়ে মেরে ফেলো না। উক্কাশা ইবনে মিহসান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ঐ মহিলার কথা তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি মুচকি হাসলেন, এরপর বললেন : সে কি বলেছে? সে দীর্ঘজীবী হোক। রাবী বলেন, অন্য কোন মহিলা এই মহিলার চেয়ে দীর্ঘজীবী হয়েছে বলে আমরা জানি না।

نَقْضُ رَأْسِ الْمَيِّتِ

৩০-অনুচ্ছেদ : মৃতের মাথার চুল খুলে দেয়া।

১৮৮৪- অখবরা য়ুসুফ বনু সৈয়দী قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ حَفْصَةَ تَقُولُ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةٍ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قَالَتْ نَعَمْ .

১৮৮৪। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... হাফসা (রা) বলেন, উম্মে আতিয়া (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তারা নবী ﷺ-এর কন্যার মাথার চুল তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। আমি বললাম, তারা কি তা খুলে তিন ভাগ করেছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

مِيَامِنُ الْمَيْتِ وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهُ

৩১-অনুচ্ছেদ : লাশের ডান দিক ও উয়ুর অংগসমূহ।

১৮৮৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

১৮৮৫। আমর ইবনে মানসুর (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যার গোসল সম্পর্কে বললেন : তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং উয়ুর স্থান থেকে গোসল আরম্ভ করো।

غَسَلُ الْمَيْتِ وَتَرَأُ

৩২-অনুচ্ছেদ : বেজোড় সংখ্যায় লাশ গোসল করানো।

১৮৮৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَاتَتْ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَتَرَأُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخْرَةِ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذْنِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَمَسْطَنَاهَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا .

১৮৮৬। আমর ইবনে আলী (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর এক কন্যার মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান এবং বলেন : তোমরা তাকে কুল পাঠায়ুক্ত পানি দিয়ে গোসল করাও বেজোর সংখ্যায়, তিন, পাঁচ অথবা সাতবার, যদি তোমরা তা প্রয়োজন মনে করো, আর শেষবারে কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা কাজ সমাপ্ত করলে পর আমাকে জানাবে। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদের নিকট তাঁর লুঙ্গি দিয়ে বলেন : তোমরা এটি তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। আমরা তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে আঁচড়িয়ে দিলাম এবং তা পিছন দিকে রেখে দিলাম।

غَسَلَ الْمَيِّتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ

৩৩-অনুচ্ছেদ : মৃতকে পাঁচের অধিকবার গোসল করানো ।

১৮৮৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّيْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ قَالَتْ لِي الْيَنَّا حَقُّهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

১৮৮৭। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা তাঁর কন্যার লাশ গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা তাকে কুল পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার অথবা তোমরা প্রয়োজন বোধ করলে আরো অধিকবার গোসল দিবে এবং শেষবার কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা গোসল দেয়া শেষ করে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা গোসল সমাপ্ত করে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদের কাছে তাঁর পরনের লুঙ্গি দিয়ে বলেন : এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

غَسَلَ الْمَيِّتَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ

৩৪- অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল করানো ।

১৮৮৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوَفَّيْتُ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّيْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ قَالَتْ لِي الْيَنَّا حَقُّهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

১৮৮৮। কুতায়বা (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর এক কন্যা (যয়নব) মারা গেলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান। তিনি বলেন : তোমরা তাকে কুল পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা প্রয়োজন বোধ করলে ততোধিক বার গোসল দাও এবং শেষবার কিছু কর্পূর দিও। তোমরা অবসর হয়ে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গি দিলেন এবং বললেন : এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

১৮৮৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ ذَلِكَ .

১৮৯০। কুতায়বা (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে একথাও আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো তবে তাকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা ততোধিকবার গোসল করাও।

১৮৯০- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ إِخْوَتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوَفِّتُ ابْنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ قَالَتْ قُلْتُ وَتَرَأَى قَالَ نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

১৮৯০। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কন্যা (যয়নব) মৃত্যুবরণ করলে তিনি আমাদেরকে তাকে গোসল করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাও কি বেজোড় সংখ্যায় করাতে হবে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, এবং শেষেরবার কিছু কর্পূর দিবে। আর তোমরা অবসর হলে পর আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গিখানা দিয়ে বললেন : এটা তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

الْكَافُورُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

৩৫- অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসলে কর্পূর ব্যবহার করা।

১৮৯১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقَّوهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَسْطَنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১৮৯১। আমরা ইবনে যুরারা (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যার লাশ গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা তাকে বরই পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো। শেষের বার কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা অবসর হয়ে আমাদের জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জনালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গিখানা দিয়ে বলেন : এটা তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, হাফসা (রা) বলেছেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার গোসল করাবে। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, আমরা তার চুল আঁচড়িয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করলাম।

১৮৯২ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১৮৯২। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, আমরা তার মাথার চুল তিনভাগে বিভক্ত করলাম।

১৮৯৩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১৮৯৩। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা তার মাথার চুল তিন ভাগে বিভক্ত করলাম।

الْأَشْعَارُ

৩৬-অনুচ্ছেদ : লাশের দেহে কাপড় জড়িয়ে দেয়া।

১৮৯৪ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدِمَتْ تَبَادُرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بَمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذْنِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ هِيَ قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُهُ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ اتَّوَزَّرُ بِهِ قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْفُقْهَاءُ فِيهِ .

১৮৯৪। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) একজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তিনি (বসরায়) এসে তাড়াহুড়া করে তার ছেলের কাছে গেলেন, কিন্তু তাকে পেলেন না। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন তাঁর মেয়েকে গোসল করছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা তাকে বড়ই পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো এবং শেষবার কিছু কর্পূর দিবে। আর তোমরা অবসর হয়ে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর একটি লুঙ্গি দিলেন এবং বললেন : এটা তার দেহে জড়িয়ে দাও। রাবী (মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন) এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। রাবী আইউব ইবনে তামীমা বলেন, আমি জানি না, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন্ মেয়ে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তার দেহে জড়িয়ে দাও”-এর অর্থ কি? এটা কি তাকে পাজামা হিসাবে পরিধান করানো হবে? তিনি বললেন, তা আমার মনে হয় না। তবে তিনি হয়তো বলেছিলেন, তা দিয়ে পেঁচিয়ে দাও।

১৮৯৫ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوْفِّيْ أَحَدِيْ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلِيْهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنِ ذَلِكَ وَاغْسِلِيْهَا بِالسُّدْرِِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلِيْ فِيْ آخِرِ ذَلِكَ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَادْنِيْ قَالَتْ فَادْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ .

১৮৯৫। শুআইব ইবনে ইউসুফ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি বললেন : তাকে তিন, পাঁচ বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন মনে করো এবং তাকে বড়ই পাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল করাও, শেষবার কিছু কর্পূর দিও। তোমরা অবসর হলে আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, অতএব আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর লুঙ্গি আমাদের দিলেন এবং বলেন : এটা তার দেহে জড়িয়ে দাও।

الْأَمْرُ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : উত্তম কাফন পরিধান করানোর নির্দেশ।

১৮৯৬ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقْمِيُّ الْقَطَّانُ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقَبِرَ لَيْلًا وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقَبَّرَ الْإِنْسَانُ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَّى أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ .

১৮৯৬। আবদুর রহমান ইবনে খালিদ (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অনুত্তম কাফনে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জরম্মী অবস্থা ব্যতীত রাতের বেলা লাশ দাফন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন : তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অভিভাবক হলে সে যেন তাকে উত্তম কাফন পরিধান করায়।

أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ

৩৮-অনুচ্ছেদ : কোন্ ধরনের কাফন উৎকৃষ্ট?

١٨٩٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ .

১৮৯৭। আমর ইবনে আলী (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের সাদা পোশাক পরিধান করো। কেননা তা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

كَفَنُ النَّبِيِّ ﷺ

৩৯-অনুচ্ছেদ : মহানবী ﷺ-এর কাফন।

١٨٩٨- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بَيْضٍ .

১৮৯৮। ইসহাক (র)... আয়েশা (র) বলেন, নবী ﷺ -কে সুহুল নামক স্থানের তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।

১৮৯৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১৮৯৯। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুহুল নামক স্থানের তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিলো না।

১৯০০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حَبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنْهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكْفُنُوهُ فِيهِ .

১৯০০। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি ইয়ামানী সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিলো না। আয়েশা (রা)-এর কাছে দুই কাপড়ে এবং একটি নকশী চাদরে কাফন দেয়ার ব্যাপারে লোকমুখে বলা কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তা আনা হয়েছিল কিন্তু উপস্থিত লোকজন তা ফেরত দেন এবং তাতে তাঁকে কাফন দেননি।

الْقَمِيصُ فِي الْكَفْنِ

৪০-অনুচ্ছেদ : কাফনে জামা ব্যবহার করা।

১৯০১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أَكْفِنَهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ ثُمَّ قَالَ إِذَا فَرَعْتُمْ فَادْنُونِي أَصَلِّي عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلَّى عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ .

১৯০১। আমার ইবনে আলী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, (মোনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, আমাকে আপনার জামাটি দিন যাতে আমি তা দিয়ে তাকে কাফন দিতে পারি। আর আপনি তার জানাযা পড়ান, তার জন্য দোয়া করুন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাকে তার জামা দিলেন, তারপর বললেন : তোমরা (গোসল দিয়ে) অবসর হলে আমাকে অবহিত করো, আমি তার জানাযা পড়বো। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তো মোনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি বলেন, “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে” (৯ : ৮০)। অতএব তিনি তার জানাযা পড়লেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, “তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না” (৯ : ৮৪)। এরপর থেকে তিনি মোনাফিকদের জানাযা পড়া ত্যাগ করেন।

১৯০২। أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو وَسَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَقَدْ وُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ فَوَقَّفَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৯০২। আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা (র)... জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কবরের কাছে আসলেন। ইতিমধ্যে তাকে তার কবরে রাখা হয়েছিল। তিনি কবরের পাশে দাঁড়ালেন এবং তাকে কবর থেকে তোলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাকে কবর থেকে তোলা হলো। তিনি তাকে নিজের হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখলেন, তাকে নিজের জামা পরিয়ে দিলেন এবং স্বীয় থুথু তার শরীরের উপর ছিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

১৯০৩। أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَسَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَبَتِ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُوْنَهُ فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَكْسَوْهُ إِيَّاهُ .

১৯০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আয-যুহরী (র)... জাবের (রা) বলেন, আব্বাস (রা) মদীনায় (বন্দী) ছিলেন। আনসারগণ তাকে পরিধান করানোর জন্য একটি পরিধেয় তালাশ করে তার গায়ে লাগার মত কোন জামার সংস্থান করতে পারলেন না আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর জামা ব্যতীত। তারা সেটাই তাকে পরিধান করান।

১৯০৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَآخَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ حَدَّثَنَا خُبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَكْفُتُهُ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةً كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّي بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا وَاللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ .

১৯০৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজরত করলাম। অতএব আমাদের প্রতিদান আল্লাহর যিন্মায় রইলো। আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করলো তারা প্রতিদান কিছুই ভোগ করতে পারলো না। যেমন মুসআব ইবনে উমায়ের (রা), যিনি উহুদের জিহাদে শাহাদাতবরণ করেন। আমরা তার কাফনের উপযোগী কোন কাপড়ের সংস্থান করতে পারিনি, শুধু একটি চাদর ছাড়া। তা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেতো, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিয়ে পদদ্বয় ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন। আর আমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা প্রতিদান পেয়েছে এবং তা ভোগও করছে।

كَيْفَ يُكْفَنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

৪১-অনুবাদ : ইহরামধারী ব্যক্তি মারা গেলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে?

১৯০৫- أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا .

১৯০৫। উতবা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ইহরামধারী ব্যক্তিকে তার পরিধানের কাপড়দ্বয়সহ গোসল দিবে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে, অতঃপর তাকে তার ঐ কাপড় দু'টি দিয়ে কাফন দিবে, তার শরীরে

সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় উত্থিত হবে।

الْمِسْكُ

৪২-অনুচ্ছেদ : কস্তুরী

১৯০৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطِيبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ .

১৯০৬ : মাহমুদ ইবনে গায়লান (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি হলো কস্তুরী।

১৯০৭- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرِّثْيَانِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ طِبِّكُمْ الْمِسْكُ .

১৯০৭। আলী ইবনুল হুসাইন আদ-দিরহামী (র)....আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি হলো কস্তুরী।

الْأَذْنُ بِالْجَنَازَةِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : জানাযার নামায পড়া সম্পর্কে অবহিত করা।

১৯০৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةَ مَرَضَتْ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَتْ فَأَذْنُونِي فَأَخْرَجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا وَكَرَهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا فَقَالَ أَلَمْ أُرْكُمُ أَنْ تُؤَذِّنُونِي بِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

১৯০৮। কুতায়বা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুнайফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক দরিদ্র মহিলা অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার অসুস্থতা সম্পর্কে অবহিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ গরীব-দুঃখী রোগীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে মারা গেলে তোমরা আমাকে খবর দিও। রাতে তার জানাযা পড়া হলো এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘটনা জানানো হলো। তিনি বলেন : আমি কি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে বলিনি? তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে রাতে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে লোকজনসহ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবীরে নামায পড়লেন।

السَّرْعَةُ بِالْجَنَازَةِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

১৯০৯- أَخْبَرَنَا سُؤدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدُمُونِي قَدُمُونِي وَإِذَا وَضِعَ الرَّجُلُ يَغْنَى السُّوءَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَلِيَّتِي (وَلِيَّتِي) أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي .

১৯০৯। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন কোন নেককার ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, “আমাকে দ্রুত কবর দাও, আমাকে দ্রুত কবর দাও। আর যখন কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, হায় আমার ধ্বংস! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

১৯১০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدُمُونِي قَدُمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَلِيَّتَهَا (وَلِيَّتَا) إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১৯১০। কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির লাশ খাটিয়ায় রেখে লোকজন তাকে কাঁধে করে নিয়ে যায়, যদি সে নেক্কার হয় তবে বলতে থাকে, আমাকে কবর দাও, আমাকে কবর দাও। আর যদি সে পাপিষ্ঠ হয় তবে বলতে থাকে, হায় ধ্বংস! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্য সব প্রাণী শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেতো তবে অবশ্যই সে বেহুঁশ হয়ে যেতো।

১৯১১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدُمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১৯১১। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা দ্রুত লাশ দাফন করবে। সে সৎকর্মপরায়ণ হলে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর। তোমরা তাকে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে দিলে। আর সে যদি পাপাচারী হয়ে থাকে তবে তোমরা এক পাপাচারীকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।

১৯১২- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَدِّمْتُموها إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১৯১২। সুওয়াইদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা দ্রুত দাফন-কাফনের কাজ শেষ করবে। যদি সে নেক্কার হয় তবে তোমরা তাকে তার কল্যাণের দিকে দ্রুত এগিয়ে দিলে। আর সে যদি বদকার হয় তবে তোমরা এক বদকারকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।

১৯১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ السَّرِيرِ فَجَعَلَ رِجَالُ مَنْ أَهْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَكَانُوا

يَدْبُونَ دَبِيبًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمَرِيدِ لَحِقْنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بَيْغَلْتِهِ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسُّوْطِ وَقَالَ خَلُّوْا فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ .

১৯১৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যিয়াদ এসে খাটিয়ার সামনে দিয়ে হাঁটছিল। আবদুর রহমান (রা)-এর পরিবার-পরিজনের কিছু লোক এবং তাদের গোলামগণ জানাযার খাটিয়াকে সামনে রেখে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, ধীরে চলো ধীরে চলো। আল্লাহ তোমাদের বরকত দিন। অতএব তারা খুব ধীরপদে চলছিল। যখন আমরা মিরবাদ-এর রাস্তায় পৌছলাম, আবু বাকরা (রা) খচ্চরে চড়ে এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তাদের কার্যকলাপ দেখে তিনি আরোহিত অবস্থায় তাদের দিকে ধাবিত হলেন। তিনি তাদের দিকে চাবুক নিয়ে ঝুঁকলেন এবং বললেন, তোমরা এ সমস্ত ছাড়া। সেই সত্তার শপথ যিনি আবুল কাসেম عليه السلام-কে সম্মানিত করেছেন, আমার স্মরণ আছে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ عليه السلام-এর সাথে ছিলাম। আমরা লাশ নিয়ে খুব দ্রুত হেঁটেছি। (এ হাদীস শুনে) লোকজন খুশী হলো।

১৯১৪- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُشَيْمٍ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا وَاللَّفْظُ حَدِيثُ هُشَيْمٍ .

১৯১৪। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু বাকরা (রা) বলেন, আমি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ عليه السلام-এর সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আমরা লাশ নিয়ে দ্রুত হেঁটেছি।

১৯১৫- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَحْيَى أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تَوْضَعَ .

১৯১৫। ইয়াহুইয়া ইবনে দুরুস্তা (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ عليه السلام বলেন : তোমাদের নিকট দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। আর যারা লাশের সাথে যাবে তারা যেন লাশ নামিয়ে রাখার পূর্বে না বসে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : লাশ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশ

১৯১৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوَضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ .

১৯১৬। কুতায়বা (র)... আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ লাশ নিয়ে যেতে দেখে এবং তার সাথে না গেলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লাশের পিছনে পড়ে কিংবা পিছনে পড়ার পূর্বে লাশ নামিয়ে রাখা হয়।

১৯১৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوَضَعَ .

১৯১৭। কুতায়বা (র)... আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা যখন লাশ নিয়ে যেতে দেখবে তখন তার পিছনে না পড়া পর্যন্ত কিংবা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

১৯১৮- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ ح وَآخِبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوَضَعَ .

১৯১৮। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে তার অনুগমন করবে সে যেন তা নামিয়ে রাখার পূর্বে না বসে।

১৯১৯- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوَضَعَ .

১৯১৯। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন লাশের সাথে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তা নামিয়ে রাখার পূর্বে কখনো বসতে দেখিনি।

১৯২০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ح وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ .

১৯২০। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ দিয়ে লোকজন একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

১৯২১- أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ .

১৯২১। আইউব ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াযযান (র)... ইয়াযীদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলেন। তখন একটি লাশ দেখা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ লাশ নিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে থাকলেন।

الْقِيَامُ لِجَنَازَةِ أَهْلِ الشَّرْكِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ৪ মুশরিকদের লাশ দেখে দাঁড়ানো।

১৯২২- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بَيْنَ عِبَادَةِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا مُرُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ الْيَسْتُ نَفْسًا .

১৯২২। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, সাহ্ল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা (রা) কাদেসিয়ায় ছিলেন। তাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তারা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদেরকে বলা হলো, এটি তো এক যিশীর লাশ। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, সে তো ইয়াহুদী। তিনি বলেন : সে কি মানুষ নয়?

১৯২৩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَرْغًا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا . أَلْفَظُ لِحَالِدٍ .

১৯২৩। আলী ইবনে হুজর (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতো এক ইয়াহুদী নারীর লাশ। তিনি বলেন : নিশ্চয় প্রত্যেক মৃত্যুতেই ভীতি আছে। অতএব যখন তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখবে তখন দাঁড়াবে।

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

৪৭-অনুচ্ছেদ : না দাঁড়ানোর অনুমতি।

১৯২৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْصَرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا فَقَالَ عَلِيُّ مَا هَذَا قَالُوا أَمْرُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ .

১৯২৪। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (র)... আবু মা'মার (র) বলেন, আমরা আলী (র)-এর নিকট ছিলাম। তার নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যেতে লোকজন দাঁড়ালেন। আলী (রা) বলেন, এ কি? তারা বলেন, আবু মূসা (রা)-এর নির্দেশ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদী নারীর লাশ দেখে দাঁড়িয়েছিলেন, এরপর আর তা করেননি।

১৯২৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ جَنَازَةَ مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ .

১৯২৫। কুতায়বা (র)... মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। হাসান ইবনে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় হাসান (রা) দাঁড়ালেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ইয়াহুদীর লাশ দেখে দাঁড়াননি? ইবনে আব্বাস বলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি আর দাঁড়াননি।

১৯২৬- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَرُّ بِجَنَازَةِ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لَابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ .

১৯২৬। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে সীরীন (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন হাসান (রা) দাঁড়ালেন কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। হাসান (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি লাশ নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়াননি? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর দাঁড়াননি।

১৯২৭- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجَلٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَامَ قَالَ لَهُ الَّذِي جَلَسَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَلَسَ .

১৯২৭। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একজন দাঁড়ালেন এবং অন্যজন বসে থাকলেন। যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বলেন, তুমি তো নিশ্চয় জানো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন? যিনি বসেছিলেন তিনি বলেন, আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন।

১৭২৮- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرٌّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مُرٌّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا فَكَّرَهُ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ .

১৯২৮। ইবরাহীম ইবনে হারুন আল-বালখী (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাসান ইবনে আলী (রা) বসা ছিলেন। তখন তার নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকলো সেই লাশ নিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত। হাসান (রা) বললেন, এক ইয়াহুদীর লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। ইয়াহুদীর লাশ তার মাথার উপর দিয়ে যাবে তা তিনি অপছন্দ করার কারণে দাঁড়ান।

১৭২৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ تَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ .

১৯২৯। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে (র)... জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে এক ইয়াহুদীর লাশ নিয়ে যেতে তা দৃষ্টিসীমার অন্তরাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন।

১৭৩০- أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ .

১৯৩০। আবুয যুবাইর (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক ইয়াহুদীর লাশের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত।

১৭৩১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ .

১৯৩১। ইসহাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়ান। তাকে বলা হলো, এতো এক ইয়াহুদীর লাশ। তিনি বলেন : আমরা তো ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছি।

اسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : মৃত্যুতে মুমিন ব্যক্তির শান্তি লাভ ।

১৭৩২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرُّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَأَحٌ مِنْهُ فَقَالُوا مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَأَحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ .

১৯৩২। কুতায়বা (রা)... আবু কাতাদা ইবনে রিবঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন : হয়তো সে শান্তিলাভকারী বা তার থেকে লোকজন নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কে শান্তি লাভকারী আর কার থেকেই বা লোকজন নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত? তিনি বলেন : মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পায়। আর পাপাচারীর মৃত্যুতে মানুষ, জনপদ, বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুল তার (অনিষ্ট) থেকে নিষ্কৃতি পায়।

الْأَسْتِرَاحَةُ مِنَ الْكُفَّارِ

৪৯-অনুচ্ছেদ : কাকের থেকে নিষ্কৃতি লাভ ।

১৭৩৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَأَحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْ أَوْصَابِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَأَذَاهَا وَالْفَاجِرُ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ .

১৯৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াহ্ব (র)... আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ একটি লাশ দেখা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শান্তি লাভকারী বা তার থেকে মুমিনগণ নিষ্কৃতি পাচ্ছে। মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে তার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মসীবত থেকে নিষ্কৃতি পায়। আর পাপাচারী মারা গেলে তার থেকে লোকজন, জনপদ, বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুল নিষ্কৃতি পায়।

بَابُ الثَّنَاءِ

৫০-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা ।

১৯৩৪- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرُّ بِجَنَازَةٍ فَأَنْشَى عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ وَمَرُّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَنْشَى عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ فَقَالَ عُمَرُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَرُّ بِجَنَازَةٍ فَأَنْشَى عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتُ وَجِبَتْ وَمَرُّ بِجَنَازَةٍ فَأَنْشَى عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ وَجِبَتْ فَقَالَ مَنْ أَتَيْنْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَتَيْنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

১৯৩৪ । যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... আনাস (রা) বলেন, একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার উত্তম প্রশংসা করা হলো । নবী ﷺ বলেন : অবধারিত হলো । আর একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার পাপাচারের আলোচনা করা হলো । নবী ﷺ বলেন : অবধারিত হলো । উমার (রা) বলেন, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গীত হোক । একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার প্রশংসা করা হলে আপনি বললেন : অবধারিত হলো । আর একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার পাপাচারের আলোচনা করা হলে আপনি বললেন : অবধারিত হলো । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা যার প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হলো । আর তোমরা যার পাপাচারের আলোচনা করলে তার জন্য দোযখ অবধারিত হলো । তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী ।

১৯৩৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَامِرٍ وَجَدَهُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَوْلُكَ الْأَوَّلَى وَالْآخِرَى وَجِبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

১৯৩৫ । মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকজন নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে গেলো এবং তার প্রশংসা করলো । নবী ﷺ বলেন : অবধারিত হলো । অতঃপর লোকজন অন্য একটি লাশ নিয়ে গেলো এবং তার সম্পর্কে মন্দ

আলোচনা করলো। নবী ﷺ বলেন : অবধারিত হলো। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মন্তব্য “অবধারিত হলো”-এর অর্থ কি? নবী ﷺ বলেন : ফেরেশতাগণ আসমানে আল্লাহর সাক্ষী এবং তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।

১৭৩৬- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّبَلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرُّ بِجَنَازَةٍ فَأُتِنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّ بِأُخْرَى فَأُتِنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّ بِالثَّالِثِ فَأُتِنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجِبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا (قَالَ بِالْخَيْرِ) أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قُلْنَا أَوْ اثْنَانِ .

১৯৩৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (র) বলেন, আমি মদীনায় এলাম এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে বসলাম। তখন একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলে তার প্রশংসা করা হলো। উমার (রা) বলেন, অবধারিত হলো। দ্বিতীয় লাশটি নিয়ে যেতে যেতে তারও প্রশংসা করা হলো। উমার (রা) বলেন, অবধারিত হলো। তৃতীয় একটি লাশ নিয়ে যেতে যেতে তার মন্দ আলোচনা করা হলো। উমার (রা) বলেন, অবধারিত হলো। আমি বললাম, কি অবধারিত হলো হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেক্ষণ বলেছেন, আমিও তদ্রূপ বলেছি : যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চারজন মানুষ ভালো বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজনে সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলেন, তিনজনে সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম, যদি দুইজনে সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলেন, দুইজনে সাক্ষ্য দিলেও।

النَّهْيُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلَكِىِ إِلَّا بِخَيْرٍ

৫১-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্যরূপ মন্তব্য করা নিষেধ।

১৭৩৭- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هَالِكٌ بِسَوْءٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوا هَلَكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ .

১৯৩৭। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করা হলে তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম পন্থায়ই স্মরণ করবে।

النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

৫২-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করা নিষেধ।

১৯৩৮- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا .

১৯৩৮। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করবে না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করার স্থানে পৌঁছে গেছে।

১৯৩৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَعَمَلُهُ .

১৯৩৯। কুতায়বা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পদ ও তার কৃতকর্ম। অতঃপর দুইটি বস্তু ফিরে আসে—তার পরিবার-পরিজন ও তার ধন-সম্পত্তি এবং অন্যটি তার সাথেই থেকে যায় অর্থাৎ তার কৃতকর্ম।

১৯৪০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ .

১৯৪০। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর অপর মুমিন ব্যক্তির ছয়টি অধিকার রয়েছে। (১) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে; (২) তার জানাযায় উপস্থিত হবে; (৩) সে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে; (৪) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দিবে; (৫) সে হাঁচি দিলে “আল্লাহ তোমায়

দয়া করুন” বলবে এবং (৬) সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক উভয় অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে।

الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : লাশের অনুগমন করার নির্দেশ।

১৯৬১- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَآخَرَنَا هَذَا بَنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ (سَعْدٍ) قَالَ هَذَا قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَتَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَأَبْرَارِ الْقَسَمِ وَتُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَهَانَا عَنْ خَوَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أُنَيْةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاطِرِ وَالْقَسِيَّةِ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ .

১৯৪১। সুলায়মান ইবনে মানসুর আল-বালখী (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে বারণ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন—অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, হাঁচিদাতার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলতে, শপথ পূরণ করতে, মজলুমকে সাহায্য করতে, সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ করতে এবং লাশের সাথে গমন করতে। আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন—স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে এবং মায়াছির, কাসসী, ইসতিবরাক, হারীর ও দীবাজ (রেশমী বস্ত্র) ব্যবহার করতে।

فَضْلُ مَنْ يَتَّبِعُ (تَبِعَ) جَنَازَةً

৫৪-অনুচ্ছেদ : লাশের অনুগমনকারীদের ফযীলাত।

১৯৬২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ .

১৯৪২। কুতায়বা (র)...আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করা পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

১৯৪৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ .

১৯৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। আর সে যদি দাফন কার্য শেষ করার পূর্বেই ফিরে আসে তবে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব।

مَكَانُ الرَّكَّابِ مِنَ الْجَنَازَةِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : যানবাহনে চড়ে লাশের সাথে গমনকারীর স্থান।

১৯৪৪- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ جَمِيعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكَّابُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطُّفْلُ يَصْلِي عَلَيْهِ .

১৯৪৪। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বাহনে আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে থাকবে। আর হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি লাশের যে কোন পাশ দিয়ে যেতে পারে। শিশুর জানাযাও পড়তে হবে।

مَكَانُ الْمَاشِي مِنَ الْجَنَازَةِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : লাশের সাথে পদব্রজে গমনকারীর স্থান।

১৯৪৫- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سَعِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَمِّهِ زِيَادِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطُّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ .

১৯৪৫। আহমাদ ইবনে বাক্বার আল-হাররানী (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যাবে এবং পদব্রজে গমনকারী যে কোন পাশ দিয়ে যেতে পারে। আর শিশুর জানাযাও পড়তে হবে।

১৯৪৬ - أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَقَتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

১৯৪৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্বর ও উমার (রা)-কে লাশের আগে আগে পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন।

১৯৪৭ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَنْصُورٌ وَزِيَادٌ وَبَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنَ الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ .

১৯৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্বর, উমার ও উসমান (রা)-কে লাশের আগে আগে পদব্রজে যেতে দেখেছেন।

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

৫৭-অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার নির্দেশ।

১৯৪৮ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ .

১৯৪৮। আলী ইবনে হুজর (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের এক ভাই (নাজ্জাশী) মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা প্রস্তুত হও এবং তার জন্য জানাযার নামায পড়ো।

الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيَّانِ

৫৮-অনুচ্ছেদ : শিশুদের জন্য জানাযার নামায পড়া ।

১৭৬৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبْيٍ مِّنْ صَبْيَانِ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ طَوْبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِّنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ .

১৯৪৯। আনন রব্বনে মানসূর (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলে তিনি তার জানাযার নামায পড়েন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যকার এ চড়ুই পাখীটি কতই না ভাগ্যবান! সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন : হে আয়েশা! এর অন্যথাও হতে পারে। মহামাহম আব্বাহ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে থাকতেই। তিনি জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে থাকতেই।

الصَّلَاةُ عَلَى الْأَطْفَالِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : বাচ্চাদের জন্য জানাযার নামায পড়া ।

১৭৫০- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ زَيَْادَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرَّكْبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ .

১৯৫০। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহীরা লাশের পিছে পিছে যাবে এবং পদব্রজে গমনকারীরা লাশের যে পাশ দিকে ইচ্ছা যেতে পারে। বাচ্চা শিশুর জানাযার নামায পড়তে হবে।

أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ

৬০-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি ।

১৯৫১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৯৫১। ইসহাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তারা (বেঁচে থাকলে) কি করতো তৎসম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১৯৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৯৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : আল্লাহই তাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত যে, তারা (বেঁচে থাকলে) কি করতো।

১৯৫৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৯৫৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : আল্লাহ যখন তাদের সৃষ্টি করেন তখনই তিনি তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন যে, তারা কি করতো।

১৯৫৪- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

الصَّلَاةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ

١٩٥٥- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَدَاةُ غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قَسَمَ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَهْنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتُ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِصَدَقَتِكَ فَلَبِشُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْوُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَوَتِهِ اَللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ .

www.bjilibrary.com

তোমাকে নবী ﷺ দিয়েছেন। সে সেগুলো নিলো এবং সেগুলোসহ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, এগুলো কি? তিনি বলেন : এ ভাগটা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বললো, এজন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি, বরং এজন্য অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে তার তীর দিয়ে তার গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বলেন : যদি তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো তবে আল্লাহ তোমার সেই আশা সত্য করে দেখাবেন। কিছুক্ষণ পরেই সে শত্রু নিধনের জন্য দৌড়িয়ে গেলো। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আনা হলে দেখা গেলো তার ঠিক সেই স্থানেই তীর বিদ্ধ ছিল যেখানে সে ইঙ্গিত করেছিলো। তখন নবী ﷺ বলেন : এ কি সেই ব্যক্তিই? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : সে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সনুখে রেখে তার জানাযার নামায পড়লেন। তার জানাযার নামাযে তিনি যা প্রকাশ করলেন তা হলো, “হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা, সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত বরণ করেছে। আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম”।

১৭৫৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَوَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنِيرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ .

১৯৫৬। কুতায়বা (র)... উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন রওযানা হয়ে গিয়ে মৃতের জানাযার ন্যায় উহদের শহীদদের জানাযার নামায পড়লেন। পরে তিনি (মসজিদে নববীর) মিম্বারে ফিরে এসে বলেন : তোমাদের আমি অগ্রগামী দলরূপে পাঠাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকলাম।

تَرَكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ

৬২-অনুচ্ছেদ : শহীদগণের জানাযার নামায না পড়া।

১৭৫৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ اخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي مَوَاتِنِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا .

১৯৫৭। কুতায়বা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের দুই-দুইজনকে এক কাপড়ে কাফন পরাতেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, এই দুইজনের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী? তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে তিনি তাকে কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন : আমি এদের জন্য সাক্ষী রইলাম। তিনি শহীদগণকে তাদের রক্তমাখা দেহে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। আর তিনি তাদের জানাযাও পড়েননি এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি।

بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ

৬৩-অনুচ্ছেদ : যেনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাযা পড়া ত্যাগ করা।

১৭৫৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَجِمَ فَلَمَّا أَذْلَقْتَهُ الْحِجَارَةَ فَرَّ فَأُذِرِكَ فَرَجِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

১৯৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলে তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের সম্পর্কে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি পাগল? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাবিহ? সে বললো, হাঁ। অতএব নবী ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হলো। পাথর মারা শুরু হলে সে অধৈর্য হয়ে দৌড় দিলে তাকে ধরে এনে পুনরায় পাথর মারা হলো। ফলে সে মারা গেলো। নবী ﷺ তার সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, কিন্তু তার জানাযা পড়লেন না।^১

১. 'রজম' শব্দটির অর্থ নিক্ষেপ করা, অভিশাপ দেয়া, গালি দেয়া, ত্যাগ করা, তাড়িয়ে দেয়া। ইসলামী আইনের পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো, যেনার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের নির্দেশে পাথর মেরে হত্যা করা (অনুবাদক)।

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْجُومِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া।

১৭৫৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَدَفَعَهَا إِلَيَّ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى (بَيْنَ) سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৯৫৯। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি যেনা করেছি। সে ছিল গর্ভবতী। তিনি তাকে তার অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করে বলেন : এর সাথে সদয় ব্যবহার করো। তার গর্ভখালাস হলে পর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব তার গর্ভখালাস হলে পর তার অভিভাবক তাকে নিয়ে এলো। নবী ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে জড়ানো হলো, অতঃপর তাকে রজম করা হলো। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার (রা) বললেন, আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে যেনা করেছে! তিনি বলেন : সে এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করা হলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। তুমি কি এর চেয়ে উত্তম তওবা দেখেছ, যে নিজের জীবনটাকে মহামহিম আল্লাহর জন্য কোরবানী করে দিয়েছে?

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অসংগত ওসিয়াত করে তার জানাযার নামায পড়া।

১৭৬০- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ

أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَآرَقَ أَرْبَعَةً .

১৯৬০। আলী ইবনে হুজর (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় তার ছয়টি গোলাম দাসত্বমুক্ত করে দিয়েছিল। সেগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পত্তি ছিলো না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম, তার জানাযা পড়বো না। অতঃপর তিনি তার গোলামদের ডাকলেন, অতঃপর তাদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং দুইজনকে মুক্ত করে দিয়ে বাকী চারজনকে দাস হিসাবে রেখে দিলেন।

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ غُلٌّ

৬৬-অনুচ্ছেদ : আত্মসাৎকারীর জানাযার নামায পড়া।

১৭৬১- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ غُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَتَلْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرْزًا مِنْ خَرْزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

১৯৬১। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... যয়েদ ইবনে খালিদ (রা) বলেন, খায়বারে এক ব্যক্তি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। সে আল্লাহর রাস্তায় খিয়ানত করেছে (যুদ্ধলব্ধ মাল আত্মসাৎ করেছে)। আমরা তার মাল-সামান তল্লাশী করে তার মধ্যে ইয়াহুদীদের পাথরসমূহের মধ্যকার একটি পাথর পেলাম, যার মূল্য ছিল দুই দিরহাম সমতুল্য।

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

৬৭-অনুচ্ছেদ : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া।

১৭৬২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَرْهَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَقَاءِ قَالَ بِالْوَقَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১৯৬২। মাহমুদ ইবনে গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জানাযার নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক আনসারীর লাশ আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, সেই ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার। নবী ﷺ বলেন : তা আদায় করার জন্য কি এই অঙ্গীকার? তিনি বলেন, আদায় করার জন্য। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

১৯৬৩। আমর ইবনে আলী (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি লাশ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! তার জানাযার নামায পড়ুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : সে কি ঋণগ্রস্ত? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা নামীয় এক আনসারী বললেন, আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

১৯৬৪। আমর ইবনে আলী (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি লাশ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! তার জানাযার নামায পড়ুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : সে কি ঋণগ্রস্ত? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা নামীয় এক আনসারী বললেন, আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

১৯৬৫। আমর ইবনে আলী (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি লাশ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! তার জানাযার নামায পড়ুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : সে কি ঋণগ্রস্ত? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা নামীয় এক আনসারী বললেন, আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

১৯৬৬। আমর ইবনে আলী (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি লাশ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! তার জানাযার নামায পড়ুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : সে কি ঋণগ্রস্ত? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা নামীয় এক আনসারী বললেন, আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

কোন ঋণ আছে কিনা? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, তার দুই দীনার ঋণ রয়েছে। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা (রা) বলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! সেই দুই দীনার আদায়ের দায়িত্ব আমার। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলে পর তিনি বলেন : আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

১৭৬৫- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَقَّى الْمُؤْمِنَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَقَّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قِضَاءٍ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ .

১৯৬৫। ইউনুস ইবনে আবদুল আ না (র)... আবু সাল্লাযরা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ঋণগ্রস্ত মুমিন ব্যক্তি মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদাস করতেন : তার কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সাহাবীগণ যদি 'হাঁ' বলতেন তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। আর যদি তারা 'না' বলতেন তাহলে তিনি বলতেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলে পর তিনি বলেন : আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা, তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

৬৮-অনুচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায ত্যাগ করা।

১৭৬৬- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ .

১৯৬৬। ইসহাক ইবনে মানসুর (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তীরের ফলা দিয়ে আত্মহত্যা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কিন্তু তার জানাযার নামায পড়বো না।

১৯৬৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذُكْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَى شَيْءٍ خَالِدٌ يَقُولُ كَأَنَّهُ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا .

১৯৬৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে দোষখের আগুনে অনবরত পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে সে দোষখের আগুনের মধ্যে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি লৌহ দ্বারা আত্মহত্যা করে তার হাতে একটি লৌহদণ্ড থাকবে যা দ্বারা সে দোষখের আগুনের মধ্যে অনবরত নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

৬৯-অনুচ্ছেদ : মোনাফিকদের জানাযার নামায পড়া।

১৯৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنِ سَلُولٍ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا أَعَدُّ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ آخِرُ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا اكْتَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي قَدْ خَيْرْتُ فَاخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْإِبْتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ وَلَا تُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ إِلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ . فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

১৯৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে তার জানাযা পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আহ্বান করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার জন্য দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ইবনে উবাইর জানাযা পড়বেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন এই এই কথা বলেছিল। আমি গুণে গুণে তা বললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন : হে উমার! আমার থেকে সরে দাঁড়াও। আমি তাঁকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি বলেন : আমাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমি অবকাশ গ্রহণ করেছি। যদি আমি জানতাম, আমি সন্তর বারের অধিক ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি সন্তর বারের অধিক ক্ষমা চাইতাম। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়লেন, তারপর ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরই সূরা বারআতের দুইটি আয়াত নাযিল হলো : “তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের নাক্ষরমানী করেছে এবং তারা নাক্ষরমান অবস্থায় মারা গেছে” (৯ : ৮৪)। আমি পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সেদিনের সাহসিকতায় অবাক হলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৭০-অনুচ্ছেদ : মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

১৭৬৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَهْلٍ بْنِ بَيْضَاءٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .

১৯৬৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইবনে বায়দা (রা)-এর জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছেন।

১৭৭০- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْرَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَهْلٍ بْنِ بَيْضَاءٍ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ .

১৯৭০। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইবনে বায়দা (রা)-এর জানাযার নামায মসজিদের অভ্যন্তরেই পড়েছেন।

الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ

৭১-অনুচ্ছেদ : রাতে জানাযার নামায পড়া।

১৭৭১- أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَّتْ امْرَأَةٌ بِالْعَوَالِي مِسْكِينَةً فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أَصْلَى عَلَيْهَا فَتُوَفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَامَ فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ فَصَلُّوا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءُوا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ قَالَ فَاَنْطَلِقُوا فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى آرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفُّوا وَرَأَاهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১৯৭১। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, মদীনার উপকণ্ঠের এক দরিদ্র মহিলা রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের নিকট তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং বলতেন : সে মারা গেলে আমি তার জানাযার নামায না পড়া ব্যতীত তোমরা তাকে দাফন করো না। সে মারা গেলে সাহাবীগণ তার লাশ নিয়ে এশার নামাযের পর মদীনায় এলেন এবং ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে গেছেন। তারা তাঁকে ঘুমন্ত পেয়ে জাগানো অপছন্দনীয় মনে করেন এবং তার জানাযার নামায পড়ে বাকী আল-গারকাদ নামক কবরস্থানে তাকে দাফন করেন। সকাল হলে এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি তাদের নিকট উক্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো তাকে দাফন করেছি। আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনাকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে জাগানো পছন্দ করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা সকলে চলো। অতএব তিনি পদব্রজে যাত্রা করলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে গেলেন। কবরস্থানে এসে তারা তাঁকে তার কবর দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন, সাহাবীগণও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চার তাকবীরসহ মহিলাটির জানাযার নামায পড়লেন।

الْصُّفُوفُ عَلَى الْجَنَازَةِ

৭২-অনুচ্ছেদ ৪ জানাযার নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো।

১৭৭২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ .

১৯৭২। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দ... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার নামায পড়ো। তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের কাতারবন্দী করলেন যেভাবে জানাযার নামাযে কাতারবন্দী করা হয় এবং তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।

১৭৭৩- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

১৯৭৩। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন নবী ﷺ সাহাবীগণকে তার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেন। অতঃপর তাদের নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে চার তাকবীরসহ তার জানাযার নামায পড়েন।

১৭৭৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১৯৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে তাঁর সাহাবীদের নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি চার তাকবীরে তাঁর জানাযার নামায পড়লেন।

১৭৭৫- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَّفْنَا عَلَيْهِ صَفَّتَيْنِ .

১৯৭৫। আলী ইবনে হুজর (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার নামায পড়ো। আমরা তার নামাযে দুই কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম।

১৯৭৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ .

১৯৭৬। আমর ইবনে আলী (র)... জাবের (রা) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর জানাযার নামায পড়লেন সেদিন আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

১৯৭৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيُّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ .

১৯৭৭। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন: তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার নামায পড়ো। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা দাঁড়িয়ে কাতারবন্দী হলাম, যেভাবে লাশের সামনে কাতার বেঁধে দাঁড়ানো হয় এবং তার জানাযার নামায পড়লাম, যেভাবে মৃতের জানাযা পড়া হয়।

الصلوة على الجنازة قائماً

৭৩-অনুবাদ : দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া।

১৯৭৮- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسْطِهَا

১৯৭৮। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উম্মে কা'ব-এর জানাযার নামায পড়েছিলাম যিনি নিফাসস্রব্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার নামাযে তার (দেহের) ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

اجْتِمَاعُ جَنَازَةِ صَبِيٍّ وَأَمْرَأَةٍ

৭৪-অনুচ্ছেদ : মহিলা ও শিশুর জানাযার নামায একত্রে পড়া।

১৭৭৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ عَمَارٍ قَالَ حَضَرْتُ جَنَازَةَ صَبِيٍّ وَأَمْرَأَةٍ فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا السُّنَّةُ .

১৯৭৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আম্মার (রা) বলেন, এক শিশু ও এক মহিলার লাশ একত্রে উপস্থিত করা হলে শিশুর লাশ লোকজনের সম্মুখভাগে রাখা হলো এবং মহিলার লাশ শিশুর পিছনে রাখা হলো। তারপর একত্রে তাদের উভয়ের জানাযার নামায পড়া হলো। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু সাঈদ আল-খুদরী, ইবনে আব্বাস, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আমি এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, এটাই সুনাত।

بَابُ اجْتِمَاعِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

৭৫-অনুচ্ছেদ : পুরুষ ও মহিলাদের জানাযার নামায একত্রে পড়া।

১৭৮০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزٍ جَمِيعًا فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُونُ الْأِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقَبِيلَةَ فَصَفَّهْنَّ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ أَمْرَأَةً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وَوُضِعَا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْأِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ فَاثْكُرْتُ ذَلِكَ فَتَنَظَّرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هِيَ السُّنَّةُ .

১৯৮০। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি নাফে' (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে উমার (রা) একত্রে নয়টি লাশের জানাযার নামায পড়েন। তারা

পুরুষদের লাশ ইমামের সম্মুখে এবং মহিলাদের লাশ কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত লাশ এক কাতারে (পুরুষের এক কাতার এবং নারীদের লাশের এক কাতার) রাখা হয়েছিল। উমার ইবনুল খাতাব (রা)-র স্ত্রী উম্মে কুলছুম বিনতে আলী এবং যায়েদ নামের তার এক ছেলের লাশ একত্রে রাখা হয়েছিল। সেদিন ইমাম ছিলেন সাঈদ ইবনুল আস (রা)। আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইবনে উমার, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, আবু কাতাদা (রা) প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে ছেলেটির লাশ রাখা হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আমি তা মেনে নিতে পারলাম না। রাবী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আবু কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তারা বললেন, এটাই সূনাত।

১৭৮১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ح
وَأَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنِ الْمَكْتَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ مَاتَتْ فِي
نَفْسِهَا فَقَامَ فِي وَسْطِهَا .

১৯৮১। আলী ইবনে হুজর (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুকের মায়ের জানাযার নামায পড়লেন। তিনি নিফাসহস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লাশের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

عَدَدُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ৪ জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা।

১৭৮২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النُّجَاشِيَّ وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

১৯৮২। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ দিলেন এবং তাদের নিয়ে বাইরে গিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে চার তাকবীরে নামায পড়েন।

১৭৮৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ
قَالَ مَرِضَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِبَادَةً
لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَادْنُونِي فَمَاتَتْ لَيْلًا فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يَعْلَمُوا النَّبِيُّ ﷺ

فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا كَرِهْنَا أَنْ نُؤَقِّظَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآتَى قَبْرَهَا
فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১৯৮৩। কুতায়বা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহ্ল (রা) বলেন, মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসরত এক মহিলা রোগাক্রান্ত হলো। আর নবী ﷺ-এর অত্যধিক পছন্দনীয় কাজ ছিল রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত করা। তিনি বলেন : সে মারা গেলে তোমরা আমাকে জানাবে। সে রাতের বেলা মারা গেলো এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত না করেই তাকে দাফন করলেন। সকাল হলে তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট আসলেন এবং চার তাকবীরে তার জানাযার নামায পড়লেন।

১৯৮৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فُكَيْرٍ عَلَيْهَا
خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৯৮৪। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) এক জানাযার নামাযে ইমামতি করতেন এবং পাঁচ তাকবীর বললেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ তাকবীর বলেছেন।

الدُّعَاءُ

৭৭-অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযের দোয়া।

১৯৮৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ابْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
وَارْحَمْهُ وَأَعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَآكِرْهُمُ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلَجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ
مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ
وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ . قَالَ
عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِدَلِكِ الْمَيِّتِ .

১৯৮৫। আহমাদ ইবনে আমর ইবনুস-সারহ (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাযার নামাযে বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা

করো, তাকে দয়া করো, তার অপরাধ উপেক্ষা করো, তাকে নিরাপদ রাখো, তার উত্তম মেহমানদারি করো, তার বাসস্থান প্রশস্ত করো, তাকে পানি, বরফ ও সুশীতল পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাসস্থানের পরিবর্তে উত্তম বাসস্থান, তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে রক্ষা করো কবরের শান্তি ও দোযখের শান্তি থেকে”। আওফ (রা) বলেন, আমি আকাজ্জা করছিলাম, যদি সেই মৃত ব্যক্তিটি আমি হতাম—যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন।

১৭৮৬ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكِرْهُ نُزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ أَوْ قَالَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৯৮৬। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক মৃতের জানাযার নামায পড়াতে এবং তাতে তাঁকে (দোয়া) বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তাকে দয়া করো, তার অপরাধ উপেক্ষা করো, তাকে নিরাপদ রাখো, তার উত্তম মেহমানদারি করো, তার বাসস্থান প্রশস্ত করো, তাকে পানি, বরফ ও সুশীতল পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাসস্থানের পরিবর্তে উত্তম বাসস্থান, তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে রক্ষা করো কবরের শান্তি ও দোযখের শান্তি থেকে”। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছিলেন : “তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো”।

১৭৮৭ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَى أَخِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ الْحَقُّهُ
بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّ صَلَوَتَهُ بَعْدَ صَلَوَتِهِ وَإِنَّ عَمَلَهُ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَمَّا
بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَعْجَبَنِي لِأَنَّهُ أَسَدٌ لِي .

১৯৮৭। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... উবায়দ ইবনে খালিদ আস-সুলামী (রা) থেকে
বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তাদের
একজন (যুদ্ধক্ষেত্রে) নিহত হলো এবং অন্যজন তার পরে মারা গেলো। আমরা তার
জানাযার নামায পড়লাম। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি পড়েছিলে? লোকজন
বললো, আমরা তার জন্য দোয়া করেছি, “হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তাকে
দয়া করো, হে আল্লাহ! তাকে তার সাথীর সাথে মিলিত করো”। নবী ﷺ বলেন :
নিহত ব্যক্তির নামাযের পরে মৃত ব্যক্তির নামায গেলো কোথায় এবং নিহত ব্যক্তির
সৎকর্মের পরে মৃত ব্যক্তির সৎকর্ম গেলো কোথায়? এতদুভয়ের ব্যবধান তো আসমান ও
যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের ন্যায় (আবু দাউদ, জিহাদ, নং ২৫২৩; মুসনাদ আহমাদ,
৩খ., নং ১৬১৭১, ১৮০৮৪-৬)।

১৯৮৮ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِحَيِّتِنَا وَمَيِّتِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا .

১৯৮৮। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আবু ইবরাহীম আল-আনসারী (রা) থেকে তার
পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মৃতের জানাযার নামাযে বলতে শুনেছেন : “হে
আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করো আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, পুরুষ, নারী, শিশু ও
বয়স্ক সকলকে”।

১৯৮৯ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ

১. অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির পরে সে যেসব সৎকাজ করেছে তার বদৌলতে সে আরো
অগ্রসর হয়ে গেছে। তবে একথা স্পষ্ট যে, শহীদ ব্যক্তির মর্যাদা সর্বাধিক। এই ব্যক্তির এমন কোন
গোপন আমল ছিল যা তাকে মর্যাদায় এগিয়ে দিয়েছে (অনুবাদক)।

فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ وَجَّهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَّا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَتْ بِيَدِهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ .

১৯৮৯। আল-হায়ছাম ইবনে আইউব (র)... তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার নামায পড়লাম। তাতে তিনি সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং এত উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছি। তিনি নামায থেকে অবসর হলে আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে পর তিনি বলেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذَتْ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهِ فَقُلْتُ تَقْرَأُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ .

১৯৯০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার নামায পড়লাম। আমি তাকে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করতে শুনলাম। তিনি অবসর হলে আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানাযার নামাযে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এটা তো সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩١- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأَمِّ الْقُرْآنِ مُحَافَتَةً ثُمَّ يَكْبِرُ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمَ عِنْدَ الْآخِرَةِ .

১৯৯১। কুতায়বা (র)... আবু উমামা (রা) বলেন, জানাযার নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো, প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করা, অতঃপর আরো তিনটি তাকবীর বলবে; শেষ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে।

١٩٩٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الدَّمَشَقِيِّ الْفَهْرِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدَّمَشَقِيِّ بَنَحَوْ ذَلِكَ .

১৯৯২। কুতায়বা (র)... দাহ্‌হাক ইবনে কায়েস আদ-দিমাশকী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

فَضْلٌ مِّنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ

৭৮-অনুচ্ছেদ : যার জানাযার নামাযে এক শত লোক অংশগ্রহণ করে তার ফযীলাত ।

১৯৯৩- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَلَامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعَ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ قَالَ سَلَامٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنِ الْحَبَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৯৯৩। সুওয়াইদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন মৃতের জানাযার নামাযে এক শতজন মুসলমান অংশগ্রহণ করে তার জন্য শাফাআত করলে অবশ্যই তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। রাবী সালাম (র) বলেন, আমি এই হাদীস শুআইব ইবনে হাব্বাব (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী ﷺ থেকে আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯৯৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَتَانَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعَ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ .

১৯৯৪। আমর ইবনে যুরারা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন মৃতের জানাযার নামাযে এক শতজন মুসলমান অংশগ্রহণ করে তার জন্য শাফাআত করলে অবশ্যই তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

১৯৯৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَظَنَّنَا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتَكُمْ . قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ عَنْ أَحَدِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الْأُمَّةِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ .

১৯৯৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু বাক্বার আল-হাকাম ইবনে ফাররুখ (র) বলেন, আবুল মালীহ (র) আমাদের নিয়ে এক মৃতের জানাযার নামায পড়লেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাকবীর তাহরীমা বলেছেন। তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াও এবং উত্তমরূপে সুপারিশ করো।

আবুল মালীহ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালীত (রা) নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-র সূত্রে বলেছেন, আমাকে নবী ﷺ অবহিত করেছেন যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য একদল মানুষ জানাযার নামায পড়লে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল করা হবে। রাবী বলেন, আমি আবুল মালীহকে একদল লোকের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চল্লিশজন।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ

৭৯-অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারীদের সওয়াব।

১৯৯৬। অখ্বরাতুন নুখ্ বন হাবীব কাল হাদীশুন আব্দুর রুযাক কাল অখ্বরাতুন মামরুন এন-জুহরী এন-সায়িদ বন-মুসাব্ব এন-আবী হুরইরা কাল কাল রসূলুল্লাহ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .

১৯৯৬। নূহ ইবনে হাবীব (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি মৃতের জানাযার নামায পড়লে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি লাশ কবরস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। দুই কীরাত সওয়াবের পরিমাণ হলো দুইটি বিরাটাকার পাহাড়তুল্য।

১৯৯৭। অখ্বরাতুন সুইদ কাল অখ্বরাতুন আব্দুল্লাহ এন-ইউস এন-জুহরী কাল অখ্বরাতুন আব্দুর রহমান-আ-আরজু এন-আবী হুরইরা কাল কাল রসূলুল্লাহ ﷺ مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .

১৯৯৭। সুওয়াইদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি মৃতের জানাযায় উপস্থিত হয়ে তার জানাযার নামায পড়লে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি মৃতের জানাযায় শরীক হয়ে লাশ দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে

তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুই কীরাত কতোটুকু? তিনি বলেন : দুইটি বিরাটাকার পাহাড়তুল্য।

১৭৭৮ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِّنَ الْأَجْرِ .

১৭৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম ব্যক্তির লাশের অনুগমন করে তার জানাযার নামায পড়লে এবং তাকে দাফন করলে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার জানাযার নামায পড়ে দাফন করার পূর্বে ফিরে যায় সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে যায়।

১৭৭৭ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِّنَ الْأَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ .

১৭৭৭। আল-হাসান ইবনে কাযাআ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করে এবং তার জানাযার নামায পড়ে চলে যায়, তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার অনুগমন করে তার জানাযার নামায পড়ে, অতঃপর তাকে দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষমাণ থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। প্রত্যেক কীরাত সওয়াব উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ।

الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوَضَعَ الْجَنَازَةُ

৮০-অনুচ্ছেদ : লাশ মাটিতে নামিয়ে রাখার পূর্বে বসা।

২০০ - أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَعَ .

২০০০। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করবে সে যেন তা নামিয়ে রাখার পূর্ব পর্যন্ত না বসে।

الْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ

৮১-অনুচ্ছেদ ৪ লাশ দেখে দাঁড়িয়ে থাকা।

২০০১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوَضَعَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০০১। কুতায়বা (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট লাশ নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়েছেন, পরে বসে থেকেছেন।

২০০২- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَكِّدِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا .

২০০২। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়াতে দেখে আমরাও দাঁড়ালাম। পরে আমরা তাকে দেখলাম যে, তিনি বসে থাকেন, তাই আমরাও বসে থাকি।

২০০৩- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَادَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّا عَلَى رُءُوسِنَا الطُّيْرُ .

২০০৩। হারুন ইবনে ইসহাক (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা হলাম। আমরা যখন কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম তখনও দাফন কার্য শেষ হয়নি। তিনি বসে গেলে আমরাও নীরবে তাঁর চারপাশে স্থির বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

مُؤَارَةُ الشَّهِيدِ فِي دَمِهِ

৮২-অনুচ্ছেদ : শহীদকে তার রক্তাপ্লুত দেহে দাফন করা ।

২০০৬- أَخْبَرَنَا هُنَادُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَتَلِي أَحَدٌ زَمَلَوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلِمٌ يُكَلِّمُ فِي اللَّهِ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدِّمِّ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ .

২০০৮। হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের শহীদদের সম্পর্কে বললেন : তাদেরকে তাদের রক্তসহ ঢেকে দাও। কেননা যে কোন ক্ষত যা আল্লাহর রাস্তায় হয় কিয়ামতের দিন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে, তার রং হবে রক্তের মত কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়।

أَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ

৮৩-অনুচ্ছেদ : শহীদ ব্যক্তিকে কোথায় দাফন করা হবে?

২০০৫- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعِيَّةٍ قَالَ أَصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَحَمِلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أَصِيبَا وَكَانَ ابْنُ مُعِيَّةٍ وَلَدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২০০৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে মুআইয়্যা (রা) বলেন, তায়েফ যুদ্ধের দিন দুইজন মুসলমান নিহত হলে তাদের লাশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তিনি তাদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। ইবনে মুআইয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

২০০৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِي أَحَدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا قَدْ نَقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ .

২০০৬। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উহদ যুদ্ধের শহীদগণের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে যেন তাদের শাহাদাতের স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। তাদেরকে মদীনায়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

২০০৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْعِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ .

২০০৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা শহীদগণকে তাদের শাহাদাত লাভের স্থানে দাফন করো।

بَابُ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

৮৪-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের দাফন করা।

২০০৮- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنْ عَمَّكَ الشَّيْخُ الضَّالُّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ أَذْهَبَ فَوَارِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا تُحَدِّثُنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَوَارِيَّتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَأَغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي وَذَكَرَ دُعَاءَ لَمْ أَحْفَظْهُ .

২০০৮। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, আপনার বয়োবৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মারা গিয়েছেন। এখন কে তাকে দাফন করবে? তিনি বলেন : তুমি গিয়ে তোমার পিতাকে দাফন করো এবং তুমি আমার কাছে না আসা পর্যন্ত অন্য কিছু করো না। অতএব আমি তাকে দাফন করলাম, অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। রাবী বলেন, তিনি কিছু দোয়া উল্লেখ করেছিলেন যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।

الْحَدُّ وَالشَّقُّ

৮৫-অনুচ্ছেদ : লাহদ ও শাক কবর।

২০০৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْحِدُّ لِي لِحْدًا وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصَبًا كَمَا فَعَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২০০৯। আমর ইবনে আলী (র)... সা'দ (রা) বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহদ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপর কিছু গেড়ে দিবে, যেদ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের উপর গেড়ে দেয়া হয়েছিল।

২০১০- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ الْحِدُّوا لِي لِحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصَبًا كَمَا فَعَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২০১০। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহদ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপর কিছু গেড়ে দিবে, যে রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরের উপর গেড়ে দেয়া হয়েছিল।

২০১১- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَنْ حَكَّامِ بْنِ سَلَمٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحُدُّ لَنَا وَالشَّقُّ لِفَيْرِنَا .

২০১১। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদুর রহমান আল-আযরামী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লাহদ কবর আমাদের জন্য এবং শাক্ক কবর অন্যদের জন্য।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ أَعْمَاقِ الْقَبْرِ

৮৬-অনুচ্ছেদ : কবর গভীর করা মুস্তাহাব।

২০১২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفَرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْفَرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ قَالُوا فَمَنْ نَقْدِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ .

২০১২। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের

পক্ষে প্রত্যেক মানুষের জন্য কবর খনন করা কষ্টসাধ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কবর খনন করো এবং তা গভীর করো, মৃতদের উত্তমরূপে দাফন করো এবং দুইজন বা তিনজনকে এক এক কবরে দাফন করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাকে প্রথমে রাখবো? তিনি বলেন : যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখো। রাবী বলেন, এভাবে আমার পিতা একই কবরে তিনজনের তৃতীয়জন ছিলেন।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَوْسِيعِ الْقَبْرِ

৮৭-অনুচ্ছেদ : কবর প্রশস্ত করা মুস্তাহাব।

২০১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحْدِ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَدْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

২০১৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... হিশাম ইবনে আমের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ বিপদগ্রস্ত (শহীদ) হলে এবং কতক লোক আহত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কবর খনন করো এবং তা প্রশস্ত করো, দুই-তিনজনকে একই কবরে দাফন করো এবং যে ব্যক্তি কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখো।

وَضَعُ الثُّوبِ فِي اللَّحْدِ

৮৮-অনুচ্ছেদ : কবরে কাপড় বিছিয়ে দেয়া।

২০১৪- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حُمْرَاءُ .

২০১৪। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন দাফন করা হয়েছিল তখন তাঁর নিচে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১. অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়, চাদর বিছানো হয়েছিল, পরে তা তুলে নেয়া হয়েছিল (অনুবাদক)।

السَّاعَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ اقْبَارِ الْمَوْتَى فِيهِنَّ

৮৯-অনুচ্ছেদ : যে সময় লাশ দাফন করা নিষেধ।

২০.১৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نُقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهْرِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ .

২০১৫। আমার ইবনে আলী (র)... উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, তিন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামায আদায় করতে এবং লাশ দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উদয় হওয়া থেকে তা উপরে উঠা পর্যন্ত, ঠিক দুপুর থেকে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার জন্য ঢলে পড়ে।

২০.১৬- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقَبِرَ لَيْلًا وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ .

২০১৬। আবদুর রহমান ইবনে খালিদ আল-কাত্তান (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর এক মৃত সাহাবীর উল্লেখ করলেন, তাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল এবং তাকে নিম্নমানের কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাউকে রাতের বেলা দাফন করতে নিষেধ করেন।

دَفَنُ الْجَمَاعَةِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ

৯০-অনুচ্ছেদ : একই কবরে কয়েক ব্যক্তিকে দাফন করা।

২০.১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ

أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُقَدِّمُ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

২০১৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবীগণ ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত হলে নবী ﷺ বলেন : তোমরা কবর খনন করো, তা প্রশস্ত করো এবং এক এক কবরে দুই-তিনজনকে দাফন করো। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কাকে প্রথমে রাখবো। তিনি বলেন : যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখবে।

২. ১৮ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ فَشَكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

২০১৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আঘাত ছিল মারাত্মক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হলে তিনি বলেন : তোমরা কবর খনন করো, তা প্রশস্ত ও সুন্দর করো এবং এক এক কবরে দুই-তিনজনকে দাফন করো, আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখো।

২. ১৯ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدُّهَمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

২০১৯। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কবর খনন করো, তা সুন্দর করো এবং (এক এক কবরে) দুই-তিনজনকে দাফন করো, আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখো।

مَنْ يُقَدِّمُ

৯১-অনুচ্ছেদ : কবরে কাকে সামনে রাখা হবে?

২. ২০ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْفِرُوا

وَاحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا اَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكَانَ اَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقَدِّم .

২০২০। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধের দিন শহীদ হন। নবী ﷺ বলেন : তোমরা কবর খনন করো, তা প্রশস্ত করো ও সুন্দর করো এবং এক এক কবরে দুই-তিনজনকে দাফন করো, আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখো (কিবলার দিকে)। রাবী বলেন, আমার পিতা এক কবরে তিনজনের একজন ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কুরআন বেশী জানতেন বলে তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল।

اِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يَوْضَعَ فِيهِ

৯২-অনুচ্ছেদ : লাশ কবরে রাখার পর আবার উত্তোলন করা।

২০২১। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... সুফিয়ান (র) বলেন, আমার (র) জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মোনাফিক)-কে কবরে রাখার পর নবী ﷺ আসলেন। তাঁর নির্দেশে তার লাশ কবর থেকে উঠানো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে তার মুখে নিজের মুখের থুথু দিলেন এবং তাঁর জামা তাকে পরালেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

২০২২। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবর থেকে উঠানোর নির্দেশ দিলেন। অতএব তার লাশ কবর থেকে তোলা হলো। তিনি তার মাথা নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে তার মুখে নিজের মুখের লালা দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিধান করালেন। জাবের (রা) বলেন, তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

২০২৩। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবর থেকে উঠানোর নির্দেশ দিলেন। অতএব তার লাশ কবর থেকে তোলা হলো। তিনি তার মাথা নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে তার মুখে নিজের মুখের লালা দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিধান করালেন। জাবের (রা) বলেন, তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

২০২৪। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবর থেকে উঠানোর নির্দেশ দিলেন। অতএব তার লাশ কবর থেকে তোলা হলো। তিনি তার মাথা নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে তার মুখে নিজের মুখের লালা দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিধান করালেন। জাবের (রা) বলেন, তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

بَابُ اخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ

৯৩-অনুচ্ছেদ : কবর থেকে লাশ পুনরায় উত্তোলন করা।

২০.২৩- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٍ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَطْبُ قَلْبِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلَى حِدَةٍ .

২০২৩। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল আজীম (র)... জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার সাথে একত্রে অন্য এক ব্যক্তিকে (আমর ইবনুল জামূহ) দাফন করা হয়েছিল। তা আমার মনোপূত না হওয়ায় আমি আমার পিতার লাশ কবর থেকে তুলে নিয়ে একটি পৃথক কবরে দাফন করলাম।

الصلوة على القبر

৯৪-অনুচ্ছেদ : দাফন করার পর কবরের কাছে জানাযার নামায পড়া।

২০.২৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذِهِ فُلَانَةُ مَوْلَاةُ بَنِي فُلَانٍ فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَتْ ظَهْرًا وَأَنْتَ صَائِمٌ قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ إِلَّا أَذْنَتُمُونِي بِهِ فَإِنْ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ .

২০২৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আবু কুদামা (র)... ইয়াযীদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলেন এবং তিনি একটি নতুন কবর দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটি কার কবর? সাহাবীগণ বলেন, এটা অমুক গোত্রের অমুক বাদীর কবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতে পারলেন। (সাহাবীগণ বলেন) সে দুপুরে মারা গেছে। আপনি রোযাদার ছিলেন এবং দুপুরের বিশ্রামে ছিলেন। তাই আমরা আপনাকে

তার জানাযার জন্য জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন, লোকজনকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং চার তাকবীরসহ তার জানাযা পড়লেন, অতঃপর বললেন : আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে তোমাদের কেউ মারা গেলে তোমরা আমাকে তার ব্যাপারে অবহিত করবে। কেননা আমার জানাযার নামায তার জন্য রহমত স্বরূপ।

২০২৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرِ مُنْتَبِذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ هُوَ يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

২০২৭। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে ব্যক্তি একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাদের ইমামতি করলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আমর! সেই অবহিতকারী কে ছিলেন? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)।

২০২৬- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ مُنْتَبِذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ قِيلَ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

২০২৬। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে উক্ত কবরবাসীর জানাযার নামায পড়লেন। বলা হলো, কে আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)।

২০২৭- أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ .

২০২৭। মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক মহিলার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়েছিলেন তাকে দাফন করার পর।

الرُّكُوبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجَنَازَةِ

৯৫-অনুচ্ছেদ : জানাযাশেষে যানবাহনে করে প্রত্যাভর্জন করা ।

২০. ২৮ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ وَيَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةِ أَبِي الدُّحْدَاحِ فَلَمَّا رَجَعَ أَتَى بِفَرَسٍ مُعْرُورٍ فَرَكِبَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ .

২০২৮। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুদ-দাহুদাহ (রা)-এর জানাযার নামায পড়তে রওয়ানা হলেন। তাঁর ফেরার সময় তাঁর জন্য জিনপোষবিহীন একটি ঘোড়া আনা হলো। তিনি তাতে সাওয়ার হয়ে এলেন, আর আমরা পদব্রজে তাঁর সাথে আসলাম।

الزِّيَادَةُ عَلَى الْقَبْرِ

৯৬-অনুচ্ছেদ : কবরের উপর অতিরিক্ত কিছু করা ।

২০. ২৯ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ زَادَ سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ .

২০২৯। হারুন ইবনে ইসহাক (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের উপর কিছু নির্মাণ করতে (যেমন গম্বুজ), তা অতিরিক্ত উঁচা করতে এবং তাতে চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন। সুলায়মান ইবনে মুসা (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, “তিনি কবর গায়ে কিছু লিখতেও নিষেধ করেছেন”।

الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ

৯৭-অনুচ্ছেদ : কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা ।

২০. ৩০ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ أَوْ بُنْيَانِ عَلَيْهَا أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ .

২০৩০। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, তা পাকা করতে এবং তাতে কাউকে উপবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

تَجْصِصُ الْقُبُورِ

৯৮-অনুচ্ছেদ : কবর চুনকাম করা।

২. ৩১- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَجْصِصِ الْقُبُورِ .

২০৩১। ইমরান ইবনে মুসা (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন।

تَسْوِيَةُ الْقُبُورِ : رُفِعَتْ

৯৯-অনুচ্ছেদ : কবর উঁচু করা হলে তা সমতল করে দেয়া।

২. ৩২- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شَقْفٍ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتَوَقَّى صَاحِبُ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَهُ بِقَبْرِهِ فَسَوَّى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا .

২০৩২। সুলায়মান ইবনে মাসউদ (র)... ছুমামা ইবনে শুফায়্যি (র) বর্ণনা করেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবায়দেদ (রা)-এর সাথে রোমদেশে ছিলাম। সেখানে আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করেন। ফাদালা (রা) নির্দেশ দিলে পর তার কবরকে সমতল করা হলো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবর সমতল করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

২. ৩৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيْجَاجِ قَالَ عَلِيٌّ أَلَا أَيْعُثُّكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعَنُ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا صَوْرَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا .

২০৩৩। আমর ইবনে আলী (র)... আবুল হাইয়াজ (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না যে রূপ কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? ভূমি উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না এবং ঘরের মধ্যে কোন (প্রাণীর) ছবি বিনষ্ট না করে ছাড়বে না।

زِيَارَةُ الْقُبُورِ

১০০-অনুচ্ছেদ : কবর ভিয়ারত করা ।

২০.৩৪ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا .

২০৩৪ । মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... বুয়ায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের কবর ভিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন থেকে তোমরা কবর ভিয়ারত করো । আর আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন থেকে তোমরা যতদিন ইচ্ছা তা সংরক্ষণ করতে পারো । আর আমি তোমাদের মশক ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে নাবীয (খেজুরের শরবত) রাখতে নিষেধ করেছিলাম । এখন থেকে তোমরা যে কোন পাত্রে রেখে তা পান করতে পারো । তবে মাদকতা এসে গেলে তা পান করবে না ।

২০.৩৫ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ إِلَّا ثَلَاثًا فَكُلُوا وَأَطْعَمُوا وَأَدْخَرُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَتَّبَذُوا فِي الطُّرُوفِ الدُّبَاءَ وَالْمُرَقَّتَ وَالنَّقِيرَ وَالْحَنْتَمَ انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا .

২০৩৫ । মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলেন : আমি তোমাদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক আহার করতে নিষেধ করেছিলাম । অতএব এখন থেকে তোমরা নিজেরা খাও, অপরকে খাওয়াও এবং জমা করে রাখো । আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা কদুর খোলের পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কাঠের পাত্র ও হানতাম (আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র) ইত্যাদি পাত্রে নাবীয বানাবে না । এখন তোমরা যাতে ইচ্ছা

তা বানাতে পারো। তোমরা প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তু পরিহার করবে। আর আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে যাদের ইচ্ছা তারা তা যিয়ারত করতে পারে, তবে বাজে কথা বলবে না।

زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ

১০১-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের কবর যিয়ারত করা।

২. ৩৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَأَسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ .

২০৩৬। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তিনি নিজে কাঁদলেন এবং তাঁর সাথের লোকজনকেও কাঁদালেন। তিনি বলেন : আমি আমার মহামহিমাবিত প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে তার অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর আমি তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে তার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।^১

النَّهْيُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

১০২-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ।

২. ৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ أَيْ عَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ

১. হাদীসখানা নিম্নোক্ত কিতাবসমূহেও বিদ্যমান : মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, বাব (৩৬) যিয়ারাতিন-নাবিয়্য عليه السلام কাবরা উম্মিহি, নং ২২৫৯/১০৬; ইবনে মাজা, কিতাবুল জানাইয, বাব (৪৮) যিয়ারাতি কুবুরিল মুশরিকীন, নং ১৫৭২; মুসনাদ আহমাদ, ২খ., ৪৪১, নং ৯৬৮৬ (অনুবাদক)।

بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ اتَرَعْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَتِهِ عَنْكَ فَتَزَكَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَأَنْتَ لَأَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ .

২০৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হলে নবী ﷺ তার নিকট আসলেন। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিল আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া। তিনি বলেন : হে চাচাজান! আপনি বলুন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আমি এর দ্বারা আপনার জন্য মহামহিম আল্লাহর দরবারে যুক্তি পেশ করবো। আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বললো, হে আবু তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? তারা অবিরত একথা বলতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ বের হলো, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মেই মৃত্যুবরণ করবো। নবী ﷺ তাকে বলেন : আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো যাবত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখন নাখিল হলো : "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়..." (সূরা আত-তাওবা : ১১৩) এবং নিম্নোক্ত আয়াতও নাখিল হয়, "তুমি যাকে ভালোবাসো ইচ্ছা করলেই তাকে সংপথে আনতে পারবে না..." (সূরা আল-কাসাস : ৫৬)।

২০৩৮- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوْنِهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَتَزَكَّ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ .

২০৩৮। ইসহাক ইবনে মানসুর (র)... আলী (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছো, অথচ তারা উভয়ে ছিল মুশরিক। সে বললো, ইবরাহীম (আ) কি তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি? আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাখিল হলো, "ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে" (সূরা আত-তাওবা : ১১৪)।

الْأَمْرُ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ

১০৩-অনুচ্ছেদ : মুমিনদের জন্য কমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. ৩৯ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْشِمَا ظَنُّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوْبِدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوْبِدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوْبِدًا وَخَرَجَ رُوْبِدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنُّعْتُ إِزَارِي وَأَنْطَلَقْتُ فِي أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَطَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاسْرَعَ فَاسْرَعْتُ فَهَرُولَ فَهَرُولْتُ فَاحْضَرَّ فَاحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ حَشِيًّا رَابِيَةً قَالَتْ لَا قَالَ لَتُخْبِرَنِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي فَاخْبِرْتُهُ الْخَبِيرَ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قَالَتْ نَعَمْ فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يُحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ فَإِنْ جِبْرِيلُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكَ فَاجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ فَظَنَنْتِ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ وَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْبَقِيعَ فَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَأَنَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِأَحْقُونَ .

২০৩৯। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস ইবনে মাখরামা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে

আমার ও নবী ﷺ-এর একটি ঘটনা বলবো না? আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, একবার আমার পালার রাতে নবী ﷺ আমার পাশে ছিলেন। তিনি তাঁর জুতাজোড়া তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন এবং পরিধেয় কাপড়ের একাংশ বিছানার উপর বিছালেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন সন্তর্পণে তাঁর জুতাজোড়া পরিধান করলেন, আন্তে আন্তে তার চাদরখানা তুলে নিলেন এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি আমার চাদরখানা আমার মাথায় রাখলাম এবং ওড়না ও পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করে তার পিছে পিছে গেলাম। তিনি জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে আসলেন এবং তিনবার স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দোয়া করলেন, এরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে চললে আমিও ফিরে চললাম। তিনি দ্রুত হাঁটতে থাকলে আমিও দ্রুত হাঁটলাম। তিনি আরও দ্রুত চললে আমিও আরও দ্রুত চলতে লাগলাম। তিনি দৌড়াতে লাগলে আমিও দৌড়াতে লাগলাম। আমি তাঁর পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করে বললেন : হে আয়েশা! তোমার কি হলো যে, তোমার নিঃশ্বাস এতো জোরে জোরে বের হচ্ছে, পেট ফুলে উঠছে? আমি বললাম, ও কিছু নয়। তিনি বলেন : হয় তুমি আমাকে বিষয়টি জ্ঞাত করবে, অন্যথা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী (আল্লাহ) আমাকে অবহিত করবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন : আমার সামনে যাকে আমি দেখেছিলাম সে কি তুমিই? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তাতে আমি ব্যাথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বলেন : তুমি কি মনে করো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অন্যায় করবেন? আমি বললাম, মানুষ যখন কিছু গোপন করে তা আল্লাহ নিশ্চয় জানেন। তিনি বলেন : যখন তুমি দেখেছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসেছিলেন। তোমার পরিধেয় ঠিক ছিলো না বিধায় তিনি আমার নিকট আসেননি, বরং তোমার থেকে আড়ালে সরে গিয়ে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার নিকট তা গোপন রাখলাম। আমি মনে করেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে গিয়েছো। আমি তোমার ঘুম ভঙ্গ করা পছন্দ করলাম না। আমি আশংকাও করলাম, হয়ত তুমি ভয় পাবে। তিনি আমাকে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি কিরূপ বলবো? তিনি বলেন : তুমি বলবে, “আসসালামু আলা আহলিদ-দিয়ারি মিনাল মুসলিমীন ওয়াল-মুমিনীন। ওয়া ইয়ারহামুন্নাহল-মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল-মুসতাবিরীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকুন” (হে মুমিন-মুসলমান অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের মধ্যকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণকে দয়া করুন। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো)।

২০৪০ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتَّبِعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكَرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ .

২০৪০। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আলকামা ইবনে আবু আলকামা (র) থেকে তার মাযেব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র পরিপাটি করলেন, অতঃপর বের হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার বাদী বারীরাতে তাঁর অনুসরণ করতে আদেশ দিলাম। সে তাঁর পিছনে পিছনে আল-বাকী' গোরস্তান পর্যন্ত গেলো এবং কিছু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলো যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। বারীরা তাঁর আগেই গিয়ে এসে আমাকে সব অবগত করলো। সকাল পর্যন্ত আমি তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। অতঃপর আমি আল-বাকী' নামাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আমি জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানের বাসিন্দাদের জন্য দোয়া করতে যেতে আদিষ্ট হয়েছিলাম।

২০৪১ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا وَإِبَائُكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا وَمُتَوَاكِِلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْقَدِ .

২০৪১। আলী ইবনে হুজর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, তার পালার প্রতি রাতের শেষ প্রহরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকী'-তে যেতেন এবং বলতেন : “আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম-মুমিনীন। ওয়া ইন্না ওয়া ইয়্যাকুম মুতাওয়াইদুনা গাদান ওয়া মুতাওয়াকিলুন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকুন। আল্লাহ্মাগফির লিআহলিল-বাকী' আল-গারকাদ” (হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর নিশ্চয় আমাদের এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আগামী কালের (কিয়ামতের) এবং

আমরা দায়বদ্ধ। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর মজি মাফিক তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! আপনি বাকী আল-গারকাদ-এর বাসিন্দাদের ক্ষমা করে দিন)।

২০৬২- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ .

২০৬২। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরস্তানে আগমন করলে বলতেন : “আস্‌সলামু আলাইকুম আহ্লাদ-দিয়ারি মিনাল-মুমিনীনা ওয়াল-মুসলিমীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকুন। আনতুম লানা ফারাতুন ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবাউন। আস্‌আলুল্লাহা আল-আফিয়াতা লানা ওয়ালাকুম” (মুমিন মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসিন্দাগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে মিলিত হবো। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রবর্তী দল এবং আমরা তোমাদের পরবর্তী দল। আমি আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি)।

২০৬৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَغْفِرُوا لَهُ .

২০৬৩। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নাজাশী (র) মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২০৬৪- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ .

২০৬৪। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাবশার অধিপতি নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ দেন এবং বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

التَّغْلِيظُ فِي اتِّخَاذِ السُّرْجِ عَلَى الْقُبُورِ

১০৪-অনুচ্ছেদ : কবরস্তানে বাতি জ্বালানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২০৪৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

২০৪৫। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অধিক মাত্রায়) কবর যিয়ারতকারিণীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের অভিসম্পাত করেছেন।

التَّشْدِيدُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

১০৫-অনুচ্ছেদ : কবরের উপর উপবেশন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২০৪৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرُقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ .

২০৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো কবরের উপর উপবেশন করার চাইতে জ্বলন্ত কয়লার উপর তার পরিধেয় বস্ত্র পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত উপবেশন করা তার জন্য উত্তম।

২০৪৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ .

২০৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আমর ইবনে হাযম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না।

اتَّخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

১০৬-অনুচ্ছেদ : কবরকে মসজিদ বানানো।

২০৪৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

২০৪৮। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে জাতি তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন।

২০৪৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاقِفُهُ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

২০৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহীম আবু ইয়াহুইয়া সায়েকা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অভিসম্পাত করেছেন, যারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে।

كَرَاهِيَةُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ السَّبْتِيَةِ

১০৭-অনুচ্ছেদ : পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করে কবরস্তানের উপর দিয়ে যাতায়াত নিষেধ।

২০৫০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ الْخَصَّاصِيَّةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَحَانَتْ مِنْهُ الثَّفَاتُ فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتِيَتَيْنِ الْقَهْمَا .

২০৫০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... বশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পদব্রজে যাচ্ছিলাম। তিনি মুসলমানদের একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন : এরা বহু মন্দ কাজ পরিত্যাগ করেছে এবং অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি মুশরিকদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন : এরা বহু মঙ্গলময় কাজ পরিত্যাগ করেছে এবং অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি অন্যদিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পশমবিহীন জুতা পায়ে কবরস্থানের উপর দিয়ে হাঁটছে। তিনি বললেন : হে জুতা পরিধানকারী! জুতাজোড়া ফেলে দাও (খুলে নাও)।

التَّسْهِيلُ فِي غَيْرِ السَّبْتِ

১০৮-অনুচ্ছেদ : পশমবিহীন জুতা ব্যতীত অন্য জুতার ব্যাপারে নমনীয়তা।

২০৫১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ .

২০৫১। আহমাদ ইবনে আবু উবায়দুল্লাহ আল-ওয়াররাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন কোন বান্দাকে কবরে রেখে তার সঙ্গী-সাথীরা ফিরে যায় তখন সে তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

الْمَسْئَلَةُ فِي الْقَبْرِ

১০৯-অনুচ্ছেদ : কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২০৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ اسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْذَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاَهُمَا جَمِيعًا .

২০৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আব্বাহুর নবী ﷺ বলেছেন : কোন বান্দাকে তার কবরে রাখার পর যখন তার সাথীরা ফিরে যায় তখন

সে তাদের পায়ের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। নবী ﷺ বলেন : এমনি মুহূর্তে তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন : (নবী ﷺ-কে দেখিয়ে) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যদি সে মুমিন হয় তবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জাহান্নামে নিজের স্থান দেখে নাও। আল্লাহ তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন : তাকে উভয় স্থান দেখানো হবে।

مَسْأَلَةُ الْكَافِرِ

১১০-অনুচ্ছেদ : কাফেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২০.৫৩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعَنَّ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا خَيْرًا مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ .

২০৫৩। আহমাদ ইবনে আবু উবায়দুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন কোন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তার নিকট থেকে ফিরে যায়, আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় তখন তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি বলতে? ঐ ব্যক্তি মুমিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানের দিকে লক্ষ্য কর; আল্লাহ তোমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম স্থান দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঐ ব্যক্তি উভয় স্থান দেখতে পাবে। আর কাফের বা মুনাফিককে বলা হবে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? সে বলবে, আমি কিছুই জানি না, অন্যরা যে রূপ বলতো আমিও তদ্রূপ বলতাম। তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চেষ্টা করোনি এবং অনুসরণও করোনি। অতঃপর তার কর্ণদ্বয়ের মাঝখানে এমন এক আঘাত করা হবে যার ফলে সে বিকট শব্দে চিৎকার করবে যা মানুষ ও জিন ব্যতীত তার আশপাশের সকলে শুনতে পাবে।

مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ

১১১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় ।

২০৫৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا وَسَلِيمَانُ بْنُ صُرْدٍ وَخَالِدُ بْنُ عَرْفُطَةَ فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى مَاتَ بَطْنُهُ فَإِذَا هُمَا يَسْتَهْيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلَى .

২০৫৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... জামে' ইবনে শাদ্দাদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি, সুলায়মান ইবনে সুরাদ ও খালিদ ইবনে উরফুতা (র) এক স্থানে বসা ছিলাম। লোকজন উল্লেখ করলো যে, এক ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তারা উভয়ে তার জানাযার নামাযে উপস্থিত হতে ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। একজন অন্যজনকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি : যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় কবরে তাকে কখনো শাস্তি দেয়া হবে না? অন্যজন বললেন, হ্যাঁ (বলেছেন)।

الشَّهِيدُ

১১২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর পথের শহীদগণ।

২০৫৫- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً .

২০৫৫। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুমিনগণ কবরের ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবে, কিন্তু শহীদগণ নয়, এর কারণ কি? তিনি বলেন : তার মাথার উপর উজ্জ্বল তরবারির বিপদ তাকে কবরের ভয়ংকর বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবে।

২০৫৬- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُونَ وَالْمَطْعُونُ وَالْغَرِيقُ وَالنُّفْسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ مَرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

২০৫৬। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, মহামারীতে, পেটের পীড়ায়, পানিতে ডুবে এবং নেফাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিগণ শহীদ। আত-তাইমী (র) বলেন, আবু উছমান (র) বহুবার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং কখনো তিনি অত্র হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ضَمَةُ الْقَبْرِ وَضَعُطُهُ

১১৩-অনুচ্ছেদ : চারপাশসহ কবর মিশে যাওয়া এবং তার চেপে ধরা।

২০৫৭- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا الَّذِي تَحْرَكُ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةٌ ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ .

২০৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই ব্যক্তি যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছিল, যার জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খুলে গিয়েছিল এবং যার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা শরীক হয়েছিল তার কবরও মিশে গিয়েছিল, অতঃপর তার জন্য তা প্রশস্ত হয়েছে।

عَذَابُ الْقَبْرِ

১১৪-অনুচ্ছেদ : কবরের আযাব।

২০৫৮- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৫৮। ইসহাক ইবনে মানসুর (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, “যারা শাস্ত্য বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” (সূরা ইবরাহীম : ২৭), অত্র আয়াত কবরের আযাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

২০৫৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .

২০৫৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : “যারা শাস্ত্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” (সূরা ইবরাহীম : ২৭), আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। কবরে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। এটা আল্লাহর বাণী : “যারা শাস্ত্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” (সূরা ইবরাহীম : ২৭) -এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

২০৬০- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرِ فَقَالَ مَتَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنَا لَأَتَدَاخَلْنَا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ .

২০৬০। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন : এ ব্যক্তি কখন মারা গেছে? সাহাবীগণ বলেন, সে জাহিলী যুগে মারা গেছে। তাতে তিনি খুশী হলেন এবং বললেন : যদি আমি আশংকা না করতাম, তোমরা ভয়ে একে অপরকে দাফন করা ছেড়ে দিবে তাহলে আমি তোমাদের কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম।

২০৬১- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ بَنِي أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا .

২০৬১। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর বের হলেন। তিনি একটি শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন : এক ইয়াহুদীকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

التَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১১৫-অনুচ্ছেদ : কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ।

২০৬২- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

২০৬২। ইয়াহুইয়া ইবনে দুরুস্তা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেনঃ “আল্লাহু ইল্লী আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিন-নার, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতি-ল-মাহুয়া ওয়া-ল-মামাত, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতি-ল-মাসীহিদ-দাজ্জাল” (“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট দোষখের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার নিকট মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই”)।

২০৬৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৬৩। আমর ইবনে সাওয়াদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়মিত কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

২০৬৪- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَتَ ضَجَّتْهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي أَيْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ .

২০৬৪। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র)... আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে লোকজন কবরে যে বিপদের সম্মুখীন হবে তার উল্লেখ করলেন। তাঁর এই

আলোচনায় মুসলমানগণ চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাতে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বুঝতে বাধার সৃষ্টি হলো। তাদের চিৎকার থেমে গেলে আমি আমার নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথার শেষে কি বলেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট ওহী এসেছে, তোমরা দাজ্জালের বিপদের ন্যায় কবরে বিপদে পতিত হবে।

২০.৬৫ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

২০৬৫। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দিতেন যেভাবে তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন : “আল্লাহ্‌য়া ইন্না নাউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল-মাহ্‌য়া ওয়াল-মামাত” (“হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার নিকট মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি”)।

২০.৬৬ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيْالِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ أَوْحَى إِلَيَّ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৬৬। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন, তখন আমার কাছে এক ইয়াহুদী নারী উপস্থিত ছিল। সে বলছিল, তোমরা কবরের বিপদে পতিত হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্থিরতার সাথে বললেন : ইয়াহুদীরাই বিপদে পতিত হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কয়েক রাত এভাবে কেটে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট ওহী এসেছে যে, তোমরা কবরের বিপদে পতিত

হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়মিত কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

২০.৬৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيدُّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ .

২০৬৭। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি বলতেন : তোমরা নিজ নিজ কবরে বিপদে পতিত হবে।

২০.৬৮- أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَتْ يَهُودِيَّةً عَلَيْهَا فَاسْتَوْهَبَتْهَا شَيْئًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ .

২০৬৮। হান্নাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী নারী তার নিকট এসে কিছু চাইল। আয়েশা (রা) তাকে কিছু দান করলে সে বললো, আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বলেন, এতে আমি চিন্তিত হলাম। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলে আমি তাঁর নিকট তা বললাম। তিনি বলেন : তারা তাদের কবরে শাস্তি ভোগ করবে যা চতুষ্পদ জন্তুসমূহ শুনতে পাবে।

২০.৬৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَجُوزَتَانِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أَصَدَّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَتَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ قَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُنَّ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَوةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের দুই বৃদ্ধা নারী আমার নিকট এসে বললো, কবরবাসীরা তাদের কবরে শাস্তি ভোগ করে। আমি

তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী মনে করলাম; সত্যবাদী মনে করতে পারলাম না। তারা বের হয়ে চলে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের দুই বৃদ্ধা নারী বললো, কবরবাসীরা তাদের কবরে শান্তিভোগ করে। তিনি বলেন : তারা সত্যই বলেছে। তারা কবরে এমন আযাবের সম্মুখীন হবে যা সকল চতুষ্পদ জন্তু শুনতে পাবে। তারপর থেকে আমি তাঁকে এমন কোন নামায পড়তে দেখিনি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা না করতেন।

وَضَعُ الْجَرِيدَةَ عَلَى الْقَبْرِ

১১৬-অনুচ্ছেদ : কবরের উপর খেজুরের ডাল গেড়ে দেয়া।

২০৭. - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَبْسَا .

২০৭০। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা অথবা মদীনার বাগানসমূহের মধ্যকার এক বাগানে প্রবেশ করে দুই ব্যক্তির কবরে শান্তি হওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের কবরে তাদেরকে শান্তি দেয়া হচ্ছে। আর তারা কোন মারাত্মক অপরাধে শান্তি পাচ্ছে না। তারপর তিনি বলেন : তবে হাঁ, তাদের একজন পেশাব করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল চাইলেন এবং তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরে তার একটা খণ্ড গেড়ে দিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বলেন : হয়ত এগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব লাঘব করা হতে পারে।

২০৭১ - أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا

الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَّطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا .

২০৭১। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন : এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কোন মারাত্মক অপরাধের জন্য নয়, বরং তাদের একজন নিজ পেশাব থেকে পবিত্র থাকতো না এবং অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটা করলেন কেন? তিনি বলেন : হয়ত এগুলো শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে।

২০৭২। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :
 ২০৭২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَنْ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭২। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ মারা যাওয়ার পর তাকে সকাল-সন্ধ্যা তার বাসস্থান দেখানো হবে। যদি সে জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি দোষখী হয় তবে দোষখীদের স্থান দেখানো হবে—মহামহিমাবিত আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত।

২০৭৩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُعْرَضُ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ মারা যাওয়ার পর সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার বাসস্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তাকে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের

স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান —কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে নিয়মিত তার বাসস্থান দেখানো হবে) ।

২০.৭৪ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ (إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا مَاتَ) عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ মারা যাওয়ার পর সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার বাসস্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তাকে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান। কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে নিয়মিত তার বাসস্থান দেখানো হবে) ।

أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

১১৭-অনুচ্ছেদ : মুমিনদের আত্মাসমূহ

২০.৭৫ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنَ كَعْبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭৫। কুতায়বা (র)... কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুমিনদের আত্মাগুলো জান্নাতের গাছপালায় পাখীর রূপ ধারণ করে বসবাস করবে, কিয়ামতের দিন তাদের নিজ নিজ দেহে পুনঃসংযোজন না করা পর্যন্ত ।^১

২০.৭৬ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيُرِينَا مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمْسِ قَالَ هَذَا

১. অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নিহত ব্যক্তিগণের (শহীদগণের) আত্মাসমূহ এভাবে থাকবে (অনুবাদক) ।

مَصْرَعٌ فَلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا قَالَ عُمَرُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِيكَ
فَجْعَلُوا فِي بَيْتِ فَاتَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَادَى يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَأَنَّى وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ تَكَلَّمْ
أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ .

২০৭৬। আমর ইবনে আলী (র)... আনাস (র) বলেন, আমরা মক্কা ও মদীনার মাঝপথে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট বদর জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেদিন) আমাদেরকে আগামী কাল কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিহত হওয়ার স্থানসমূহ দেখিয়ে বলেছিলেন : ইনশাআল্লাহ এটা আগামী কাল অমুকের নিহত হওয়ার স্থান। উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যিনি তাঁকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, ওদের সেই চিহ্নিত স্থানসমূহে নিহত হতে ভুল হয়নি। অতঃপর তাদের লাশ একটি কূপে (গর্তে) ফেলে দেয়া হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাদেরকে ডেকে ডেকে বললেন : হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছো? কেননা আল্লাহ আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। উমার (রা) বললেন, আপনি এমন দেহের সাথে কথা বলছেন যাদের মধ্যে প্রাণ নেই। তিনি বলেন : আমি যা বলেছি তা তারা তোমাদের চেয়েও উত্তমরূপে শুনেছে।

২০.৭৭- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ اللَّيْلِ بَيْتْرَ بَدْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُنَادِي يَا أَبَا جَهْلٍ
بْنَ هِشَامٍ وَيَا شَيْبَةَ بْنَ رِبْعَةَ وَيَا عَتْبَةَ بْنَ رِبْعَةَ وَيَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ هَلْ وَجَدْتُمْ
مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَأَنَّى وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَوْتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَافُوا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ
لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا .

২০৭৭। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আনাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ রাতের বেলা বদরের কূপের পাশে আওয়াজ শুনতে পেলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন : হে আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম, হে শাইবা ইবনে রবীআ, হে উতবা ইবনে রবীআ, হে উমাইয়া ইবনে খালাফ। তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছো? কেননা আমার প্রভু আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এমন লোকদের

ডাকছেন যারা পঁচেগলে গিয়েছে। তিনি বলেন : আমি যা বলেছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক উত্তমরূপে শুনতে পাওনি, কিন্তু তাদের উত্তর দেয়ার সামর্থ্য নাই।

২.৭৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلَى قَلْبِ بَدْرِ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ الْآنَ مَا أَقُولُ لَهُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلْ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ الْآنَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ قَوْلَهُ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى حَتَّى قَرَأْتَ الْآيَةَ .

২০৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বদরের কূপের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা যথার্থরূপে পেয়েছো? তিনি বলেন : আমি এখন তাদের উদ্দেশ্যে যা বললাম তা তারা শুনতে পেয়েছে। বিষয়টি আয়েশা (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, এটা ইবনে উমার (রা)-এর ধারণা। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : তারা এখন বুঝতে পেরেছে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিল সত্য। অতঃপর আয়েশা (রা) “তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়” (সূরা আর-রুম : ৫২) আয়াত পাঠ করলেন।

২.৭৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ وَفِي حَدِيثٍ مُغِيرَةَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرْكَبُ .

২০৭৯। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাটি প্রত্যেক আদম সন্তানকে হজম করে ফেলবে তার মেরুদণ্ডের হাড়টুকু ব্যতীত। তা থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা থেকেই তাকে আবার পুনর্নির্ন্যাস করা হবে।

২.৮০- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي أَمَا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنِّي لَا

أَعْبَدُهُ كَمَا بَدَأَتْهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَى مَنْ أَوَّلُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ آيَا فَقَوْلُهُ
اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ .

২০৮০। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, আদম সন্তান আমাকে অস্বীকার করে অথচ আমাকে অস্বীকার করা তার উচিত নয়। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত নয়। আমাকে তার অস্বীকার করার অর্থ হলো তার একথা বলা যে, আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবো না যে রূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছি। অথচ পুনর্বীর সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় আমার জন্য কঠিন কিছু নয়। আর আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হলো, সে বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি আল্লাহ এক এবং কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি এবং কারও জাতও নই, আর আমার সমতুল্যও কেউ নাই।

২. ৪১- أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ
فَاَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ
عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ قَالَ فَفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَذًا مَا أَخَذْتَ فَآذَا هُوَ قَاتِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشِيتُكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ .

২০৮১। কাছীর ইবনে উবায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এক বান্দা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল। শেষে তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পরিবার-পরিজনকে বললো, আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে পুড়ে ছাই করে ফেলবে। তারপর আমাকে সাগরের মধ্যে বাতাসে উড়িয়ে দিবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর আয়ত্তে পান তাহলে তিনি আমাকে এমন ভয়ংকর শাস্তি দিবেন যা তাঁর সৃষ্টির কাউকে দেননি। মহামহিম আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, কিসে তোমাকে এরূপ করতে বাধ্য করেছিল? সে বলবে, তোমার ভয়? অতএব আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

২. ৪২- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ
حَدِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ
فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ اذْرُونِي

فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ يَقْدِرْ عَلَىٰ لَمْ يَغْفِرْ لِي قَالِ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوحَهُ قَالِ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ قَالِ يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ إِلَّا مِنْ مَخَافَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ .

২০৮২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের পূর্বকার এক ব্যক্তি তার আমল সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেছিল। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পরিবারের লোকজনকে বললো, আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে পুড়ে একাকার করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, অতঃপর আমার অবশেষ সাগরে ফেলে দিবে। কেননা আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর আয়ত্তে পান তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তখন মহামহিম আল্লাহ ফেরেশতাগণকে আদেশ দিলে তারা তার আত্মাকে উপস্থিত করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি যা করেছিলে তা করতে তোমাকে কোন জিনিস বাধ্য করেছে? সে বলবে, হে প্রভু! আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এটা করেছিলাম। অতএব আল্লাহ তাকে ক্ষমা করা দিবেন।

الْبَعْثُ

১১৮-অনুচ্ছেদ : পুনরুত্থান সম্পর্কে।

২০৮৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاءَ عُرَاءَ غُرْلًا .

২০৮৩। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিন্বারের উপর তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় তোমরা নগ্নপায়ে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

২০৮৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاءَ غُرْلًا وَأَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .

২০৮৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে নগ্নদেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। প্রথম যাকে

কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : “যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো” (সূরা আল-আযিয়া : ১০৪)।

২০৮৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاءَ غُرْلًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ قَالَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ .

২০৮৫। আমরা ইবনে উছমান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে উদ্ভিত করা হবে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বললেন, লজ্জাস্থানের অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন : “সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন গুরুতর হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে” (সূরা আবাসা : ৩৭)।

২০৮৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُسَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاءَ قُلْتِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ إِنْ الْأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهُمَّهُمْ ذَلِكَ .

২০৮৬। আমরা ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : অবশ্যই তোমাদেরকে নগ্নপদে ও নগ্নদেহে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। আমি বললাম, পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের প্রতি কি তাকাবে না? তিনি বলেন : তাদের পরস্পরের প্রতি তাকাবার খেয়াল আসা তো দূরের কথা, তখন অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

২০৮৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقٍ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ اثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَآرِبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارَ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبَيَّتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا .

www.bjilibrary.com

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَقًّا غُرْلًا وَقَالَ وَكَيْعٌ وَوَهْبٌ عُرَاهُ غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّهُ سَيُوتَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُجَاءُ وَقَالَ وَهْبٌ وَوَكَيْعٌ سَيُوتَى بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ رَبُّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدَثُوا بِعَدِّكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ الْآيَةَ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُدْبِرِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ .

২০৮৯। মাহমুদ ইবনে গায়লান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপদেশ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোকসকল! তোমরা মহামহিম আল্লাহর নিকট একত্র হবে উলঙ্গ অবস্থায়। আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, নগ্ন পদে, খৎনাবিহীন অবস্থায়। ওয়াকী (র) ওয়াহুব (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায়। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তিকে পোশাক পরানো হবে তিনি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁকে আনা হবে। ওয়াহুব এবং ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমার উম্মতের কিছু লোককে বাম পার্শ্বে অবস্থানকারীদের মধ্যে আনা হবে। তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার উম্মত। বলা হবে, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে ধর্মে কি নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি এক সৎকর্মপরায়ণ বান্দা যেভাবে বলেছিলেন তদ্রূপ বলবো : “যাবত কাল আমি তাদের মধ্যে ছিলাম তাবৎ আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিয়েছো তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং সর্ববিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” (সূরা আল-মাইদা : ১১৭-৮)।

فِي التَّعْزِيَةِ

১২০-অনুচ্ছেদ : শোকে-দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন।

২০৯- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مِيسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَيُحِبُّهُمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِّنْ خَلْفِ

ظَهَرَهُ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلْكَ فَاَمْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْفَةَ لَذَكَرَ ابْنَهُ فَحَزَنَ عَلَيْهِ فَقَفَّهَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بُنِيَهُ الَّذِي رَأَيْتُهُ هَلْكَ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنِيهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلْكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمْتَعَ بِهِ عُمْرَكَ أَوْ لَا تَأْتِيَ غَدًا إِلَى بَابِ مَنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الْأُ وَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهْوٍ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَذَاكَ لَكَ .

২০৯০। হারুন ইবনে যায়েদ (র)... মু'আবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ যখন বসতেন তখন সাহাবীদের কতক তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাদের মধ্যে একজনের অল্প বয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তিনি তার ছেলেটিকে কাঁধে করে বহন করে এনে নিজের সামনে বসাতেন। অতঃপর ছেলেটি মারা গেলো। তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন। তার ছেলের কথা মনে করে তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন : আমি অমুক ব্যক্তিকে কেন দেখছি না? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তার ছোট ছেলেটিকে দেখেছিলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তোমার ছোট ছেলেটির কি হয়েছে? সে বললো, ছেলেটি মারা গেছে। তিনি তাকে সান্না দিগে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। তারপর তিনি বললেন : হে অমুক! তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয়—“তার দ্বারা তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা; না কিয়ামতে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে তাকে তথায়ই উপস্থিত পাওয়া”? তোমার পূর্বেই সে সেখানে পৌছে তোমার জন্য দরজা খুলে দিবে। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বরং সে আমার পূর্বে জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিবে এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। তিনি বলেন : তাহলে তোমার জন্য সেটাই হবে।

نُوعٌ آخَرُ

১২১-অনুচ্ছেদ : আরেক প্রকার।

٢٠٩١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَقَفَّاهُ عَيْنُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَردَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْتَنِ

ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ
 قَالَ لَأَنْ فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةَ الْحَجَرِ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ .

২০৯১। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মূসা (আ)-এর কাছে মালাকুল মাওতকে (আযরাঈল) প্রেরণ করা হলো। যখন মালাকুল মাওত (মৃত্যুদূত) তাঁর কাছে পৌছলেন তিনি তাকে এমন এক চড় মারলেন যাতে তার একটি চোখ বের হয়ে গেলো। তিনি তার প্রভুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যু কামনা করেন না। মহামহিম আল্লাহ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, এবার তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলো, তিনি যেন একটি গরুর পিঠে তাঁর হাত রাখেন। তাঁর হাতের নীচে যত সংখ্যক পশম পড়বে প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক বছর করে তাঁর হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হবে। তিনি [মূসা (আ)] বললেন, হে প্রভু! তারপর কি হবে? তিনি বলেন, মৃত্যু। তখন মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই মৃত্যু হোক। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁকে যেন পবিত্র ভূমি (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে একখানা প্রস্তর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি আমি তথায় থাকতাম তাহলে তোমাদেরকে তার কবর দেখিয়ে দিতাম, যা পথের এক পাশে লাল টীলার নিচে অবস্থিত।

অধ্যায় : ২২

كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

بَابُ وَجُوبِ الصِّيَامِ

১-অনুচ্ছেদ : রোযা বাধ্যতামূলক ইবাদত ।

২০৭২- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوُّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ .

২০৯২। আলী ইবনে হুজর (র)... তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উক্তখুশ্ব চুলবিশিষ্ট এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আমার উপর যেসব নামায ফরয করেছেন তৎসম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, তবে তুমি চাইলে কিছু নফল নামাযও পড়তে পারো। সে বললো, আল্লাহ আমার উপর যে রোযা ফরয করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।

তিনি বলেন : রমযান মাসের রোযা, তবে তুমি চাইলে কিছু নফল রোযাও রাখতে পারো। সে বললো, আল্লাহ আমার উপর যে যাকাত ফরয করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দীন ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতঃপর সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন! আমি নফলও আদায় করবো না এবং আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন তাতেও কমতি করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে সত্যবাদী হলে কৃতকার্য হবে এবং সত্যবাদী হলে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

২০. ৯৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَأَن يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا الْحَجَّ مِنَ السَّطَطِ إِلَى سَبِيلٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُنَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لئنْ صَدَقَ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

২০৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কুরআনে আমাদেরকে নবী ﷺ-এর নিকট কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমরা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতাম, কোন জ্ঞানী বেদুইন এসে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করতো! ইতিমধ্যে এক বেদুইন এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনার দূত

আমাদের কাছে এসে আমাদের অবহিত করেন যে, আপনি দাবি করেন যে, আল্লাহ তায়াল। আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন : সে সত্য বলেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কে আসমান সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন : আল্লাহ! সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কে পৃথিবীর বুকে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন? তিনি বলেন : আল্লাহ! সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তাতে উপকারী জিনিসসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন : আল্লাহ! সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, সেই সত্তার শপথ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে উপকারী জিনিসসমূহ রেখেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন : হাঁ। অতঃপর সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, প্রতি দিন-রাতে আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বলেন : সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, আল্লাহ কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হাঁ। সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, আমাদেরকে আমাদের মালের যাকাত দিতে হবে। তিনি বলেন : সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হাঁ। সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, আমাদের উপর প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা ফরয। তিনি বলেন : সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হাঁ। সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, আমাদের মধ্যে যার পথখরচা বহনের সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্জ করা ফরয। তিনি বলেন : সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হাঁ। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি এসব নির্দেশে কিছুই যোগ-বিয়োগ (কোনরূপ পরিবর্তন) করবো না। সে ফিরে চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বলেন : সে সত্যবাদী হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২০৭৬ - أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ قُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَأَلْتُكَ يَا مُحَمَّدُ فَمُشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ قَالَ سَلْ مَا بَدَأَ لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَشُدْكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانْشُدْكَ اللَّهُ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ

الْخُمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدَكَ اللّٰهَ اللّٰهَ اَمْرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ . قَالَ فَاَنْشُدَكَ اللّٰهَ اللّٰهَ اَمْرَكَ اَنْ تَاْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَاَنَا رَسُولٌ مِنْ وَّرَائِي مِنْ قَوْمِيْ وَاَنَا ضِمَامٌ بِنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِي سَعْدٍ بِنِ بَكْرِ خَالَفَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ .

২০৯৪। ঈসা ইবনে হাশ্বাদ (র)... শরীক ইবনে আবু নামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক উষ্ট্রারোহী এসে মসজিদের সামনে সেটিকে বসিয়ে বাঁধলো, অতঃপর তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে তাদের মধ্যে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, হেলান দিয়ে বসা এই সুন্দর ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (নাতি)! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : আমি তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু শক্ত বা কঠিন (গুরুত্বপূর্ণ) প্রশ্ন করবো। আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন : তোমার ইচ্ছামত প্রশ্ন করো। সে বললো, আমি আপনাকে আমনার প্রভু এবং আপনার পূর্বকালের লোকদের প্রভুর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানবজাতির নিকট পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে রাত-দিন পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর নাথে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এ (রমযান) মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে এই যাকাত আদায় করে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয়। লোকটি বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান আনলাম। আমি নিজ জনগোষ্ঠীর দূতরূপে এসেছি এবং আমার নাম দিমাম ইবনে ছা'লাবা। আমি সা'দ ইবনে বাকর গোত্রের উপগোত্র বনী ছা'লাবার সদস্য।

২০৯৫- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ اِخْوَانِنَا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ

شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَبْتُكَ قَالَ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمُشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَأَ لَكَ قَالَ أَنْشُدْكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانْشُدْكَ اللَّهُ أَلَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانْشُدْكَ اللَّهُ أَلَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَانِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي أَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَأَيْتُ مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

২০৯৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র)... শরীক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু নামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একদা আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক উট্টারোহী এসে সেটিকে মসজিদের সামনে বসিয়ে বাঁধলো, অতঃপর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? তিনি আমাদের মাঝে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, হেলান দিয়ে বসা এই সুন্দর ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : আমি তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো এবং কঠোর ও কঠিন (অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ) কিছু প্রশ্ন করবো। তিনি বলেন : তোমার মনমতো প্রশ্ন করতে পারো। সে বললো, আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানবজাতির নিকট পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই (রমযান) মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের বিত্তবানদের নিকট থেকে এই যাকাত আদায় করে তা আবার আমাদের অভাবীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! হ্যাঁ, নিশ্চয়। লোকটি বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান

আনলাম, আর আমি আমার পশ্চাতে রেখে আসা আমার জনগোষ্ঠীর দূত। আমার নাম দিমাম, পিতার নাম ছা'লাবা এবং আমি সা'দ ইবনে বাকর গোত্রের সদস্য।

২০. ৯৬ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ حَمَزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ أَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالُوا هَذَا الْأَمْعَرُ الْمُرْتَفِقُ قَالَ حَمَزَةُ الْأَمْعَرُ الْأَبْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشْتَدَّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاتَّشَدُّكَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاتَّشَدُّكَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَانَا فِتْرَةً عَلَى فُقَرَانَا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاتَّشَدُّكَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاتَّشَدُّكَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحْجُ هَذَا الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَمَنْتُ وَصَدَقْتُ وَأَنَا ضِمَامٌ بْنُ ثَعْلَبَةَ .

২০৯৬। আবু বাকর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তখন বনভূমিতে বসবাসকারী এক বেদুইন এসে বললো, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (নাভী) কে? তারা বলেন, এই যে হেলান দেয়া রক্তিম বর্ণের সুন্দর লোকটি। রাবী হামযা (র) বলেন, 'আমগার' শব্দের অর্থ রক্তিম বর্ণ মিশ্রিত সুন্দর। সে বললো, আমি আপনাকে কিছু কঠিন (গুরুত্বপূর্ণ) প্রশ্ন করবো। তিনি বলেন : তোমার ইচ্ছামতো প্রশ্ন করতে পারো। সে বললো, আমি আপনার প্রভু, আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভু এবং আপনার পরবর্তীদের প্রভুর নামে আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন : হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে তাঁর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা আবার আমাদের অভাবীদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে তাঁর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বারো মাসের মধ্যে এই (রমযান) মাসে রোযা

রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন : হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে তাঁর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যার পথখরচা বহনের সামর্থ্য আছে তাকে এই (কা'বা) ঘরের হজ্জ করতে হবে? তিনি বলেন : হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি ঈমান আনলাম এবং সত্য বলে গ্রহণ করলাম। আমার নাম দিমাম ইবনে ছা'লাবা।

بَابُ الْفَضْلِ وَالْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

২-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে পরীক্ষা দান-খয়রাত করা এবং বদান্যতা প্রদর্শন।

২০. ৯৭ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

২০৯৭। ইসমাইল ইবনে দাউদ (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। রমযান মাসে যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তাঁর দান-খয়রাতের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যেতো। আর জিবরাঈল (আ) রমযান মাসের প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, যখন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি বেগবান বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।

২০. ৯৮ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَعْنَةٍ تُذَكَّرُ وَكَانَ إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَأَدْخَلَ هَذَا حَدِيثًا فِي حَدِيثِ .

২০৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করার মতো কোন অভিশাপ দিতেন না। তাঁকে কুরআন শিক্ষানোর জন্য জিবরাঈল (আ)-এর আগমনের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি বেগবান বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসের ফযীলাত ।

২০৯৯- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ .

২০৯৯। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানের দলকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

২১০০- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتُّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ .

২১০০। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব আল-জাওয়ানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রমযান মাস শুরু হলে বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

بَابُ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

৪-অনুচ্ছেদ : যুহরী (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মতভেদ ।

২১০১- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتُّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ .

২১০১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের ফটকসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের ফটকসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

২১.২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحَتَّ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ .

২১০২। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাস এলে রহমাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

২১.৩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحَتَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ .

২১০৩। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাস শুরু হলে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। ইবনে ইসহাক (র) যুহরী (র)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১.৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ خَطَأً وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ .

২১০৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে। ইবনে ইসহাক (র) এটি যুহরী (র)-এর নিকট শোনে ননি। পূর্বোক্ত সনদ সূত্রসমূহই যথার্থ।

২১০৫- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أُوَيْسِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَدِيدَ بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خَطَأً .

২১০৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাশূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই যে রমযান মাস তোমাদের কাছে এসেছে। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى مَعْمَرٍ فِيهِ

৫-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস মা'মার (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মতভেদ।

২১০৬- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ وَقَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَسُلْسِلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

২১০৬। আবু বাক্র ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসে দাঁড়ানোর (তারাবীহর নামাযের) জন্য উৎসাহ দিতেন কিন্তু কঠোরভাবে নয়। তিনি বলতেন : রমযান মাস এলে বেহেশতের দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়, দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে আটকানো হয়। ইবনুল মুবারক (র) এটিকে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

২১০৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جِبَانُ بْنُ مُوسَى خُرَّاسَانِي قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتَّ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ .

২১০৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রমযান মাস শুরু হলে রহমাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

২১০৮- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ .

২১০৮। বিশর ইবনে হেলাল (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের নিকট বরকতপূর্ণ মাস রমযান এসেছে। মহামহিম আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসে রোযা রাখা ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা এক হাজার মাসের চেয়েও কল্যাণকর। যে ব্যক্তি সেই রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো সে আসলেই (অনেক কল্যাণ থেকে) বঞ্চিত হলো।

২১০৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ فَرْقَدٍ فَتَذَكَّرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغْلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلُّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ .

২১০৯। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (র)... আরফাজা (র) বলেন, আমরা অসুস্থ উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-কে দেখতে গেলাম। আমরা রমযান মাস সম্পর্কে আলোচনা তুললাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আলোচনা করছো? আমরা বললাম, রমযান মাস সম্পর্কে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের বন্দী করা হয়। প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, হে কল্যাণ প্রত্যাশী! এসো। হে অনিষ্ট সন্ধানী! বিরত হও। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে।

২১১০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُبَيْدُ بْنُ فَرْقَدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَهُ أَوَّلَى بِالْحَدِيثِ مِنِّي فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي رَمَضَانَ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ

أَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ اأْمْسِكْ .

২১১০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আরফাজা (র) বলেন, আমি একটি ঘরের মধ্যে ছিলাম, যেখানে উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-ও ছিলেন। আমি একটি হাদীস বর্ণনা করতে চাইলাম। কিন্তু সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবীও ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই হাদীস বর্ণনায় আমার চেয়ে উত্তম। তিনি নবী ﷺ-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রমযান মাস সম্পর্কে বলেন : রমযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোষের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, “হে কল্যাণ সন্ধানী! অগ্রসর হও। হে অনিষ্ট সন্ধানী! বিরত থাকো”।

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لَشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانَ

৬-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসকে সংক্ষেপে ‘রমযান’ বলার অনুমতি আছে।

২১১১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ح وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُه كُلُّهُ وَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّرْكِيهَ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ .

২১১১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে, আমি সমগ্র ‘রমযানে’ রোযা রেখেছি এবং রাতে দণ্ডায়মান হয়েছি (নফল নামায পড়েছি)। রাবী বলেন, আমি জানি না তিনি কেন এভাবে বলা অপছন্দ করেছেন। হয়তো এর মধ্যে নিজের প্রশংসা আছে অথবা অলসতা ও ঘুম আছে (তাই তিনি সমগ্র মাস বলা অপছন্দ করেছেন)।

২১১২- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مَرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২১১২। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে খালিদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন : ‘রমযান’ এলে তুমি সে মাসে উমরা করো। কারণ, রমযানে একটি উমরা একটি হজ্জতুল্য।

اِخْتِلَافُ أَهْلِ الْأَفَاقِ فِي الرُّؤْيَةِ

৭-অনুচ্ছেদ : দেশে দেশে চাঁদ দেখার পার্থক্য।

২১১৩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْقُضَلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالٌ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنْ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومٌ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَّلًا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২১১৩। আলী ইবনে হুজর (র)... কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। ফাদল (রা)-এর মা তাকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠান। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছে তার প্রয়োজন সমাধা করলাম এবং সিরিয়ায় থাকতেই রমযানের নতুন চাঁদ উদিত হলো। আমি বৃহস্পতিবার (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখলাম। অতঃপর আমি মাসের শেষদিকে মদীনায ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদি) জিজ্ঞেস করার পর চাঁদের কথা তোলেন। তিনি বলেন, তোমরা কখন চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, আমরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি বলেন, তুমি নিজে কি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, লোকজনও দেখেছে, রোযাও রেখেছে এবং মুআবিয়া (রা)-ও রোযা রেখেছেন। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা তিরিশটি রোযা পূর্ণ করবো অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবো। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়া (রা) ও তার সংগীদের চাঁদ দেখা যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বলেন, না, নবী ﷺ আমাদের এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ قُبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هَلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى سَفْيَانَ فِي حَدِيثِ سِمَاكِ

৮-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে একজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে সিমাক (র)-এর হাদীস সুফিয়ান (র) কর্তৃক বর্ণনায় পার্থক্য।

২১১৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَأَيْتُ الْهَلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ فَنَادَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ صُومُوا .

২১১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ। অতএব নবী ﷺ ঘোষণা দিলেন : তোমরা রোযা রাখো।

২১১৫- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهَلَالَ اللَّيْلَةَ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَدْنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا .

২১১৫। মুসা ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি এই রাতে (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : হে বিলাল! জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন আগামী কাল থেকে রোযা রাখে।

২১১৬- أَخْبَرَنَا بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَرْسَلٌ .

২১১৬। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... ইকরিমা (র) থেকে এই সনদে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

২১১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نُعَيْمٍ مِصْيَصِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا جَبَانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَرْسَلٌ .

২১১৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... ইকরিমা (র) থেকে এই সনদেও উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

২১১৮- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو عَثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا أَنِّي جَالِسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاءَ لَتَهُمْ وَأَتَهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاتِمُّوا (فَاكْمِلُوا) ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا .

২১১৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র)... আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সন্দেহের দিন জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, শোনো! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের সাথে বসেছি এবং তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো এবং চাঁদ দেখে হজ্জ করো বা কোরবানী করো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (শা'বানের ২৯ তারিখে) তবে তোমরা মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করো। কিন্তু যদি দুইজন লোক (চাঁদ দেখার) সাক্ষ্য দেয় তাহলে তোমরা রোযা শুরু করো অথবা সমাপ্ত করো।

اِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِذَا كَانَ غَيْمٌ وَذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

৯-অনুচ্ছেদ : আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শা'বান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করা।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১১৯- أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ .

২১১৯। মুআম্মাল ইবনে হিশাম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। তবে এ মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিরিশ দিন পূর্ণ করো।

২১২০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا ثَلَاثِينَ .

২১২০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (শা'বান মাস) ৩০ দিন হিসাব করো।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

১০-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১২১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَكَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا .

২১২১। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন থেকে রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে তখন রোযা সমাপ্ত করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা তিরিশ দিন রোযা পূর্ণ করবে।

২১২২- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَكَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ .

২১২২। আর-রবী ইবনে সলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা নতুন চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাস অনুমান করো (অর্থাৎ তিরিশ দিন পূর্ণ করো)।

২১২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَكَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ .

২১২৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের উল্লেখ করে বলেন : তোমরা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা শুরু করবে না এবং নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা শেষ করো না। তোমাদের কাছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা মাস গণনা করে (তিরিশ দিন) পূর্ণ করো।

ذِكْرُ الْأِخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

১১-অনুচ্ছেদ : উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (র)-এর উক্ত হাদীস বর্ণনার রাবীদের মতভেদ।

২১২৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ .

২১২৪। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তা না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখবে না এবং তা না দেখা পর্যন্ত শেষও করবে না। তোমাদের এখানে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে মাস (তিরিশ দিন) গণনা করো।

২১২৫- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ صَاحِبُ حِمَصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَلَكَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ .

২১২৫। আবু বাকর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাঁদের উল্লেখ করে বলেছেন : যখন তোমরা তা দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন পুনরায় তোমরা তা দেখবে তখন রোযা সমাপ্ত করবে। তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা তিরিশ দিন গণনা করো।

ذَكَرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

১২-অনুচ্ছেদ : ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১২৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيُّ أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ .

২১২৬। আহমাদ ইবনে উছমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং (রমযানের) চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে (মাসের দিনের) সংখ্যা তিরিশ পূর্ণ করো।

২১২৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ .

২১২৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি অবাক হই সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে (রমযান) মাসকে এগিয়ে আনে (মাস শুরু না হতেই রোযা রাখে)। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা ভঙ্গ করবে। তবে তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা (মাসের দিন) সংখ্যা তিরিশ পূর্ণ করো।

ذَكَرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي حَدِيثِ رِيعِيٍّ فِيهِ

১৩-অনুচ্ছেদ : রিব্বী (র)-এর হাদীস মানসুর (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১২৮- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِيعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ

২১২৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ছায়াফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (রমযান) এগিয়ে এনো না অথবা (মাসের) তিরিশ দিন পূর্ণ করো। অতঃপর তোমরা রোযা রাখতে থাকো যাবত না নতুন চাঁদ দেখো অথবা তার পূর্বে (মাসের তিরিশ দিন) পূর্ণ করো।

২১২৯ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْدُمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ ثُمَّ صُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ أَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ .

২১২৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... রিবঈ (র) থেকে নবী ﷺ-এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা (শা'বান মাসের তিরিশ দিনের) সংখ্যা পূর্ণ না করা পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (রমযান) মাস এগিয়ে আনবে না। অতঃপর তোমরা রোযা রাখতে থাকো এবং রোযা ভংগ করো না যাবত না (শা'বানের) নতুন চাঁদ দেখো অথবা রমযান মাসের (দিন) সংখ্যা তিরিশ পূর্ণ করো। রাবী হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র)-এর সূত্রে এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত হয়েছে।

২১৩০ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ .

২১৩০। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... রিবঈ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (রমযান মাসের) নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে রোযা রাখো এবং (শা'বান মাসের) নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। তোমাদের কাছে চাঁদ লুকায়িত থাকলে শা'বান মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো, কিন্তু তিরিশ দিনের আগে চাঁদ দেখলে রোযা রাখো। অতঃপর রমযান মাসের তিরিশ দিন রোযা রাখো, কিন্তু তার পূর্বে নতুন চাঁদ দেখলে ভিন্ন কথা (ঈদ করো)।

২১৩১ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا .

২১৩১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে রোযা রাখো। যদি তোমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘ প্রতিবন্ধক হয় তাহলে তোমরা (শা'বান মাসের দিন) সংখ্যা (তিরিশ) পূর্ণ করো, কিন্তু তোমরা মাসকে অবশ্যই অগ্রগামী করো না।

২১৩২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ .

২১৩২। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রমযান মাসের পূর্বে রোযা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করবে। তবে মেঘ প্রতিবন্ধক হলে তোমরা (মাসের) তিরিশ দিন পূর্ণ করবে।

كَمْ الشَّهْرُ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ

১৪-অনুচ্ছেদ : মাস কতো দিনে হয়? আয়েশা (রা)-এর হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১৩৩- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ أَلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

২১৩৩। নাসর ইবনে আলী আল-জাহদামী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শপথ করেন যে, তিনি এক মাস তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করবেন না। অতঃপর তিনি উনত্রিশ দিন অতিবাহিত করেন। আমি বললাম, আপনি কি এক মাসের ঈলা (স্ত্রীর সাথে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকার শপথ) করেননি? আমি তো উনত্রিশ দিন গণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের।

২১৩৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ حَدَّثَهُ ح

وَآخَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا أَنْ تَتَوَيَّا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَأَعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتْهُ عَلَيْهِنَّ حِينَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدِيثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ أَلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصَبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعَشْرِينَ لَيْلَةً تَعْدُهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً .

১১৩৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাতাব (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লালায়িত ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যদি তোমরা উভয়ে তওবা করো, কারণ তোমাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে” (৬৬ : ৪), অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী এ হাদীসে বলেন, হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট সেই বিশেষ কথাটি ফাঁস করে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঊনত্রিশ দিন (তঁার স্ত্রীদের থেকে) বিচ্ছিন্ন থাকেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন তখন তিনি তাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন : আমি এক মাস তাদের ঘরে প্রবেশ করবো না। ঊনত্রিশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাদের সংস্পর্শে না আসার জন্য এক মাসের ঈলা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

১৫-অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস।

২১৩৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ بِصَرِيٍّ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا نِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ يَوْمًا .

২১৩৫। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : জিবরীল (আ) আমাদের নিকট এসে বলেছেন, মাস উনতিরিশ দিনেও হয়।

২১৩৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَلَمَةُ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا .

২১৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাস উনতিরিশ দিনেও হয়।

ذَكَرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ

১৬-অনুচ্ছেদ : সা'দ ইবনে মালেক (রা)-এর হাদীস ইসমাইল (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১৩৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَنَقَصَ فِي الثَّلَاثَةِ اصْبِعًا .

২১৩৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর এক হাত দিয়ে অপর হাতের উপর আঘাত করে বলেন : মাস এভাবে, এভাবে ও এভাবে হয়। তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল কমালেন।

২১৩৮- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২১৩৮। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাস এতো, এতো ও এতো দিনে হয়, অর্থাৎ উনতিরিশ দিনে।

২১৩৯- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ

هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَفَقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَنْعَتُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّلَاثَةِ الْإِبْهَامَ فِي الْيَسْرَى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُلْتُ لَأَسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا. ২১৩৯। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাস এতো, এতা ও এতা দিনে হয়। অধস্তন রাবী মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দ (র) তিনবার তার দুই হাত একত্র করে বুঝিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় বার তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ রাখেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

১৭-অনুচ্ছেদ : আবু সালামা (রা)-এর হাদীস ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাছীর (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২১৪০- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ .

২১৪০। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনে হয় আবার কখনো তিরিশ দিনে হয়। অতএব তোমরা (নতুন চাঁদ) দেখে রোযা রাখো এবং (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো।

২১৪১- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

২১৪১। উবায়দুল্লাহ ইবনে ফাদালা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

২১৪২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَسْوَدِ

بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

২১৪২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আমরা হলাম উম্মী উম্মাত, না লিখতে পারি, আর না হিসাব-কিতাব জানি। মাস এভাবে, এভাবে ও এভাবে হয় (তিনবার আঙ্গুল তোলেন)। শেষে তিনি উনতিরিশ দিন উল্লেখ করেন।

২১৪৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْأَبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تَمَامَ الثَّلَاثِينَ .

২১৪৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আমরা হলাম উম্মী উম্মাত। আমরা না হিসাব জানি আর না লিখতে পারি। মাস এতো, এতো ও এতো দিনে হয়। তিনি তৃতীয়বার তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখেন। আবার মাস এতো, এতো ও এতো দিনেও হয় অর্থাৎ পূর্ণ তিরিশ দিনে।

২১৪৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُهَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ اصْبِعًا مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ .

২১৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মাস এতো দিনেও হয়। অধস্তন রাবী শোবা (র) জাবালা (র) থেকে এবং তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, অর্থাৎ উনতিরিশ দিনে। তিনি দুইবার তার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ উত্তোলন করেন এবং তৃতীয়বার নিজের দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে এক আঙ্গুল কম দেখান।

২১৪৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ يَعْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

২১৪৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন :
মাস উনতিরিশ দিনেও হয়।

الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ

১৮-অনুচ্ছেদ : সাহরী (ভোর রাতের আহার) খেতে উৎসাহিত করা।

২১৪৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رِزٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ .

২১৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন :
তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

২১৪৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رِزٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَسَحَّرُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ لَا أَدْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ .

২১৪৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমরা সাহরী খাও।
উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি জানি না যে, এ হাদীসের মূল পাঠ কিরূপ ছিল।

২১৪৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً .

২১৪৮। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমরা সাহরী
খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

১৯-অনুচ্ছেদ : উক্ত হাদীস আবদুল মালেক ইবনে আবু সুলায়মান (র) থেকে
বর্ণনায় মতভেদ।

২১৪৯- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَرِيرٍ نَسَانِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً .

২১৪৯। আলী ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

২১৫০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى .

২১৫০। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে। ইবনে আবু লাইলার সূত্রে হাদীসটি মারফু'রূপে বর্ণিত হয়েছে।

২১৫১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَ .

২১৫১। আমর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

২১৫২- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَ .

২১৫২। আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসেল (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

تَأْخِيرُ السَّحُورِ وَذِكْرُ الْأِخْتِلَافِ عَلَى زَرٍّ فِيهِ

২০-অনুচ্ছেদ : বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং যির থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২১৫৩- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ .

২১৫৩। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীর মধ্যে বরকত আছে। আবু আবদুর রহমান

(র) বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর এই হাদীসের সনদ উত্তম কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যাত। আমি আশংকা করি যে, মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের দ্বারাই ভ্রান্তি ঘটেছে।

২১৫৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ قَالَ قُلْنَا لِحَدِيثَةٍ أَيْ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعَ .

২১৫৪। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... যির (র) বলেন, আমরা হুয়ায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাহরী খেয়েছেন? তিনি বলেন, তা (সেই সময়টি) দিনই, তবে তখনো সূর্য উদিত হতো না।

২১৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ سُدَيْقَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنِيْهَةٌ .

২১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... যির ইবনে হুবাঈশ (র) বলেন, আমি হুয়ায়ফা (রা)-এর সাথে সাহরী খাওয়ার পর (ফজরের) নামায পড়তে বের হলাম। আমরা মসজিদে পৌঁছে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। ক্ষণিক পরই (ফরয নামাযের) ইকামত দেয়া হলো।

২১৫৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حَدِيثَةٍ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا .

২১৫৬। আমর ইবনে আলী (র)... সিল্লা ইবনে যুফার (র) বলেন, আমি হুয়ায়ফা (রা)-এর সাথে সাহরী খাওয়ার পর মসজিদে রওয়ানা হলাম। আমরা দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। অতঃপর নামাযের ইকামত দেয়া হলো এবং আমরা (ফরয) নামায পড়লাম।

قَدَرُ مَا بَيْنَ السُّحُورِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

২১-অনুচ্ছেদ : সাহরী ও ফজরের নামাযের মধ্যকার (সময়ের) ব্যবধান।

২১৫৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

২১৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহরী খেলাম, অতঃপর নামায পড়তে রওয়ানা হলাম। আমি (অধস্তন রাবী) জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

ذَكَرُ اخْتِلَافِ هِشَامٍ وَسَعِيدٍ عَلَى قِتَادَةِ فِيهِ

২২-অনুচ্ছেদ : উক্ত হাদীস কাতাদা (র) থেকে হিশাম ও সাঈদ (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ।

২১৫৮- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قِتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ زَعِمَ أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

২১৫৮। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহরী খেলাম, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন, ধারণা করা হয় যে, আনাস (রা) জিজ্ঞেস করেন, উভয়ের মাঝে কতো ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

২১৫৯- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قِتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَسَحَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدْخَلَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً .

২১৫৯। আবুল আশআছ (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) একত্রে সাহরী খেলেন, অতঃপর তারা উঠে দাঁড়িয়ে ফজরের নামায আরম্ভ করেন। আমরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের সাহরী শেষ করা এবং নামায শুরু করার মধ্যকার ব্যবধান কতকণ ছিল? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَاخِيرِ
السَّحُورِ وَاِخْتِلَافُ الْفَاطِمَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ : বিলম্বে সাহরী গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস সুলায়মান ইবনে মিহরান (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ও তাদের শাসনিক পার্থক্য।

২১৬০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُورَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ
السَّحُورَ قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُورَ قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ .

২১৬০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু আতিয়া (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন সাহাবী আছেন, যাদের একজন ইফতার তাড়াতাড়ি করেন এবং সাহরীতে বিলম্ব করেন। আর দ্বিতীয়জন ইফতার বিলম্বে এবং সাহরী তাড়াতাড়ি (প্রচুর সময় থাকতেই) গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে কে ইফতার ত্বরায় (সময় হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে) করেন এবং সাহরীতে বিলম্ব করেন? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করতেন।

২১৬১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا
يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُورَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السَّحُورَ قَالَتْ
أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُورَ قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ
هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ .

২১৬১। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু আতিয়া (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির একজন সময় হয়ে গেলেই ইফতার করেন এবং সাহরী গ্রহণে বিলম্ব করেন, অপরজন ইফতার বিলম্বে করেন এবং সাহরী ত্বরায় (সময় শুরু হলেই) গ্রহণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের দুইজনের মধ্যে কে ত্বরায় ইফতার করেন এবং বিলম্বে সাহরী খান? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন।

২১৬২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ وَالْآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ قَالَ مَسْرُوقٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২১৬২। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু আতিয়া (র) বলেন, আমি ও মাসরুক (র) আয়েশা (র)-এর খেদমতে হাজির হলাম। মাসরুক (র) তাকে বলেন, আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন সাহাবী আছেন, তারা উভয়ে কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী। তাদের একজন (মাগরিবের) নামাযে ও ইফতার গ্রহণে বিলম্ব করেন এবং অপরজন অবিলম্বে নামায পড়েন ও ইফতার করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনজন ত্বরায় নামায পড়েন ও ইফতার করেন? মাসরুক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন।

২১৬৩- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

২১৬৩। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু আতিয়া (র) বলেন, আমি ও মাসরুক (র) আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং আমরা তাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির একজন ত্বরায় ইফতার করেন ও নামায পড়েন এবং অপরজন ইফতারেও বিলম্ব করেন এবং নামাযেও বিলম্ব করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কে ত্বরায় ইফতার করেন এবং নামায পড়েন? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন। অপর সাহাবী হলেন আবু মুসা (রা)।

فَضْلُ الصُّحُورِ

২৪-অনুচ্ছেদ : সাহরী খাওয়ার ফযীলাত ।

২১৬৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهَ .

২১৬৪। ইসহাক ইবনে মানসুর (র)... নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি সাহরী খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন : এটা বরকতপূর্ণ, আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে তা তোমাদেরকেই দান করেছেন। অতএব তোমরা সাহরী ত্যাগ করো না।

دَعْوَةُ السُّحُورِ

২৫-অনুচ্ছেদ : সাহরী খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করা।

২১৬৫- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ بَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُحْمٍ عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السُّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ .

২১৬৫। শুআইব ইবনে ইউসুফ (র)... ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, আমি রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই বলে লোকজনকে ডাকতে শুনেছি : “ভোরের বরকতপূর্ণ আহার গ্রহণ করতে আসো”।

تَسْمِيَةُ السُّحُورِ غَدَاءً

২৬-অনুচ্ছেদ : সাহরীকে “ভোরের আহার” নামকরণ করা।

২১৬৬- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَقِيَّةِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ .

২১৬৬। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা অবশ্যই সাহরীর “সকালের খাবার” গ্রহণ করো। কারণ তা হচ্ছে ভোরের বরকতপূর্ণ আহার।

২১৬৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ يَغْنَى السُّحُورُ .

২১৬৭। আমর ইবনে আলী (র)... খালিদ ইবনে মা'দান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : এসো আমার সাথে ভোরের বরকতপূর্ণ আহার অর্থাৎ সাহরী গ্রহণের জন্য।

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ

২৭-অনুচ্ছেদ : আমাদের ও আহলে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য।

২১৬৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ .

২১৬৮। কুতায়বা (র)... আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।

السُّحُورُ بِالسُّوْقِ وَالتَّمْرِ

২৮-অনুচ্ছেদ : সাহরীতে ছাত্ত ও খেজুর খাওয়া।

২১৬৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئًا فَآتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذِنَ بِلَاكٍ فَقَالَ يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئًا فَآتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذِنَ بِلَاكٍ فَقَالَ يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِيَ فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ شَرِيتُ شَرِيَّةَ سَوِيْقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرْ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

২১৬৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহরীর
ওয়াফ্তে বললেন : হে আনাস! আমি রোযা রাখতে চাই। আমাকে কিছু আহার করাও।
অতএব আমি কিছু খেজুর ও এক পাত্র পানি এনে তাঁর সামনে পেশ করলাম। এটা বিলাল
(রা)-এর আযান দেয়ার পর। তিনি বলেন : হে আনাস! আমার সাথে আহার করার মতো
একজন লোক দেখো তো। আমি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে ডাকলে তিনি এসে বলেন,
আমি এইমাত্র ছাত্তুর শরবত পান করেছি এবং আমি রোযা রাখতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেন : আমিও রোযা রাখতে ইচ্ছুক। অতএব তিনি তাঁর সাথে সাহরী খেলেন। অতঃপর
তিনি উঠে দুই রাকআত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়েন, অতঃপর (ফরয) নামায পড়ার জন্য
বের হয়ে গেলেন।

تَاوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

২৯-অনুচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ তালালার বাণী : “ তোমরা পানাহার করো যাবত না
রাতের কালো রেখা থেকে ভোজের সাদা সাদা ষাটরূপে তোমাদের নিকট
প্রতিভাত হয়” (২ : ১৮৭)-এর ব্যাখ্যা।

২১৭০- أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ
قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا وَلَا يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى
تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا إِلَى الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ
وَنَزَلَتْ فِي أَبِي قَيْسٍ بْنِ عَمْرِوٍ أَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ
هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ وَلَكِنْ أَخْرَجَ التَّمِسُّ لَكَ عِشَاءً
فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ نَائِمًا وَآيَقَظَتْهُ فَلَمْ يَطْعَمْ
شَيْئًا وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَعُشِيَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ .

২১৭০। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের
কেউ (রমযান মাসে) রাতের আহার না করে ঘুমিয়ে গেলে সেই রাতে বা তৎপরবর্তী দিনে

সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তার জন্য পানাহার করা হালাল ছিলো না। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় : “তোমরা পানাহার করো রাতের কালো রেখা থেকে...” (২ : ১৮৭)। রাবী বলেন, এই আয়াত আবু কায়েস ইবনে আমর (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি রোযা অবস্থায় মাগরিবের সময় তার জ্বীর নিকট এসে বলেন, কিছু আছে কি (আহার করার)? তার জ্বী বলেন, আমাদের নিকট কিছু নেই। তবে আমি আপনার জন্য রাতের আহারের সন্ধানে যাচ্ছি। তিনি (আহারের খোঁজে) বের হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে আবু কায়েস (রা) (বালিশে) মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। তার জ্বীর তার কাছে ফিরে এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেন। তিনি তাকে জাগালেন, কিন্তু আবু কায়েস (রা) কিছুই আহার করেননি। এভাবে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা তিনি আবার রোযা রাখলেন। শেষে দুপুরের দিকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এটা আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বকার ঘটনা। অতএব তার সম্পর্কে আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

২১৭১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطْرِفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .

২১৭১। আলী ইবনে হুজর (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর বাণী : “যাবত না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়” (২ : ১৮৭) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন : তা হলো রাতের অন্ধকার ও দিনের উজ্জ্বলতা।

كَيْفَ الْفَجْرُ

৩০-অনুচ্ছেদ : ফজর কিরূপ ?

২১৭২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ بَلَغَ الْيُودُنُ بَلِيلَ لَيْلِيَةِ نَائِمَكُمْ وَرُجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِكَفِّهِ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ .

২১৭২। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : বিলাল রাত থাকতেই আযান দেয়—তোমাদের ঘুমন্তদের জাগানোর জন্য এবং তোমাদের (তাহাজ্জুদ নামাযে) দণ্ডায়মান লোকদের বিরত করার জন্য। তিনি হাতের ইশারায় বলেন : ফজর এরূপ নয়, তিনি দুই হাতের তর্জনী দ্বারা ইশারা করে বলেন : বরং ফজর এরূপ।

২১৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُمْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغُرَّتْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَا دَا بِدَيْهِ .

২১৭৩। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলালের আযান এবং এই শুভ্রতা যেন তোমাদেরকে ভ্রান্তিতে না ফেলে যতক্ষণ না দিগন্তে এভাবে ভোরের উজ্জ্বলতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এবং তিনি তাঁর দুই হাত ডানে-বাঁয়ে (সোজাভাবে) প্রসারিত করেন।

الْتَقَدُّمُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩১-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসের আগেই অগ্রিম রোযা রাখা।

২১৭৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْدُمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى صِيَامِهِ .

২১৭৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা রমযান মাস শুরু হওয়ার (একদিন) আগেই রোযা রেখো না। তবে যে ব্যক্তি নিয়মিত রোযা রাখে, সে ঐ নির্দিষ্ট দিনে রোযা অবস্থায় পৌঁছলে কোন দোষ নেই।

ذَكَرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

৩২-অনুচ্ছেদ : আবু সালামা (রা) থেকে উপরোক্ত বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনায় ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর ও মুহাম্মাদ ইবনে আমর-এর মধ্যকার মতপার্থক্য।

২১৭৫- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُ الشَّهْرِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمه .

২১৭৫। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেউ যেন রমযান মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দু'দিন আগে থেকে রোযা না রাখে। তবে রমযান মাস শুরুর পূর্বে যার রোযা রাখার অভ্যাস আছে সে রাখতে পারে।

২১৭৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ .

২১৭৬। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এক বা দুই দিন আগে থেকে রোযা রেখে রমযান মাসকে এগিয়ে আনবে না। তবে তোমাদের কেউ নিয়মিত রোযা রাখায় ঐ দিনও তার আওতায় পড়লে কোন দোষ নেই।

ذَكَرُ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ

৩৩-অনুচ্ছেদ : পূর্বোক্ত বিষয়ে আবু সালামা (রা)-এর হাদীস।

২১৭৭- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْأَلْفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

২১৭৭। শুআইব ইবনে ইউসুফ (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনও একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে দেখিনি। তবে তিনি শা'বান মাসকে (রোযা রেখে) রমযান মাসের সাথে মিলাতেন।

الْاِخْتِلَافُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ فِيهِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

২১৭৮- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

২১৭৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসকে (রোযা রাখার দ্বারা) রমযান মাসের সাথে মিলাতেন।

২১৭৭- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ .

২১৭৯। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন। শেষে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা ভাংবেন না। আবার কখনো তিনি একাধারে রোযাহীন অবস্থায় কাটাতেন। শেষে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। তিনি গোটা শা'বান বা তার অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন।

২১৮০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلُّهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلُّهُ .

২১৮০। আহমাদ ইবনে সা'দ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ (মাসিক ঋতুর কারণে) রমযান মাসে রোযা রাখতেন না এবং পরবর্তী শা'বান মাস আসার পূর্বে তার কাযাও করতে পারতেন না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের মতো আর কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেন না। তিনি অল্প কয়েক দিন ব্যতীত গোটা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন, বরং সমগ্র শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

ذَكَرَ اخْتِلَافَ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ لِحَبْرِ عَائِشَةَ فِيهِ

৩৫-অনুচ্ছেদ : আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের শাখিক মতভেদ

২১৮১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

২১৮১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু সালামা (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি রোযাই রেখেছেন। আবার তিনি রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি রোযাহীন অবস্থায়ই থাকবেন। তিনি শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেন না। অল্প কয়েক দিন ব্যতীত গোটা শা'বান মাসই তিনি রোযা রাখতেন, বরং পূর্ণ শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

২১৮২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

২১৮২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বছরের অন্য কোন মাসে শা'বান মাসের চেয়ে অধিক রোযা রাখতেন না। তিনি গোটা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

২১৮৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ .

২১৮৩। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শা'বান মাসে রোযা রাখতেন।

২১৮৪- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ
غَيْرَ رَمَضَانَ .

২১৮৪। হারুন ইবনে ইসহাক (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমার জ্ঞানামতে রাসূলুল্লাহ
এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়েননি, ভোর পর্যন্ত একাধারে সমস্ত রাত ইবাদত করেননি
এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি।

২১৮৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُونُسَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَرَانِيُّ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ
حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًا مِنْذُ أَتَى
الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ .

২১৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা
(রা)-কে রাসূলুল্লাহ -এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
একাধারে রোযা রেখে যেতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি রোযা রেখেই
যাবেন। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি
হয়তো আর রোযা রাখবেন না। তিনি মদীনায আসার পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত কখনো
পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

২১৮৬- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ
كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ
صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبَةٍ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَصُومُ شَهْرًا كَامِلًا قَالَتْ لَا مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى
يَصُومَ مِنْهُ مَضًى لِسَبِيلِهِ .

২১৮৬। ইসহাক ইবনে মাসউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা
(রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না। তবে
সফর থেকে ফিরে এসে পড়তেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ কি কখনো পূর্ণ এক
মাস রোযা রেখেছেন? তিনি বলেন, না। আমার জ্ঞানামতে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযান
মাস ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি এবং পূর্ণ এক মাস একাধারে রোযাহীনও কাটাননি।

২১৮৭- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يُجِئَ مِنْ مَغِيبَةٍ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ .

২১৮৭। আবুল আশ'আছ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশ্তের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না, তবে সফর থেকে ফিরে এসে পড়তেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি রমযান মাস ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন তারিখে রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি মৃত্যু পর্যন্ত রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি এবং (কয়েক দিন) রোযা ছাড়াও কোন মাস অতিবাহিত করেননি।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : উক্ত হাদীস খালিদ ইবনে মা'দান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২১৮৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

২১৮৮। আমর ইবনে উসমান (র)... জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-কে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় গোটা শা'বান মাস রোযা রাখতেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার জন্য খেয়াল রাখতেন।

২১৮৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرَّى الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

২১৮৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান ও রমযান মাসে রোযা রাখতেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

صِيَامُ يَوْمِ الشُّكِّ

৩৭-অনুচ্ছেদ : সন্দেহযুক্ত দিনে (ইয়াওমুশ শাক্ক) রোযা রাখা।

২১৭০- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ صَلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأَتَى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُّوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عليه السلام .

২১৯০। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)... সিল্লা (র) বলেন, আমরা আম্মার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি ভূনা বকরী পেশ করা হলে তিনি বলেন, তোমরা খাও। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন এক পাশে সরে গিয়ে বললো, আমি রোযা রেখেছি। আম্মার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখলো সে আবুল কাসেম عليه السلام-এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

২১৭১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أَشْكَلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمُّ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ بِأَكْثَلِ خُبْرًا وَيَقْلًا وَلَبْنَا فَقَالَ لِيْ هَلُمُّ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَحَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَشْنِي تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَكَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظَلَمَةٌ فَامْكُمُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ .

২১৯১। কুতায়বা (র)... সিমাক (র) বলেন, একদিন আমি ইকরিমা (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। দিনটি রমযান মাসের না শা'বান মাসের সে ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছিল। তিনি রুটি, সজ্জি ও দুধ দিয়ে আহার করছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, এসো আহার করো। আমি বললাম, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, তোমাকে অবশ্যই রোযা ভঙ্গ করতে হবে। আমি দুইবার সুবহানাল্লাহ বললাম। আমি যখন তাকে দেখলাম যে, তিনি শপথ করেই যাচ্ছেন এবং আমাকে অব্যাহতি দিচ্ছেন না, তখন আমি অগ্রসর হয়ে বললাম, আপনার নিকট যা আছে তা এখন আনুন। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ عليه السلام বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করো। যদি চাঁদের ও তোমাদের মাঝখানে মেঘ অথবা অন্ধকার

প্রতিবন্ধক হয় তবে তোমরা শা'বান মাসের (তিরিশ দিন) গণনা পূর্ণ করো এবং রমযান মাসকে আগাম স্বাগত জানাবে না (এবং শা'বান মাসের একদিনকে (রোযা রেখে) রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করবে না।

التَّسْهِيلُ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

৩৮-অনুচ্ছেদ : সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখার অবকাশ আছে।

২১৯২- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِلَّا لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمه.

২১৯২। আবদুল মালেক ইবনে শুআইব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : সাবধান! তোমরা এক বা দুই দিন রোযা রেখে রমযান মাসকে অগ্রগামী করো না। তবে কোন ব্যক্তি নিয়মিত রোযা রাখলে সে ঐ (সন্দেহযুক্ত) দিন রোযা রাখতে পারে।

ثَوَابُ مَنْ قَامَ وَصَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَالْإِخْتِلَافُ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

৩৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে ও নৈশ ইবাদত করে তার সওয়াব। এ সম্পর্কিত হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় মতপার্থক্য।

২১৯৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২১৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (রাতে নফল নামাযে) দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

২১৯৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ

أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ أَمْرٍ فِيهِ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৪। মুহাম্মাদ ইবনে জাবালা (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণকে রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি এ বিষয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

১২৭৫- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

২১৯৫। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নামায পড়ার জন্য মধ্যরাতে বের হলেন। তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। এ হাদীসে দীর্ঘ বর্ণনা আছে। তাতে এও আছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণকে রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন, তবে তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে কঠোরভাবে তাকিদ দিতেন না। তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি বিষয়টি একরূপই বহাল থাকে।

২১৭৬- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৬। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রমযান মাস সম্পর্কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় এ মাসে নামাযে দাঁড়ায় (রাত জেগে ইবাদত করে) তার পূর্বকার গুনাহ মাফ করা হয়।

২১৯৭ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْعِبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র)... আয়েশা (রা) উরওয়া (র)-কে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যরাতে (ঘর থেকে) বের হয়ে গিয়ে নামায পড়েন। এই দীর্ঘ হাদীসের এক পর্যায়ে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে রমযান মাসের (নৈশ ইবাদতে) দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করতেন, এ বিষয়ে তাদের নির্দেশ দিতেন, তবে তা কঠোরভাবে নয়। তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

২১৯৮ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রমযান মাস সম্পর্কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় এ মাসে (নৈশ) ইবাদতে লিপ্ত হয় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

২১৯৯ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৯। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে লিপ্ত হয় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

২২০০- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০০। নূহ ইবনে হাবীব (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন, কিন্তু তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন : কোন ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দণ্ডায়মান হলে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

২২০১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০১। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় আস্থা সহকারে এবং সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

২২০২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০২। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় আস্থা সহকারে এবং সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

২২০৩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৩। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ  বলেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় আস্থা সহকারে এবং সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

٢٢٠٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৪। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে, কুতায়বার বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রমযান মাসে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে ও সওয়াবের বাসনায় (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয়, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহও ক্ষমা করা হয়।

٢٢٠٥- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৫। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

٢٦٠- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

٢٢٠٧- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ قُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৭। আলী ইবনুল মুনিযির (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

ذَكَرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَالنُّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ فِيهِ

৪০-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাহীর ও নাদর ইবনে শাইবান (র)-এর মধ্যকার মতভেদ।

২২০৮- ২২০৮- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الْأَشْعَثِ وَاللُّفْطُ لَهُ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আল্লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে মশগুল হয় তার অতীতের গুনাহও মাফ করা হয়।

২২০৯- ২২০৯- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৯। মাহমুদ ইবনে খালিদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে মশগুল হয় তার অতীতের গুনাহও মাফ করা হয়।

২২১০- ২২১০- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ فَقَالَ لَهُ حَدَّثَنِي بِأَفْضَلِ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يُذَكَّرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

২২১০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... নাদর ইবনে শাইবান (র) আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বলেন, আপনি রমযান মাস সম্পর্কে অধিক ফযীলাতপূর্ণ যে আলোচনা শুনেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। আবু সালামা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রমযান মাসের উল্লেখপূর্বক বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় সে তার জন্মদিনের মতো গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

২২১১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ مَنْ صَامَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا .

২২১১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় এই মাসে রোযা রাখে এবং (নৈশ ইবাদতে) দাঁড়ায়।

২২১২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

২২১২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... নাদর ইবনে শাইবান (র) বলেন, আমি আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা)-কে বললাম, আপনি আপনার পিতার সূত্রে এবং তিনি অপর কারো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান মাস সম্পর্কে যা বলতে শুনেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আচ্ছা! আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় বরকতময় মহান আল্লাহ

তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং আমি রমযানের রাতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়া তোমাদের জন্য সুন্নাত হিসাবে ধার্য করেছি। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে এবং (রাতে ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় সে তার জন্মদিনের মতো তার গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

فَضْلُ الصَّيَّامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى أَبِي اسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ فِي ذَلِكَ

৪১-অনুবাদ : রোযার ফযীলাত এবং এই বিষয়ে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র হাদীস আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২২১৩- أَخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يَفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২১৩। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় মহান আল্লাহ বলেছেন, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে : যখন সে ইফতার করে এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে। সেই সন্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর দ্বাণের চেয়েও অধিক উত্তম।

২২১৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ افْطَارِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২১৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, রোযা আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে : যখন সে তার রবের (প্রভুর) সাথে সাক্ষাত করবে এবং দ্বিতীয়টি ইফতারের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى أَبِي صَالِحٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৪২-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ ।

২২১৫- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২১৫। আলী ইবনে হারব (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, রোযা আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ : সে যখন ইফতার করে তখন আনন্দ লাভ করে এবং সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এবং তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন তখনও সে আনন্দ লাভ করবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কল্লুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

২২১৬- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّيَّامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَتَوْمَ يَلْقَى اللَّهَ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২১৬। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (মহান আল্লাহ বলেছেন) রোযা আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদার দুইবার আনন্দিত হবে—তার ইফতারের সময় এবং যেদিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট অবশ্যই কল্লুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

২২১৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَّامِ جُنَّةٌ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ

فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২১৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আদম সন্তানেরা যে উত্তম কাজই করে তার প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত নির্ধারিত, কিন্তু রোযা ব্যতীত। কেননা তা আমার (আল্লাহর) জন্যই রাখা হয় এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদার আমার জন্যই তার কামলালসা ও আহার ত্যাগ করে। রোযা ঢালস্বরূপ। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ : একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় এবং অপর আনন্দ তার প্রভুর সাথে তার সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক উত্তম।

২২১৮- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزُّبَاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمَ صِيَامٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْقُتْ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ أَنَا صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

২২১৮। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোযা ব্যতীত। তা আমার (আল্লাহর) জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো রোযার দিন শুরু হলে সে যেন অশ্লীল আচরণ না করে এবং চিৎকার ও হেঁচো না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে সে যেন বলে, নিশ্চয় আমি রোযাদার। সেই সন্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন। রোযাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম হবে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দের মুহূর্ত যা সে উপভোগ করবে : যখন সে তার রোযার ইফতার করে তখন সে তাতে আনন্দিত হয় এবং যখন সে তার মহামহিম প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।

২২১৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رِيَّاحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الزُّبَاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ أَنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمٍ لَصَائِمٍ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .

২২১৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোযা ব্যতীত। এটি আমার জন্যই এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো। রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল ও অশালীন আচরণ না করে এবং শোরগোলও না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা গায়ে পড়ে তার সাথে বিবাদ করতে উদ্যত হলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার মানুষ। সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার (র)-ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২২০- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمٍ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২২০। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোযা ব্যতীত। তা আমার জন্যই এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো। সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

২২২১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ .

২২২১। আহমাদ ইবনে ইসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রতিটি উত্তম কাজ যা আদম সন্তান করে, তার জন্য রয়েছে দশ গুণ প্রতিদান। কিন্তু রোযাতুলো আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো।

ذَكَرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي اُمَامَةَ
فِي فَضْلِ الصَّائِمِ

৪৩-অনুবাদ : রোযাদানের ফযীলাত সম্পর্কে আবু উমামা (রা)-এর হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়া'কুব (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২২২২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيَّوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرِ أَخْذِهِ عَنْكَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ .

২২২২। আমার ইবনে আলী (র)... আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা আমি আপনার নিকট থেকে গ্রহণ করবো। তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তা তুলনাহীন।

২২২৩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيَّ حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِأَمْرِ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ .

২২২৩। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তা অতুলনীয়।

২২২৪- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ شَيْخُ صَالِحٍ وَالضَّعِيفُ لَقَبٌ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ ابْنِ حَيَّوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ .

২২২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, কোন কাজটি সর্বোত্তম! তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তার সমতুল্য কিছু নাই।

২২২৫- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ السَّكَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي نَصْرِ الْهَلَالِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ .

২২২৫। ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু উমামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিন। তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তার সমতুল্য কিছু নাই। আমি আবার বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিন। তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তার বিকল্প নাই।

২২২৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فِطْرِ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْمُ جَنَّةٌ .

২২২৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোযা ঢালস্বরূপ।

২২২৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْمُ جَنَّةٌ .

২২২৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোযা ঢালস্বরূপ।

২২২৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّرَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْمُ جَنَّةٌ .

২২২৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোযা ঢালস্বরূপ।

২২২৭- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لِيَ الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

২২২৯। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (রা)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

২২২৮- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ .

২২৩০। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (রা)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোযা ঢালস্বরূপ।

২২৩১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا سُؤدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَرَأَهُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الزِّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ .

২২৩১। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (রা)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোযা ঢালস্বরূপ।

২২৩২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ بَنَ صَعْصَعَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا لَهُ بَلْبَنَ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ .

২২৩২। কুতায়বা (রা)... সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (রা) থেকে বর্ণিত। আমের ইবনে সা'সা'আ গোত্রের সদস্য মুতাররিফ (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উছমান ইবনে আবুল আস (রা) তাকে পান করানোর জন্য দুধ আনালেন। মুতাররিফ (রা) বলেন, আমি রোযা রেখেছি। উছমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : রোযা ঢালস্বরূপ, তোমাদের কারো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।

২২৩৩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا بَلْبَنَ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ .

২২৩৩। আলী ইবনুল হাসান (র)... মুতাররিফ (র) বলেন, আমি উছমান ইবনে আবুল আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি দুখ নিয়ে ডাকলেন। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কারো ঢালের ন্যায় রোযা দোষের আশুনের সামনে ঢালস্বরূপ।

২২৩৪- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ دَخَلَ مَطْرَفٌ عَلَى عُثْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ .

২২৩৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র)... সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (র) বলেন, মুতাররিফ (র) উছমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, এটি মুরসাল বর্ণনা।

২২৩৫- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا .

২২৩৫। ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব (র)... আবু উবায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : রোযা ঢালস্বরূপ যতক্ষণ না সে তা নষ্ট করে বা ভেঙ্গে ফেলে।

২২৩৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَجْهَلُ يَوْمَئِذٍ وَإِنْ أَمْرُؤُ جَاهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتِمُهُ وَلَا يَسُبُّهُ وَلَيَقْلُ أَنْتَى صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

২২৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : রোযা দোষের আশুনের সামনে ঢালস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি রোযাদার হিসাবে ভোরে উপনীত হয় সে যেন সেদিন মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। কোন ব্যক্তি যদি তার সাথে মূর্খের ন্যায় আচরণ করে তবে সে যেন তাকে কটু কথা না বলে এবং গালি না দেয়। বরং সে যেন বলে, ‘আমি রোযাদার’। সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আব্বাহুর নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

২২৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ
مِسْعَرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ
الصِّيَامُ جَنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا .

২২৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন :
রোযা ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ না সে তা ভেঙ্গে ফেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২২৩৮- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ
الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ
شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا .

২২৩৮। আলী ইবনে হুজর (র)... সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন :
রোযাদারদের জন্য জান্নাতে 'আর-রাইয়ান' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবেশদ্বার রয়েছে। তাদের
ব্যতীত অপর কেউ এই প্রবেশদ্বার দিয়ে (জান্নাতে) ঢুকতে পারবে না। তাদের সর্বশেষ
ব্যক্তি প্রবেশ করার সাথে সাথে দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ
করবে সে পানীয় পান করবে। সে একবার পান করলে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

২২৩৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلٌ أَنَّ
فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آتَيْنَ الصَّائِمُونَ هَلْ
لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ
فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ .

২২৩৯+ কুতায়বা (র)... আবু হাযেম (র) বলেন, সাহল (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন,
নিশ্চয় জান্নাতে আর-রাইয়ান নামে একটি প্রবেশদ্বার আছে। কিয়ামতের দিন বলা হবে,
কোথায় রোযাদারগণ? তোমরা কি আর-রাইয়ানের দিকে আসবে? যে ব্যক্তি সেই দ্বার
দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। রোযাদারদের প্রবেশের সাথে সাথে
দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতএব উক্ত প্রবেশদ্বার দিয়ে রোযাদারগণ ব্যতীত অপর কেউ
প্রবেশ করতে পারবে না।

২২৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ
وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُودَى فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّثَانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ .

২২৪০। আহমাদ ইবনে আমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় এক জোড়া (উত্তম জিনিস) দান করলে জান্নাতের ভেতর ডাক দিয়ে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটা উত্তম। যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে নামাযীদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি দান-খয়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে দান-খয়রাতের প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে আর-রাইয়ান নামক প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে তো একযোগে এই সবগুলো প্রবেশদ্বার থেকে ডাকার প্রয়োজন নাই। তবুও কি কাউকে এই সমুদয় প্রবেশদ্বার থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হ্যাঁ, ডাকা হবে এবং আমি আশা করি তুমি হবে তাদের একজন।

২২৪১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

২২৪১। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক এবং আমরা কিছু করতে সক্ষম ছিলাম না (বিবাহ করার পরিমাণ সম্পদ আমাদের ছিলো না)। তিনি বলেন : হে যুবসমাজ! তোমাদের অবশ্যই বিবাহ করা উচিত। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। যার এই সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

২২৬২- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَقاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي قِتَاءِ أَزْوَاجِكُمْ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ .

২২৪২। বিশর ইবনে খালিদ (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) আরাকাতের ময়দানে উছমান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং একান্তে তার সাথে কথা বলেন। উছমান (রা) ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলেন, আমি কি এক যুবতীকে তোমার সাথে বিবাহ দিবো? তখন আবদুল্লাহ (রা) আলকামা (র)-কে ডেকে এনে তার নিকট বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। আর যার এই সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযাই তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

২২৬৩- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ .

২২৪৩। হারুন ইবনে ইসহাক (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তির বিবাহ করার সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

২২৬৪- أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ لَاتِي كُنْتُ أَحَدْتَهُمْ سَنًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ قَالَ عَلِيُّ وَسُئِلَ الْأَعْمَشُ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ .

২২৪৪। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। আমাদের সাথে ছিল আলকামা, আসওয়াদ ও আরো কতক লোক। তিনি আমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং আমার ধারণামতে তা উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং আমার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন। কেননা আমি ছিলাম উপস্থিত লোকদের মধ্যে উঠতি বয়সের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

২২৪৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَعْنَى فِتْنَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالْصَوْمُ لَهُ وَجَاءُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كَلِيبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُغِيرَةُ وَشُعْبَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ اسْمُهُ نُجَيْعٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَدْ اخْتَلَطَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَّاكِبٍ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكِّينَ وَلَكِنْ انْهَسُوا نَهْسًا.

২২৪৫। আমর ইবনে যুরারা (র)... আলকামা (র) বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন উছমান (রা)-এর নিকট ছিলেন। উছমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হয়ে উঠতি বয়সের কয়েক যুবকের নিকট গেলেন। তিনি (তাদের) বলেন : তোমাদের মধ্যে যার আর্থিক সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। যার সেই সামর্থ্য নাই তার জন্য রোযা হলো জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, উক্ত আবু মা'শারের নাম যিয়াদ ইবনে কুলাইব। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী এবং ইবরাহীমের সহচর (ছাত্র)। তার নিকট থেকে মানসূর, মুগীরা ও শো'বা (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আবু মা'শার আল-মাদানীর নাম নাজীহ, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে হাদীস বর্ণনায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তিনি কতক মুনকার (গ্রহণের অযোগ্য) হাদীসও বর্ণনা করেছেন। নমুনাস্বরূপ দু'টি হাদীস

উল্লেখ করা হলো। (১) মুহাম্মাদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ বলেন : “পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।” (২) হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আয়েশা (রা)-নবী ﷺ বলেন : তোমরা ছুরি বা চাকু দিয়ে গোশত কেটে খেয়ো না, বরং (দাঁত দিয়ে) কামড়িয়ে ছিড়ে খাও।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذَكَرَ الْاِخْتِلَافَ
عَلَى سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

৪৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে তার সওয়াব এবং সুহাইল ইবনে আবু সালাহ (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

২২৬৬- أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحَرَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৪৬। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ ঐ দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৬৭- أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৪৭। দাউদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ সেই এক দিনের বিনিময়ে তার এবং দোযখের মাঝখানে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন।

২২৬৮- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৪৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, মহামহিম আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৪৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا .

২২৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৫০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৫০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে কোন বান্দা মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, মহামহিম আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৫১- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৫১। আল-হাসান ইবনে কাযাআ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৫২- أَخْبَرَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ أَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي

عِيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৫২। মুআয্জাল ইবনে ইহাব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি বরকতময় মহান আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيهِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

২২৫৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ نَيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৫৩। আবদুল ইবনে মুনীর (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখলেই আল্লাহ সেদিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৫৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৫৪। আহম্মাদ ইবনে হারব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখলো, আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের উত্তাপকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

২২৫৫- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكُمُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَى عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ

أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

২২৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আহ্মাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রেখেছে, আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডল থেকে দোষখকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ .

২২৫৬। মাহমুদ ইবনে খালিদ (র)... উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে এক শত বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

৪৬-অনুচ্ছেদ : সফর করাকালে রোযা রাখা মাকরুহ।

٢٢٥٧- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .

২২৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... কা'ব ইবনে আসেম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সফর করাকালে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

٢٢٥٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ .

২২৫৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সফর করাকালে রোযা রাখা সওয়াবের কাজ নয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই সনদসূত্র ভুল। পূর্বের হাদীসের সনদসূত্রই যথার্থ। এই ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে কাছীরকে কেউ অনুসরণ করেছেন বলে আমরা জ্ঞাত নই।

الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ وَذَكَرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ

৪৭-অনুচ্ছেদ : যে কারণে সফর অবস্থায় রোযা রাখতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২২৫৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيَّةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى
رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلٌ أَجْهَدُ الصَّوْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ
الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .

২২৫৯। কুতায়বা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে এক ব্যক্তির নিকট জড়ো অবস্থায় দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, রোযা এই লোকটিকে ক্লাস্ত-শ্রান্ত করে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সফররত অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

২২৬০- أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرْسُ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ
بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا .

২২৬০। শুআইব ইবনে শুআইব ইবনে ইসহাক (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছের ছায়ায় (শায়িত) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যার উপর পানি ছিটানো হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের এই সাথীর কি হয়েছে? তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে রোযাদার (রোযায় কাবু হয়ে গেছে)। তিনি

বলেন : সফররত অবস্থায় তোমাদের রোযা রাখা কোন পুণ্যের কাজ নয়। আল্লাহ তোমাদের (রোযা না রাখার) যে অবকাশ বা সুযোগ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। অতএব তোমরা তা গ্রহণ করো।

২২৬১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرِّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا نَحْوَهُ .

২২৬১। মাহমুদ ইবনে খালিদ (র)...জাবের (রা) থেকে বর্ণিত...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : আলী ইবনুল মুবারক (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

২২৬২- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْبَلُوهَا .

২২৬২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সফরকালে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়। অতএব তোমরা মহামহিম আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করো এবং তা গ্রহণ করো।

২২৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .

২২৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সফররত অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

ذِكْرُ اسْمِ الرَّجُلِ

৪৯-অনুচ্ছেদ : লোকটির নাম।

২২৬৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَسَنِ عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .

২২৬৪। আমর ইবনে আলী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সফররত অবস্থায় দেখেন যে, এক ব্যক্তিকে ছায়াদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন : সফররত অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

২২৬৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ فَلَبَّغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَلَبَّغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ .

২২৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে মক্কায় রওয়ানা হন। তিনিও রোযা রাখেন এবং লোকজনও রোযা রাখে। এ অবস্থায় তিনি কুরাউল-গামীম নামক স্থানে পৌঁছেন। তিনি জানতে পারেন যে, লোকজনের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অতএব তিনি আসরের নামাযের পর এক পাত্র পানি চেয়ে নিয়ে তা পান করেন এবং লোকজন তা দেখতে থাকে। তাতে কতক লোক রোযা ভঙ্গ করে এবং কতক লোক রোযা অব্যাহত রাখে। তিনি যখন জানতে পারেন, কতক লোক রোযা অবস্থায় আছে, তখন বলেন : এরা অপরাধী।

২২৬৬- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ أَدْنِيَا فَكَلَا فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ اِعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ .

২২৬৬। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মাররায-যাহরান (ওয়াদী ফাতিমা) নামক স্থানে নবী এর নিকট কিছু খাদ্যসামগ্রী আনা হলো। তিনি আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে বলেন : তোমরা দু'জন কাছে এসো এবং আহার করো। তারা বলেন, আমরা দু'জন রোযা রেখেছি। তিনি (অন্যদের) বলেন : তোমরা তোমাদের সাথীদের জন্য বাহন প্রস্তুত করো এবং তাদের জন্য কাজ করে দাও বা তাদের সেবা করো।

২২৬৭- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَغَدَّى بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ الْغَدَاءُ مُرْسَلٌ .

২২৬৭। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু সালামা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মাররা আয-যাহরান নামক স্থানে দুপুরের আহার করছিলেন এবং আবু বাক্র ও উমার (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন : আহার গ্রহণ করো। এটি মুরসাল হাদীস।

২২৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ .

২২৬৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বাক্র ও উমার (রা) মাররা আয-যাহরান নামক স্থানে ছিলেন (মুরসাল হাদীস)।

ذَكَرُ وَضْعَ الصِّيَامِ عَنِ الْمَسَافِرِ وَالْأَخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيهِ

৫০-অনুচ্ছেদ : মুসাফির থেকে রোযা মূলতবী করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার ইবনে উমায়্যা (রা)-এর হাদীস আল-আওয়াই (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২২৬৯- أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ أَنْتَ ظَرِ الْغَدَاءِ يَا أَبَا أُمَيَّةَ فَقُلْتُ أَنِّي صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ أَدْنُ مِنِّي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمَسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنَصَفَ الصَّلَاةَ .

২২৬৯। আবদা ইবনে আবদুর রহীম (র)... আমার ইবনে উমাইয়্যা আদ-দমরী (রা) বলেন, আমি সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন : হে আবু উমাইয়্যা! দুপুরের আহারের জন্য অপেক্ষা করো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন : আসো, আমার নিকটবর্তী হও, যাতে আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। মহামহিম আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায রহিত (মাফ) করেছেন।

২২৭০- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْتَظِرَ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ أَخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصَّيَّامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৭০। আমর ইবনে উছমান (র)... জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দমরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : হে আবু উমাইয়া! তুমি কি দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি। তিনি বলেনঃ কাছে আসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

২২৭১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لَأَخْرُجَ قَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ تَعَالَ أَخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصَّيَّامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৭১। ইসহাক ইবনে মানসুর (র)... আবু উমাইয়া আদ-দমরী (রা) বলেন, আমি এক সফর থেকে (রোযা অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিলাম। আমি চলে যেতে উদ্যোগী হলে তিনি বলেন : হে আবু উমাইয়া! দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি তো রোযা রেখেছি। তিনি বলেন : এসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করি। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

২২৭২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ يَعْنِي الضَّمْرِيُّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২২৭২। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবুল মুহাজির (র) বলেন, আবু উমাইয়া আদ-দমরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২২৭৩- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمَرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ أَذْنُ أَخْبَرَكَ عَنِ الْمَسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصَّيَّامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৭৩। শুআইব ইবনে শুআইব ইবনে ইসহাক (র)... আবু কিলাবা আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। আবু উমাইয়া আদ-দমরী (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি বলেন : হে আবু উমাইয়া! দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন : কাছে আসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং তার অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

ذَكَرُ اخْتِلَافٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ وَعَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৫১-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইবনে সাল্লাম ও আলী ইবনুল মুবারকের মতভেদ।

২২৭৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمَرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالَ أَخْبَرَكَ عَنِ الصَّائِمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّيَّامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। আবু উমাইয়া আদ-দমরী (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি রোযা অবস্থায় সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি কি দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না? তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আসো, আমি তোমাকে রোযাদার সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং তার অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন।

২২৭৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ نَحْوَهُ .

২২৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। আবু উমাইয়া (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি সফর থেকে ফিরে এসে নবী ﷺ-এর নিকট আসেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২২৭৬- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ يَعْنِي نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحَبْلِيِّ وَالْمَرْضِعِ .

২২৭৬। উমার ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায রহিত করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভধারিণী নারী এবং দুখদায়িনী মা থেকে রোযা (সাময়িকভাবে) মূলতবী করেছেন।

২২৭৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ الْفَيْتَاهُ فِي إِبِلٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَمُ فَقَالَ أَذْنُ فَكُلْ أَوْ قَالَ أَذْنُ فَاطْعَمَ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَّامِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ .

২২৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আইউব (র) বলেন, কুরাইশ গোত্রের এক প্রবীণ ব্যক্তি থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। পরে আমরা সেই প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করি তার উটপালে। আবু কিলাবা (র) তাকে বলেন, তার নিকট বর্ণনা করুন। প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার উটের পালে গেলেন। তখন তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি ﷺ আহ্বাররত ছিলেন। তিনি বলেন : এগিয়ে আসো এবং আহ্বার করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন : নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ মুসাফিরের অর্ধেক নামায মাফ করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভধারিণী ও দুখদায়িনী মায়ের রোযা (সাময়িকভাবে) মূলতবী করেছেন।

২২৭৮- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيثِ فِدْلَنِي عَلَيْهِ فَلَقِيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يَقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِيْلٍ كَانَتْ لِي أَخَذْتُ فَوَاقَفْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فِدْعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ أَدْنُ أَخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ .

২২৭৮। আবু বাকর ইবনে আলী (র)... আইউব (র) বলেন, আবু কিলাবা (র) আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি কি এই হাদীসের বাহকের সাথে পরিচিত হবে? তিনি আমাকে তার পরিচয় করিয়ে দিলে আমি তার সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) নামক আমার এক নিকটজন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি (হাওয়াযিন গোত্রের বিক্কে যুদ্ধে প্রাপ্ত) আমার ভাগের উট গ্রহণের জন্য রাসূলুদ্বাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। আমি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর সাথে আহারে শরীক হতে ডাকলেন। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন : কাছে এসো, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং তার অর্ধেক নামাযও মাফ করেছেন।

২২৭৯- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ هَلُمَّ أَخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحَبْلَى وَالْمُرْضِعِ .

২২৭৯। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন দুপুরের আহার করছিলেন। তিনি বলেন : আসো, আহার করো। আমি বললাম, আমি তো রোযাদার। তিনি বলেন : কাছে আসো, আমি তোমাকে রোযা সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রোযা মূলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন। গর্ভবতী নারী ও দুধ দায়িনী মায়ের রোযাও (সাময়িকভাবে) না রাখার অবকাশ দিয়েছেন।

২২৮০- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ نَحْوَهُ .

২২৮০। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২২৮১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ هَانِيءِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِشٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمُ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৮১। কুতায়বা (র)... বালহারীশ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম মুসাফির। এই অবস্থায় আমি রোযা রেখে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি আহাররত ছিলেন। তিনি বলেন : এগিয়ে আসো। আমি বললাম, আমি তো রোযাদার। তিনি বলেন : আসো, তুমি কি জানো না, আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে কি মূলতবী করেছেন? আমি বললাম, তিনি মুসাফিরের উপর থেকে কি মূলতবী করেছেন? তিনি বলেন : রোযা এবং অর্ধেক নামায।

২২৮২- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ هْنِيءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِشٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مُسَافِرِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَاتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُطْعِمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطْعِمُ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ .

২২৮২। আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... বালহারীশ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর মর্জি আমরা সফররত ছিলাম। এই অবস্থায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বলেন : আসো, আহার করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি তোমাদেরকে রোযা সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মূলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

২২৮৩- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ هَانِيءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمُ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ .

২২৮৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল কারীম (র)... হানী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফররত ছিলাম। আমি রোযা রেখে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বলেন : আসো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন : তুমি কি জানো, আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে কি মূলতবী করেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে কি মূলতবী করেছেন? তিনি বলেন : রোযা এবং অর্ধেক নামায।

২২৮৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ غِيلَانَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَجُلٍ أَذْنُ فَاطْعَمْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَادْنُ فَاطْعَمْ فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ .

২২৮৪। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... গাইলান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কিলাবা (র)-এর সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। তিনি খাদ্য উপস্থিত করলেন। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হলেন। তাঁর সামনে আহার পেশ করা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন : আসো, আহার করো। সে বললো, আমি রোযাদার। তিনি বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে সফরকালে অর্ধেক নামায মাফ করেছেন এবং রোযা মূলতবী করেছেন। অতএব তুমি এগিয়ে এসে আহার করো। অতঃপর আমি এগিয়ে গিয়ে আহার করলাম।

فَضْلُ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَى الصَّيَامِ

৫২-অনুচ্ছেদ : সফররত অবস্থায় রোযা না রেখে বরং ভজ্ঞ করার কথীলাত।

২২৮৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُورِقِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَتَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَاتَّخَذْنَا ظِلَالًا فَسَقَطَ الصَّوْمُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقَوْا الرُّكَّابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ .

২২৮৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমাদের কতক লোক রোযাদার এবং কতক রোযাহীন ছিল। আমরা এক অতি গরমের দিনে (এক মনযিলে) যাত্রাবিরতি করলাম এবং ছায়ায় আশ্রয় নিলাম। রোযাদারগণ (দুর্বলতায়) শরীরপাত করলো এবং রোযাহীনরা দণ্ডায়মান

(সবল) থেকে জন্তুযানগুলোকে পানি পান করালো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আজ তো রোযা ভঙ্গকারীরা সমুদয় সওয়াব লুটে নিয়েছে।

ذَكَرَ قَوْلُهُ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطَرِّ فِي الْحَضَرِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : সফররত রোযাদার আবাসের রোযাহীন ব্যক্তির সমতুল্য।

২২৮৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطَرِّ فِي الْحَضَرِ .

২২৮৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবান আল-বালখী (র)... আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, সফরে রোযা রাখা আবাসে রোযা ভঙ্গ করার সমতুল্য।

২২৮৭- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطَرِّ فِي الْحَضَرِ .

২২৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে রোযা রাখা আবাসে রোযা ভঙ্গ করার সমতুল্য।

২২৮৮- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطَرِّ فِي الْحَضَرِ .

২২৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফররত রোযাদারের অবস্থা যেন আবাসে বেরোযাদারের সমতুল্য।

الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ وَذَكَرُ اخْتِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

৫৪-অনুচ্ছেদ : সফররত অবস্থায় রোযা রাখা এবং এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে মতভেদ।

২২৮৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أَتَى بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَافْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ .

২২৮৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসে সফরে রওয়ানা হলেন। তিনি রোযা রাখলেন এবং এ অবস্থায় কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছলেন। এক পাত্র দুধ আনা হলে তিনি তা পান করেন (আসরের নামাযের পর) এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ রোযা ভংগ করেন।

২২৯০. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ .

২২৯০। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে রোযা রেখে কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছলেন, অতঃপর রোযা ভংগ করেন এবং এ অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হন।

২২৯১. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ .

২২৯১। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় রোযা রাখেন। শেষে কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি এক পাত্র দুধ আনতে বলেন। তিনি তা পান করেন এবং এভাবে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ রোযা ভংগ করেন।^১

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ

৫৫-অনুচ্ছেদ : মানসুরের রিওয়ানাতে মতভেদ সম্পর্কে।

২২৯২. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ قَالَ شُعْبَةُ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

২২৯২। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তিনি রোযা রাখলেন। এ অবস্থায় উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি এক পাত্র পানীয় আনতে বলেন এবং তা পান করেন। তাই ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, (সফরে) যার ইচ্ছা রোযা রাখবে এবং যার ইচ্ছা রোযা ভংগ করবে।

১. কাদীদ বা কুদাইদ, মদীনা থেকে ২৪৭ মাইল এবং মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত (অনুবাদক)।

২২৯৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ قَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِنَاءً فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ .

২২৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে সফরে বের হলেন। তিনি রোযা রাখলেন। এ অবস্থায় উসফান নামক স্থানে পৌছার পর তিনি এক পাত্র পানীয় নিয়ে ডাকলেন এবং দিনের বেলা তা পান করলেন, আর লোকজন তা দেখছিল। অতঃপর তিনি (উক্ত সফরে) আর রোযা রাখেননি।

২২৯৪- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ وَيُفْطِرُ .

২২৯৪। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... আল-আওয়াম ইবনে হাওশাব (র) বলেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে বললাম, সফররত অবস্থায় রোযা রাখা কিরূপ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সফরে) কখনো রোযা রাখতেন, আবার কখনো রাখতেন না।

২২৯৫- أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ .

২২৯৫। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আবু ইসহাক (র) বলেন, মুজাহিদ (র) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে রোযা রাখলেন, অতঃপর সফরে তা ভংগ করলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ ٥٦-
অনুচ্ছেদ : হামযা ইবনে আমর (রা)-এর হাদীস সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২২৯৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ تُمْ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ .

২২৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন : 'যদি', অতঃপর তিনি কিছু কথা বলেন যার অর্থ হচ্ছে : তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা না রাখো।

২২৯৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَهُ مُرْسَلٌ .

২২৯৭। কুতায়বা (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ এবং মুরসাল সূত্রে বর্ণিত।

২২৯৮- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَافْطِرْ .

২২৯৮। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সফররত অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি রোযা রাখতে চাইলে রাখো, আবার না রাখতে চাইলে রেখো না।।

২২৯৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَافْطِرْ .

২২৯৯। হামযা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি রোযা রাখতে চাইলে রাখো এবং রোযা না রাখতে চাইলে রেখো না।

২৩০০- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ فَذَكَرَ آخَرَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০০। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) বলেন, হে আব্দাহুর রাসূল! সফররত অবস্থায় আমার রোযা রাখার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর না চাইলে রোযা ভংগ করো।

২৩.১- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْحَمِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ
إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَافْطِرْ .

২৩০১। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফররত অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন :
তুমি রোযা রাখতে চাইলে রাখো, আর রোযা না রাখতে চাইলে ভংগ করো।

২৩.২- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ
حَدَّثَانِي جَمِيعًا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ
وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০২। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর যুগে বিরামহীনভাবে রোযা রাখতাম। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!
আমি সফররত অবস্থায় একাধারে রোযা রেখে থাকি। তিনি বলেন : তুমি চাইলে রোযা
রাখো, আর চাইলে রোযা নাও রাখতে পারো।

২৩.৩- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ
قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصِّيَامَ أَقَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... হামযা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী!
আমি বিরামহীনভাবে রোযা রেখে থাকি। আমি কি সফররত অবস্থায় রোযা রাখবো? তিনি
বলেন : তোমার ইচ্ছা হলে রোযা রাখো অথবা ইচ্ছা হলে রোযা ভংগ করো।

২৩.৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ
إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُرَاجٍ

حَدَّثَهُ أَنَّ حَمَزَةَ بْنَ عَمْرٍو وَحَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَجُلٌ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০৪ উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সফরে রোযা রাখতেন। তিনি বলেন : তুমি চাইলে রোযা রাখো অথবা চাইলে রোযা ভংগ করো।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمَزَةَ فِيهِ

৫৭-অনুবাদ : হামযা (রা)-র হাদীস উরওয়া (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৩০৫ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٍو وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمَزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَجِدُ فِي قُوَّةٍ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ قَالَ هِيَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ .

২৩০৫। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমি সফররত অবস্থায় নিজের মধ্যে রোযা রাখার সামর্থ্য অনুভব করি। আমার কি কোন দোষ হবে (যদি রোযা না রাখি)? তিনি বলেন : মহামহিম আল্লাহর তরফ থেকে রোযা না রাখার অবকাশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই অবকাশের সুযোগ নিলো সে উত্তম কাজ করলো। আর কোন ব্যক্তি রোযা রাখা পছন্দ করলে তাতে তার কোন দোষ হবে না।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيهِ

৫৮-অনুবাদ : হামযা (রা)-র হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৩০৬ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি সফররত অবস্থায় রোযা রাখবো? তিনি বলেন : তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা নাও রাখতে পারো।

২৩.৭- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللَّائِنِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفْصُومٌ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০৭। আলী ইবনুল হাসান (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) বলেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি (প্রায়ই) রোযা রেখে থাকি। আমি কি সফরে রোযা রাখবো? তিনি বলেন : তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা নাও রাখতে পারো।

২৩.৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০৮। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি সফরে রোযা রাখবো? আর তিনি পর্যাপ্ত রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : যদি তুমি চাও রোযা রাখো, আর যদি তুমি চাও রোযা ভংগ করো।

২৩.৯- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بَنِي عَجْلَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩০৯। আমর ইবনে হিশাম (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি সফরে রোযা রাখবো? তিনি বলেন : যদি তুমি চাও রোযা রাখো, আর যদি তুমি চাও রোযা ভংগ করো।

২৩.১০- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

২৩১০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন। তিনি বলেন : তুমি চাইলে রোযা রাখো অথবা চাইলে রোযা ভংগ করো।

ذَكَرُ اخْتِلَافٍ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قَطْعَةٍ فِيهِ

৫৯-অনুবাদ : একই হাদীস আবু নাদরা আল-মুনযির ইবনে মালেক ইবনে কাতআ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৩১০- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩১১। ইয়াহুইয়া ইবনে হাবীব (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রমযান মাসে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে কতক রোযাদার এবং কতক রোযাহীন থাকতো। কিন্তু রোযাদার রোযাহীন ব্যক্তিকে অথবা রোযাহীন ব্যক্তি রোযাদার ব্যক্তিকে দোষারোপ করতো না।

২৩১২- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩১২। সাঈদ ইবনে ইয়াকুব আত-তালাকানী (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে কতক লোক রোযা রাখতো এবং কতক লোক রোযা রাখতো না। কিন্তু রোযাদার রোযাহীনকে এবং রোযাহীন রোযাদারকে দোষারোপ করতো না।

২৩১৩- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا .

২৩১৩। আবু বাকর ইবনে আলী (র)... জাবের (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করলাম। আমাদের কতক লোক রোযা রাখলো এবং কতক লোক রোযা রাখেনি।

২৩১৪- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَصَّوْمُ الصَّائِمِ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩১৪। আইউব ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ (রা) ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করেন। এমতাবস্থায় কতক লোক রোযা রাখে এবং কতক লোক রোযাহীন থাকে। কিন্তু রোযাদার রোযাহীন ব্যক্তিকে এবং রোযাহীন ব্যক্তি রোযাদারকে দোষারোপ করেনি।

الرُّخْصَةُ لِلْمَسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا

৬০-অনুবাদ : মুসাক্কির ব্যক্তির জন্য কতক রোযা রাখার এবং কতক রোযা ভংগ করার অবকাশ আছে।

২৩১৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ .

২৩১৫। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে রোযা রেখে (সফরে) রওয়ানা হলেন। শেষে তিনি আল-কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছে রোযা ভংগ করেন।

الرُّخْصَةُ فِي الْإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ

৬১-অনুবাদ : কোন ব্যক্তি রমযান মাসে আবাসে কতক রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার জন্য রোযা ভংগ করার অবকাশ আছে।

২৩১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُقْطِلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُصْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِأَنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّعْرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

২৩১৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা রেখে সফরে বের হলেন। শেষে তিনি উসফান নামক স্থানে পৌঁছে পানীয় আনতে বলেন এবং দিনের বেলা তা পান করেন, যাতে লোকজন তা দেখতে পায়। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করা পর্বত রোযা রাখেননি। তিনি রমযান মাসে মক্কা জয় করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় রোযা রেখেছেন এবং রোযা ভংগও করেছেন। অতএব (সফরে) যে লোক চায় রোযা রাখবে এবং যে লোক চায় তা ভংগ করবে।

وَضَعَ الصِّيَامَ عَنِ الْحَبْلَى وَالْمُرْضِعِ

৬২-অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী ও দুধদায়িনী নারীর জন্য রোযা মূলতবী করা হয়েছে।

২৩১৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَعَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَلَّاهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمُرْضِعِ .

২৩১৭। আমরা ইবনে মানসূর (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি মদীনায় নবী ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার গ্রহণ করছিলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন : আহা করতো এসো। তিনি বলেন, আমি তো রোযা রেখেছি। নবী ﷺ তাকে বলেন : মহামহিম আল্লাহ মুসাফির ব্যক্তির রোযা ও অর্ধেক নামায মূলতবী করেছেন এবং গর্ভবতী ও দুধদায়িনী মহিলাদের থেকেও (রোযা মূলতবী করেছেন)।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

৬৩-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর বাণী : “আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদয়াস্বরূপ একজন অভাবব্রতকে খাদ্য দান করে” (২ : ১৮৪)-এর ব্যাখ্যা।

২৩১৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مِنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَانْسَخَتْهَا .

২৩১৮। কুতায়বা (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো : “আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদয়াস্বরূপ একজন অভাবব্রতকে খাদ্য দান করে” (২ : ১৮৪), তখন আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করতো রোযা ভংগ করতো এবং ফিদয়া দিতো। শেষে উক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশ নাযিল হলো এবং শেষের নির্দেশ পূর্বোক্ত অবকাশকে রহিত করলো।

۲۳۱۹- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا
وَرَقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ يُطِيقُونَهُ يُكَلِّفُونَهُ فِدْيَةَ طَعَامِ مِسْكَيْنِ وَاحِدٍ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا طَعَامِ مِسْكَيْنِ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْصُوحَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ لَا يُرْخَصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّيَامَ أَوْ مَرِيضًا لَا يُشْفَى .

২৩১৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহামহিম আব্বাহর
বাণী “আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদ্যারূপ
একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে” (২ : ১৮৪)-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, (তার
মতে) ‘ইউতীকুনাহ’ অর্থ ‘ইউকাল্লিকুনাহ’ অর্থাৎ যাদের (রোযা রাখতে) সাতিশয় কষ্ট হয়
(যেমন অতি বৃদ্ধ লোক)। তারা একজন অভাবগ্রস্তকে আহার করাবে (প্রতি রোযার জন্য দুই
বেলা)। ‘কামান তাতাওয়াআ খাইরান’ অর্থাৎ একাধিক সংখ্যক অভাবগ্রস্তকে আহার করালে
তা আরও উত্তম। এ আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। “আর যদি তোমরা রোযা রাখো তবে তা
তোমাদের জন্য কল্যাণকর” শীর্ষক আয়াতাংশে রোযা রাখতে সক্ষম এমন লোকদের রোযা
না রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি। বরং যারা রোযা রাখতে মূলতই অক্ষম তাদেরকে এবং
দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে রোযা না রাখার অবকাশ দেয়া হয়েছে।^১

১. তাকসীরকারগণ ‘ওয়া আলাদ্বাখীনা ইউতীকুনাহ ফিদ্যাতুন তআমু মিসকীন’ আয়াতাংশের দ্বিবিধ
অর্থ করেছেন। একদলের মতে আয়াতের অর্থ হলো : “আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে
(তবুও রাখে না) তাদের কর্তব্য ফিদ্যারূপ একজন অভাবগ্রস্তকে আহারদান” (২ : ১৮৪)। অর্থাৎ
কেউ রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখলে একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আহার করাতে
হবে। তাকসীরকারগণের এই দলের মতে আয়াতে প্রদত্ত উপরোক্ত সুবিধা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা
রহিত করা হয়। “ফামান শাহিদা মিনকুমুশ-শাহরা ফাল্যাসুমহ”। “অতএব তোমাদের মধ্যে যারা
এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোযা রাখে” (২ : ১৮৪)

তাকসীরকারগণের অপর দলের মতে পূর্বোক্ত আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ : “তা (রোযা) যাদেরকে
সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর (রোযার) পরিবর্তে ফিদ্যা—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান
করা” (২ : ১৮৪)। এদের মতে, “রোযা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয়” দ্বারা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা
দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যাদের রোযা রাখার মোটেই সামর্থ্য নাই বা সামর্থ্য
কি্রে আসার আশাও নাই। এরা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে দুই বেলা খাদ্যদান
করবে। উপরোক্ত হাদীসে এই শেবোক্ত মতই ব্যক্ত হয়েছে এবং এদের মতে আয়াতের বিধান
রহিত হয়নি (অনুবাদক)।

وَضَعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : হায়েযযন্ত নারীর রোযা মূলত্বী করা হয়েছে।

২৩২০- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ اتَّقِضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهَرْتَ قَالَتْ أَحَرُورِيَّةُ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهَرُ فَيَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ .

২৩২০। আলী ইবনে হুজর (র)... মুআযা আল-আদাবিয়া (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে, হায়েযযন্ত নারী হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর কি (হায়েযকালের) নামাযের কাযা করবে? তিনি বলেন, তুমি কি হারুরী (খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত) নারী! আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হায়েযযন্ত হতাম এবং হায়েয থেকে পবিত্র হতাম। তিনি ﷺ আমাদেরকে রোযার কাযা করার নির্দেশ দিতেন কিন্তু নামাযের কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

২৩২১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ لِيَكُونُ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .

২৩২১। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমার উপর রমযানের রোযা অনাদায়ী থাকলে তা শা'বান মাস না আসা পর্যন্ত আদায় করতাম না।

إِذَا طَهَرْتَ الْحَائِضُ أَوْ قَدَّمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে হায়েযযন্ত নারী পবিত্র হলে অথবা মুসাক্কির ব্যক্তি আবাসে প্রত্যাবর্তন করলে তারা কি অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা রাখবে?

২৩২২- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ أَبُو حُصَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَمِنَكُمْ أَحَدُكُمْ الْيَوْمَ فَقَالُوا مَنَا صَامٌ وَمَنَا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَاتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيَتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ .

২৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সায়েফী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন বললেন : আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কি আহার করেছে? তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার কতক লোক রোযা রেখেছে এবং কতক রোযা রাখেনি। তিনি বলেন : তোমরা দিনের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করো (রোযা রাখো) এবং আশপাশের এলাকায় লোক পাঠিয়ে খবর দাও, তারাও যেন দিনটির অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে (রোযা রাখে)।

إِذَا لَمْ يَجْمَعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ

৬৬-অনুবাদ : কেউ রাত থাকতে নফল রোযার নিয়াজ না করলে সে কি দিনের বেলা রোযা থাকবে?

২৩২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَذِنَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَيْتُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلَيْسُمْ .

২৩২৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র)... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন : তুমি আশুরার দিন বোষণা দাও : যে ব্যক্তি আহার করেছে সে যেন অবশিষ্ট দিন আহার না করে। আর যে ব্যক্তি আহার করেনি সেও যেন রোযা রাখে।

النِّسَاءُ فِي الصِّيَامِ وَالْإِخْتِلَافُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

৬৭-অনুবাদ : রোযার নিয়াজ এবং এ সম্পর্কে আরেশা (রা)-এর হাদীস তালহা ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৩২৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَأَنَّى صَائِمٌ ثُمَّ مَرُّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ أَهْدَى إِلَى حَيْسٍ فَحَبَّاتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ فَحَبَّاتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ أَدْنِيهِ أَمَا أَنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَكَلُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا مِثْلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مِثْلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا .

২৩২৪। আমার ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে (আহার করার) কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : তাহলে আমি রোযা রাখলাম। পরে আরেক দিন আমার কাছে হায়েস (মিষ্টি দ্রব্য) উপটোকন এলো। আমি তা থেকে কিছুটা তাঁর জন্য রেখে দিলাম। তিনি হায়েস পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে কিছু হায়েস উপটোকন দেয়া হয়েছে। আমি তা থেকে আপনার জন্য কিছুটা রেখে দিয়েছি। তিনি বলেনঃ তা নিয়ে এসো। আমি তো আজ সকালে রোযার নিয়াত করেছিলাম। অতএব তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর বলেন : নফল রোযা এমন ব্যক্তিতুল্য যে নিজের মাল থেকে দান করার জন্য কিছু বের করলো। এখন সে ইচ্ছা করলে তা দান করতেও পারে, আবার ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।

২৩২৫- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَارَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَوْرَةً قَالَ أَعْنَدُكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَى الثَّانِيَةِ وَقَدْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلْتُ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتَ عَلَى وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتُ حَيْسًا قَالَ نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّنَا مَنَزَلُهُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قِضَاءٍ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةً مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَيَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ .

২৩২৫। আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুরাকেরা করে আমার নিকট ফিরে এসে বললেন : তোমার কাছে (আহার করার) কিছু আছে কি? আমি বললাম, আমার কাছে কিছু নাই। তিনি বলেন : তাহলে আমি রোযা রাখলাম। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি পুনরায় ঘোরাকেরা করে আমার নিকট ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে আমাদের নিকট কিছু হায়েস উপটোকন এলো। আমি তা তাঁকে দিলাম এবং তিনি খেলেন। আমি তাতে আকর্ষিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি রোযা অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করলেন, অতঃপর হায়েস খেলেন। তিনি বলেনঃ হাঁ। হে আয়েশা! যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা বা তার কাযা রোযা ব্যতীত নফল রোযা রাখে সে এমন ব্যক্তিতুল্য যে নিজের মাল থেকে দান করার জন্য কিছু অংশ পৃথক করলো এবং তা থেকে নিজ ইচ্ছামতো কিছু দান করলো, আর কিছু অংশ কৃপণতা বশত রেখে দিলো।

২৩২৬- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَقْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَجِيءُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ فَأَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أَهْدَى
لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَمْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ
أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَكُلْ خَالَفَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ .

২৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনুল হাইছাম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বলতেন : তোমাদের নিকট আহার করার কিছু আছে কি? যদি আমরা বলতাম, না, তাহলে তিনি বলতেন : আমি রোযা রাখলাম। একদিন তিনি আমাদের নিকট এলেন। ইতিমধ্যে আমাদেরকে হায়েস উপটোকন দেয়া হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের নিকট কিছু আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, আমাদেরকে হায়েস উপটোকন দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন : আমি তো সকালবেলা রোযা রাখার সংকল্প করেছিলাম। অতএব তিনি আহার করলেন।

২৩২৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَتَانَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقُلْنَا أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَضِيبًا فَقَالَ
إِنِّي صَائِمٌ فَأَفْطَرَ .

২৩২৭। আব্দুল্লাহ ইবনে হারব (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। আমরা বললাম, আমাদেরকে হায়েস উপটোকন দেয়া হয়েছে। তা থেকে আপনার জন্য কিছু রেখে দিয়েছি। তিনি বলেন : নিশ্চয় আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি রোযা ভংগ করেন।

২৩২৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ
حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَطْعِمِينِيهِ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي
صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً فَقَالَ مَا هِيَ قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ
أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَكُلْ .

২৩২৮। আমর ইবনে আলী (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রোযাদার অবস্থায় তার নিকট এসে বলতেন : আমাকে আহার করানোর মতো কিছু তোমাদের নিকট আছে কি? আমরা বলতাম, না। তিনি বলতেন : তাহলে আমি রোযা রাখলাম। পুনরায় তিনি তার নিকট এলে তিনি বলেন, আমাদেরকে একটা উপটোকন দেয়া

হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তা কি? তিনি বলেন, হায়েস। তিনি বলেন : আমি তো রোযাদার হিসাবে ভোরে উপনীত হয়েছি। অতঃপর তিনি তা আহার করলেন।

২৩২৯- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَأَنَّى صَائِمٌ .

২৩২৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কাছে (আহারের) কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন : তাহলে আমি রোযা রাখলাম।

২৩৩০- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ وَمُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أَهْدَيْ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاكْلٌ .

২৩৩০। আবু বাকর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের নিকট আহার করার কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : তাহলে আমি রোযাদার। তিনি আরেক দিন আসলে আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে অবশ্যই হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তিনি তা নিয়ে ডাকেন এবং বলেন : আমি তো রোযা রেখে ভোরে উপনীত হয়েছি। অতঃপর তিনি আহার করেন।

২৩৩১- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَأُمِّ كَلْثُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ .

২৩৩১। আমর ইবনে ইয়াহুয়া (র).. মুজাহিদ ও উম্মে কুলছুম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কাছে আহার করার কিছু আছে কি... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, সিমাক ইবনে হারব (র) এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমার নিকট এক ব্যক্তি আয়েশা বিনতে তালহা (র)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৩২- أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِذَا أَصُومَ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَىٰ مَرَّةٍ أُخْرَىٰ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَهْدَىٰ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ إِذَا أَفْطَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ .

২২৩২। সাফওয়ান ইবনে আমর (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের কাছে আহার করার মতো কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেনঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আরেকবার আমার কাছে এলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কিছু হায়েস উপটৌকন দেয়া হয়েছে। তিনি বলেনঃ তাহলে আজ আমি রোযা ভংগ করলাম, অবশ্য আমি রোযার নিয়াত করে ফেলেছি।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

৬৮-অনুবাদ : উপরোক্ত বিষয়ে হাকসা (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২৩৩৩- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرْحَبِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .

২৩৩৩। আল-কাসেম ইবনে শাকরিয়া (র)... হাকসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি, তার রোযা হবে না।

২৩৩৪- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .

২৩৩৪। আবদুল মালেক ইবনে শুআইব (র)... হাকসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি, তার রোযা হবে না।

২২৩৫- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَشْهَبَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ .

২৩৩৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি সে রোযা রাখেনি।

২২৩৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَبْسُطِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .

২২৩৬। আহমাদ ইবনুল আযহার (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রাতে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

২২৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ .

২৩৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি রাত থাকতে রোযার নিয়াত করেনি সে রোযা রাখেনি।

২২৩৮- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৩৮। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

২২৩৯- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৬৩৯। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... হাকসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

২৩৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৬৪০। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... হাকসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

২৩৪১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৬৪১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... হাকসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

২৩৪২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .

২৬৪২। আহমাদ ইবনে হারুন (র)... হাকসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি। ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

২৩৪৩- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلَهُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৬৪৩। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... আয়েশা (রা) ও হাকসা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি রোযার নিয়াত করেছে কেবল তার রোযাই হয়েছে।

২৩৪৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ .

২৩৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি রাত থাকতেই রোযার নিয়াত না করলে সে রোযাই রাখেনি।

২৩৪৫- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

২৩৪৫। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেছে কেবল সে-ই রোযা রেখেছে।

صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৬৯-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর রোযা।

২৩৪৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

২৩৪৬। কুতায়বা (র)... আমর ইবনে আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিমাবিত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। আর মহামহিমাবিত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামায হলো দাউদ (আ)-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতে, এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতে।

১. মৌখিকভাবে রোযার নিয়াত করার প্রয়োজন নাই। মূলত কাজের মাধ্যমেও নিরাত হয়ে যেতে পারে। যেমন কেউ (ফরয বা নফল) রোযা রাখার উদ্দেশ্যে ভোররাতে পানাহার করেছে, তাতে তার রোযার নিয়াত হয়ে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ রোযার অভিপ্রায় ব্যতীত ভোররাতে পানাহার করেছে এবং দিনের বেলাও মনে মনে রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়নি তার সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে (অনুবাদক)।

صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي وَذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاqِلِينَ لِلخَبَرِ فِي ذَلِكَ

৭০-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর রোযা। ‘আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য
উৎসর্গিত হোক’ এ সশর্কিত হাদীছ বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

২৩৪৭- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ .

২৩৪৭। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসে অবস্থানকালে অথবা সফরে “আইয়্যাম বীদ” (প্রতি চান্দ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর রোযা ত্যাগ করতেন না।

২৩৪৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

২৩৪৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযা ভংগ করবেন না। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, হয়তো তাঁর রোযা রাখার আর ইচ্ছা নাই। তিনি মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

২৩৪৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَرْوَانَ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْطِرَ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ .

২৩৪৯। মুহাম্মাদ ইবনুল নাদর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযার বিরতি দিবেন না। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম, তাঁর হয়তো আর রোযা রাখার ইচ্ছা নাই।

২৩৫০- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ

اللَّهُ ﷻ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ .

২৩৫০। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমার জ্ঞানামতে আদ্রাহর নবী ﷺ কখনো এক রাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেননি, ভোর পর্যন্ত পূর্ণ একরাত (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

২৩৫১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ .

২৩৫১। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে নবী ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি রোযা রেখেই যাবেন। আবার তিনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযাহীন অতিবাহিত করতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি।

২৩৫২- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

২৩৫২। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রোযা রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শা'বান মাসই ছিল অধিক প্রিয়। বরং তিনি শা'বান মাসকে (রোযার মাধ্যমে) রমযান মাসের সাথে যুক্ত করতেন।

২৩৫৩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

২৩৫৩। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযা ভঙ্গ করবেন না। আবার তিনি একাধারে (দিনের পর দিন) রেযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সংখ্যায় রোযা রাখতে দেখিনি।

২৩৫৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

২৩৫৪। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান ও রমযান মাস ব্যতীত কখনো একাধারে দুই মাস রোযা রাখেননি।

২৩৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ

২৩৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে নবী ﷺ-এর কার্যক্রম এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শা'বান মাস ব্যতীত বছরের অন্য কোন পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি এবং তিনি শা'বান মাসকে (রোযার মাধ্যমে) রমযান মাসের সাথে যুক্ত করতেন।

২৩৫৬- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامَ لَشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لَشَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَامَّتُهُ .

২৩৫৬। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো শা'বান মাসের চেয়ে অধিক সংখ্যক রোযা অন্য কোন মাসে রাখেননি। তিনি পুরা শা'বান মাস বা তার অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন।

২৩৫৭- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا .

২৩৫৭। আমর ইবনে হিশাম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক দিন ব্যতীত পুরা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

২৩৫৮- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

২৩৫৮। আমর ইবনে উছমান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

২৩৫৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغَضَنِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تَرْقَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُرْقَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ .

২৩৫৯। আমর ইবনে আলী (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে শা'বান মাসে যে পরিমাণে রোযা রাখতে দেখি, বছরের অন্য কোন মাসে তদ্রূপ রোযা রাখতে দেখি না। তিনি বলেন : রজব ও রমযান মাসের মাঝখানে শা'বান এমন একটি মাস যার (গুরুত্ব সম্পর্কে) লোকজন কোন খবর রাখে না। অথচ এই মাসে বান্দার আমলসমূহ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট উদ্ভিত হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলসমূহ আমার রোযা রাখা অবস্থায় উদ্ভিত হোক।

২৩৬০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغَضَنِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تَفْطُرُ وَتَفْطُرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَ فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا قَالَ أَيْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ .

২৩৬০। আমর ইবনে আলী (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রাখতে থাকেন, রোযায় বিরতি দেন

না। আবার আপনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযাহীন থাকেন এবং রোযা রাখেন না, দু'টি দিন ব্যতীত, তা রোযার পালার মধ্যে পড়লেও এবং রোযাহীন পালার মধ্যে পড়লেও আপনি রোযা রাখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ কোন দুই দিন? আমি বললাম, সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তিনি বলেনঃ ঐ দুই দিন এমন যে, তাতে (বান্দার) আমলসমূহ বিশ্বশ্রুত নিকট উদ্ভিত হয়। আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ উদ্ভিত হোক।

২৩৬১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغَفَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ لَا يَفْطُرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لَا يَصُومُ .

২৩৬১। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... উসামা ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন। অতএব বলা হতো, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন এবং বলা হতো, তিনি আর রোযা রাখবেন না।

২৩৬২- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

২৩৬২। আমর ইবনে উছমান (র)... জুবাইর ইবন নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

২৩৬৩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

২৩৬৩। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

২৩৬৪- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

২৩৬৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি যত্নবান থাকতেন।

২৩৬৫ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

২৩৬৫। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে যত্নবান হতেন।

২৩৬৬ - أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ الشَّهِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ.

২৩৬৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

২৩৬৭ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَارُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْمُقْبَلَةِ.

২৩৬৭। আবু বাক্র ইবনে আলী (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, প্রথম সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহে সোমবার।

২৩৬৮ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ اَتَيْنَا النَّضْرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَمِنْ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ.

২৩৬৮। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহের সোমবার রোযা রাখতেন।

২৩৬৭- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيَمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَكَانَ يَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .

২৩৬৯। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... হাসফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বিছানায় শুয়ে নিজের ডান হাতের তালু ডান গালের নিচে রাখতেন। তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

২৩৭০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

২৩৭০। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসের প্রথম তারিখ থেকে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুম্মাআর দিন কদাচিৎ রোযাহীন থাকতেন।

২৩৭১- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرُكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ لَا آتَامَ إِلَّا عَلَيَّ وَثَرٍ وَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ .

২৩৭১। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন চাশতের দুই রাকআত নামায পড়ি, বেতের নামায পড়া ব্যতীত না ঘুমাই এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখি।

২৩৭২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ .

২৩৭২। কুতায়বা (র)... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে আশুরার রোযা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের রোযা ও আশুরার রোযা ব্যতীত অন্য কোন দিনের রোযাকে ফযীলাতপূর্ণ মনে করে রেখেছেন বলে আমার জানা নাই।

২৩৭৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ .

২৩৭৩। কুতায়বা (র)... হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে আশুরার দিন মিন্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, “হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আমি রোযাদার। অতএব যারা রোযা রাখতে চায় তারা যেন রোযা রাখে।

২৩৭৪- أَخْبَرَنِي زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَبَّاحٍ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَمْرَأَتِهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتَسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلِ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمْسِينَ .

২৩৭৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... হুনায়দা ইবনে খালিদ (র)-এর জ্ঞী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে নবী ﷺ-এর জ্ঞীগণের কেউ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশুরার দিন, যিলহজ্জ মাসের নয় দিন এবং প্রতি মাসের তিন দিন—মাসের প্রথম সোমবার ও দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ

৭১-অনুবাদ : উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কিত হাদীস আতা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৩৭৫- أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ .

২৩৭৫। হাজেব ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখলো তার রোযা হয়নি।

২৩৭৬- أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَكِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَكِيدُ عَنْ

الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

২৩৭৬। ইসা ইবনে মুসাফির (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে, সে রোযাও রাখেনি এবং ইফতারও করেনি।

২৩৭৭- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عُقْبَةُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلَا صَامَ .

২৩৭৭। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে সে মূলত রোযা রাখেনি।

২৩৭৮- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلَا صَامَ .

২৩৭৮। ইসমাইল ইবনে ইয়াকূত (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে, সে মূলত রোযা রাখেনি।

২৩৭৯- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

২৩৭৯। আহমাদ ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে সে মূলত রোযাও রাখেনি এবং রোযাহীনও থাকেনি।

২৩৮০- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسْرَدُ الصُّومِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْآبَدِ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ .

২৩৮০। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হলেন যে, আমি একাধারে অবিরত রোযা রাখি। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। রাবী বলেন, আতা (র) বলেছেন, আমি বলতে পারবো না, তিনি অবিরত রোযা পালনের বিষয়টি কিভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এতোটুকু মনে আছে, যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রেখেছে সে মূলত রোযা রাখেনি।

النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
فِي الْخَبَرِ فِيهِ

৭২-অনুচ্ছেদ : হামেশা রোযা রাখা নিষেধ। এ সম্পর্কিত হাদীস মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৩৮১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهْرَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

২৩৮১। আলী ইবনে হুজর (র)... ইমরান (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখে, দিনের বেলা রোযাহীন থাকে না। তিনি বলেন : সে রোযাও থাকেনি এবং রোযা ভঙ্গও করেনি।

২৩৮২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

২৩৮২। আমর ইবনে হিশাম (র)... মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) আমার পিতা আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো যে, সে হামেশা রোযা রাখে। তিনি বলেন : সে রোযাও রাখেনি, আবার রোযা ভঙ্গও করেনি।

২৩৮৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

২৩৮৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... মুতাররিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্বীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামেশা রোযা রাখা সম্পর্কে বলেন : সে রোযাও রাখেনি এবং রোযাহীনও থাকেনি।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ فِيهِ

৭৩-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীস জারীর (র) থেকে গাইলান (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ।

২৩৮৪- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا غِيلَانُ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَا يَفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .

২৩৮৪। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে লোকজন বললো, হে আব্দাহর নবী! অমুক এতো কাল থেকে রোযা ভংগ করছে না। তিনি বলেন : সে রোযাও রাখেনি এবং রোযা ভঙ্গও করেনি।

২৩৮৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غِيلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ .

২৩৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র).. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। উমার (রা) বলেন, আমরা আব্দাহরকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূলরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট আছি। যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : সে রোযাও রাখেনি এবং রোযাহীনও থাকেনি।^১

১. যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখে, উপোস থাকা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সে দৈনিক তিন বেলার পরিবর্তে দুই বেলা পানাহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে রোযার উপবাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। জৈবিক চাহিদাকে ধ্বংস করে নয়; বরং তা অক্ষুণ্ণ রেখে তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারলে তাতেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। তাই হামেশা রোযা না রেখে বরং কখনো বিরতি দিতে হবে, কখনো রোযা রাখতে হবে (অনুবাদক)।

سَرَدُ الصِّيَامِ

৭৪-অনুচ্ছেদ : পরপর (একাধারে) রোযা রাখা ।

২৩৮৬- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرَدُ الصَّوْمَ أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ .

২৩৮৬। ইয়াহুইয়া ইবনে হাবীব (র)... আশেয়া (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অনবরত রোযাদার ব্যক্তি। আমি কি সফরেও রোযা রাখতে পারি? তিনি বলেনঃ তুমি চাইলে রোযা রাখতেও পারো অথবা চাইলে নাও রাখতে পারো।

صَوْمٌ ثُلَاثِي الدَّهْرِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

৭৫-অনুচ্ছেদ : বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল রোযা রাখা। এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

২৩৮৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمْ الدَّهْرَ قَالُوا فَتُثْلِثُهُ قَالَ أَكْثَرَ قَالُوا فَنُصَفُهُ قَالَ أَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ بِمَا يَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৩৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... নবী ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, এক ব্যক্তি বছরব্যাপী রোযা রাখে। তিনি বলেনঃ আমি আশা করি, সে যদি সারা বছর পানাহার না করতো। সাহাবীগণ বলেন, তাহলে বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল। তিনি বলেনঃ বেশি। সাহাবীগণ বলেন, তাহলে বছরের অর্ধেক কাল? তিনি বলেনঃ তাও বেশী। তারপর তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কিসে অন্তরের প্রদাহ (রোগ, কুমন্ত্রণা) দূরীভূত হয়? প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখলে।

২৩৮৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا قَالَ فَثَلَاثِيهِ قَالَ أَكْثَرَ قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ أَكْثَرَ قَالَ أَفْلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ قَالَ قَالُوا بَلَى قَالَ صِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৩৮৮। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)... আমার ইবনে শুরাহবীল (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি গোটা বছরই রোযা থাকলো তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি আকাঙ্ক্ষা করি, সে যদি কখনো কিছু আহার না করতো! লোকটি বললো, তাহলে বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল (রোযা রাখা)? তিনি বলেন : তাও অধিক। সে বললো, তাহলে বছরের অর্ধেক কাল (রোযা রাখলে) ? তিনি বলেন : তাও অধিক। তিনি পুনরায় বলেন : আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কিসে অন্তরের জ্বালা দূরীভূত হয়? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখলে।

২৩৮৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبِدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطَرْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ أَوْ يُطَبِّقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أُطَبِّقُ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ .

২৩৮৯। কুতায়বা (র)... আবু কাতাদা (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি গোটা বছরই রোযা থাকে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন : সে রোযাও রাখেনি, রোযা ভংগও করেনি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি দুই দিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযা রাখে না তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন : কেউ এভাবে রোযা রাখতে কি সক্ষম? তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযা রাখে না তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন : তা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি আবার বলেন, যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং দুই দিন রোযা রাখে না তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন : আমি আশা করি সেই সামর্থ্য যেন আমার হয়। উমার (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বলেন : প্রতি মাসে তিনদিন এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান এটা সারা বছরের রোযার সমতুল্য।

صَوْمُ يَوْمٍ وَافْطَارُ يَوْمٍ وَذَكَرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ فِي ذَلِكَ لِحَبْرٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

৭৬-অনুচ্ছেদ : একদিন পরপর রোযা রাখা। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে
আমর (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

২৩৯০- قَالَ وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا
حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৩৯০। আহমাদ ইবনে মানী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ
ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা
রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না।

২৩৯১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً
ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ نِعَمَ الرَّجُلِ نِعَمَ الرَّجُلِ لَمْ
يَطْلُ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يَفْتَشْ لَنَا كَنْفًا مِنْذُ أَتَيْنَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اثْنِي
بِهِ فَاتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَافْطِرْ يَوْمًا قَالَ إِنِّي أَطِيقُ
أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ .

২৩৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমাকে আমার
পিতা এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। অতঃপর আমার পিতা তার
কাছে এসে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমার স্ত্রী বললো, আমার স্বামী খুবই
ভালো মানুষ। আমি তার কাছে আসা অবধি তিনি আমার সাথে কখনো বিছানা মাড়াননি এবং
কখনো আমাদের পায়খানায় যাননি। আমার পিতা তা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে
তিনি বলেন : তুমি তাকেসহ আমার কাছে এসো। অতএব আমি আমার পিতার সাথে তাঁর
কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কিভাবে রোযা রাখো? আমি বললাম, প্রতিদিন।
তিনি বলেন : তুমি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা রাখবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও
অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দুইদিন রোযা রাখো এবং একদিন
রোযা রেখো না। আমি বললাম, আমি তার চেয়েও অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি

বলেন : তাহলে তুমি সর্বোত্তম রোযা রাখো—দাউদ (আ)-এর রোযা অর্থাৎ একদিন রোযা এবং একদিন রোযাহীন।

২৩৯২- أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً فَجَاءَ بِزُورِهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرِينَ بَعْلَكَ فَقَالَتْ نَعَمْ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِي وَقَالَ زَوْجَتُكَ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعُضَلَتْهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لَا أَتَفْتُ إِلَى قَوْلِهِ مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنَ الْقُوَّةِ وَالْاجْتِهَادِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَكِنِّي أَنَا أَقْوَمُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا قُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَقْرِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ انْتَهَى إِلَى خَمْسِ عَشْرَةَ وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ .

২৩৯২। আবু হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমার পিতা এক মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি তার সাথে সাক্ষাত করতে এসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার স্বামীকে কিরূপ দেখলে? সে বললো, তিনি খুব ভালো মানুষ, রাতে ঘুমান না এবং দিনে রোযা ভংগ করেন না। অতএব আমার পিতা আমাকে তিরস্কার করে বলেন, আমি তোমার সাথে এক মুসলিম নারীর বিবাহ দিলাম। অথচ তুমি তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছো। রাবী বলেন, আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করার কারণে আমার পিতার তিরস্কারের প্রতি ফ্রঙ্কেপ করিনি। বিষয়টি নবী ﷺ-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন : কিন্তু আমি তো নামাযও পড়ি এবং ঘুমাও, রোযাও রাখি এবং রোযাহীনও থাকি। অতএব তুমিও নামাযও পড়ো এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো। তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্যবান। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো অর্থাৎ একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা রেখো না। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বলেন : তাহলে তুমি প্রতি মাসে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করো। অতঃপর তিনি তা পনের দিনে খতম করার অনুমতি দিলেন। আর আমি বলেছিলাম, আমি এর চেয়েও অধিক পারি, আমি এর চেয়েও অধিক পারি।

২৩৯৩- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجْرَتِي فَقَالَ

أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلَنَّ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ
وَأَفْطِرْ فَإِنْ لَعَيْنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لَزَوَجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَإِنْ لَضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لَصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنْتَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرُ
وَأَنْتَ حَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثًا فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً فَشَدَدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَشَدَدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

২৩৯৩। ইয়াহুইয়া ইবনে দুরুসতা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ
আমার কোঠায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন : আমি কি অবগত হইনি যে, তুমি নাকি
সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো এবং সারা দিন রোযা রাখো? তিনি বলেন, হাঁ। মহানবী
বলেনঃ তুমি আর কখনো এরূপ করবে না। তুমি ঘুমাবেও এবং নামাযও পড়বে,
রোযাও রাখবে এবং রোযাহীনও থাকবে। কেননা তোমার চোখের প্রতি তোমার কর্তব্য
রয়েছে, তোমার দেহের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য
রয়েছে, তোমার মেহমানের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে এবং তোমার বন্ধুর প্রতিও তোমার
কর্তব্য রয়েছে। আমি আশা করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার জন্য প্রতি মাসে তিনদিন
রোযা রাখাই যথেষ্ট এবং এটাই সারা বছর রোযার সমতুল্য। আর প্রতিটি সং কাজের জন্য
রয়েছে তার দশ গুণ সওয়াব। আমি বললাম, আমার তো এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য আছে।
অতএব আমি কঠোরতা করলাম, তাই আমার জন্য (বার্ষিক্যে নিয়মিত আমল করা) কঠোরই
হলো। তিনি বলেন : তুমি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমি এর
চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি। অতএব আমি কঠোরতা প্রদর্শন করলাম, তাই আমার জন্য
কঠোরই হলো। তিনি বলেন : তুমি আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর অনুরূপ রোযা রাখো।
আমি বললাম, দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ? তিনি বলেন : বছরের অর্ধেক কাল।

২৩৯৪- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ
وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عَشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ
قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ

وَنَمَّ وَقُمَّ وَصُمَّ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعِشْرَ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ أَلْتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .

২৩৯৪। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (তার সম্পর্কে) উল্লেখ করা হলো যে, তিনি বলেন, আমি আজীবন অবশ্যই সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবো এবং অবশ্যই সারা দিন রোযা রাখবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন : তুমিই কি এটা বলেছো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই আমি তা বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় তুমি তা করতে সক্ষম হবে না। অতএব তুমি কখনো রোযা রাখো এবং কখনো রোযাহীনও থাকো। কখনো ঘুমাও এবং কখনো নামাযেও দগায়মান থাকো। আর মাসে তিনদিন করে রোযা রাখো। কেননা প্রতিটি সং কাজের সওয়াব তার দশ গুণ। আর এটাই সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং দুইদিন রোযাহীন থাকো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমার ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা ভঙ্গ করো। এটা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা এবং এটাই হলো ভারসাম্যপূর্ণ রোযা। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এর চেয়ে উত্তম আর হয় না। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আমাকে (প্রতি মাসে) তিন দিন রোযা রাখতে বলেছিলেন, আমি যদি তা গ্রহণ করতাম তবে সেটাই হতো আমার জন্য আমার পরিবার ও সম্পদের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।

২৩৯৫ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ أَيَّ عَمٍّ حَدَّثَنِي عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى قُلْتُ لِأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَا أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَانِي حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ فِي دَارِي فَقَالَ بَلَّغْنِي أَنْكَ قُلْتَ لِأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَا أَقْرَأَ الْقُرْآنَ

فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الْاِثْنَيْنِ
وَالْخَمِيسَ قُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ فَإِنَّهُ أَعْدَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَعَدَ
لَمْ يُخْلَفْ وَإِذَا لَاقَى لَمْ يَفِرْ .

২৩৯৫। আহমাদ ইবনে বাক্কার (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বলেন,
আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমার (রা)-এর নিকট প্রবেশ করে বললাম, হে চাচাজান। রাসূলুল্লাহ
আপনাকে যা বলেছিলেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, হে ভতিজা।
আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম যে, আমি (ইবাদত-বন্দেগীতে) যথাসাধ্য কঠোর সাধনা
করবো, এমনকি আমি বললাম, আমি অবশ্যই সারা বছর রোযা থাকবো এবং প্রতি দিন রাতে
একবার কুরআন খতম করবো। রাসূলুল্লাহ এটা শুনে পেয়ে আমার নিকট এলেন
এবং আমার ঘরে প্রবেশ করে বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি বলেছো, আমি
অবশ্যই সারা বছর রোযা রাখবো এবং (সারাক্ষণ) কুরআন তিলাওয়াত করবো? আমি
বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই আমি তা বলেছি। তিনি বলেন : তুমি তা করো না। তুমি
প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার তো ততোধিক করার সামর্থ্য
আছে। তিনি বলেন: তাহলে তুমি প্রতি সপ্তাহে দুইদিন অর্থাৎ সোমবার ও বুধসপ্তিমবার রোযা
রাখো। আমি বললাম, আমার তো ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে
তুমি দাঁউদ (আ)-এর রোযা রাখো। কেননা তা আল্লাহর নিকট ভারসাম্যপূর্ণ রোযা—একদিন
রোযাদার এবং একদিন রোযা ভংগকারী। আর দাঁউদ (আ) ওয়াদা করলে তার খেলাপ
করতেন না এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর) মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করতেন না।

ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنَّقْصَانِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَخَبَرِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

৭৭-অনুচ্ছেদ : রোযার সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে
আমর (রা)-র হাদীছ বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

২৩৯৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ
بْنِ فَيَاضٍ سَمِعْتُ أَبَا عِيَّاضٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ
يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ

أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ
قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৩৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি (প্রতি দশ দিনে) একদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দুই দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি তিনদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি চারদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি আশ্বাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাহীন থাকতেন।

২৩৯৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ
التَّسْعَةِ فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ
تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا
وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ صُمْ
يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ..

২৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট রোযার প্রসঙ্গ তুললাম। তিনি বলেন : তুমি প্রতি দশ দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তোমার অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াব দেয়া হবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি প্রতি নয় দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তোমাকে অবশিষ্ট আট দিনের সওয়াবও দেয়া হবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি প্রতি আট দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তোমাকে অবশিষ্ট সাত দিনের সওয়াবও দেয়া হবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। রাবী বলেন, তিনি এভাবে বলতে বলতে শেষে বলেন : তুমি একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযাহীন থাকো।

২৩৯৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ ح وَآخِرُنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ فَقُلْتُ زِدْنِي فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ قَالَ ثَابِتٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَطْرَفٍ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا يَزْدَادُ فِي الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْأَجْرِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

২৩৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... শুআইব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি একদিন রোযা রাখো তাহলে তুমি দশ দিনের (রোযার) সওয়াব পাবে। আমি বললাম, আমাকে বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দুই দিন রোযা রাখো, তাতে তুমি অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন : তাহলে তুমি তিন দিন রোযা রাখো, তাতে তুমি অবশিষ্ট আট দিনের সওয়াবও পাবে। ছাবিত (র) বলেন, আমি এ হাদীছ মুতাররিফ (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমার মতে আমলের পরিমাণ যতো বাড়তে থাকবে তদনুপাতে সওয়াবের পরিমাণ কমতে থাকবে। হাদীসের মূলপাঠ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী।

صَوْمُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَاخْتِلَافُ الْفَاطِ النَّاقِلِينَ لِحَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

৭৮-অনুচ্ছেদ : প্রতি মাসে দশ দিন রোযা রাখা এবং তৎসম্পর্কিত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের শাসিক মতভেদ।

২৩৯৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَلَكِنْ أَدْلُكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ عَشْرًا قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৩৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার কর্ণগোচর হয়েছে যে, তুমি সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো এবং সারাদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর দ্বারা আমি কেবল কল্যাণই আশা করি। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সদাসর্বদা রোযা রাখলো সে রোযাই রাখেনি। তবে আমি তোমাকে সারা বছর রোযা রাখার নিয়ম বলে দিচ্ছি : প্রতি মাসে তিন দিন (রোযা রাখো)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি মাসে পাঁচ দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি মাসে দশ দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাহীন কাটাতেন।

২৪০০ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

২৪০০। আশী ইবনুল হুসাইন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : ...হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৪০১ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَتَفْهَتَ لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمَ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلُّهُ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى .

২৪০১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি নাকি সারা বছর রোযা রাখো এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো? তুমি এরূপ করতে থাকলে তাতে তোমার চোখ কোটরাগত হয়ে যাবে এবং মনমেজাজ অসুস্থ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রেখেছে সে মূলত রোযা রাখেনি। সারা বছরের রোযা হলো, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা। এটাই সারা বছরের রোযা। আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য

আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না। আর তিনি শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করতেন না।

২৪.২ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ أَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ فِي خُمْسَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ أَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৪০২। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : তুমি মাসে একবার কুরআন খতম করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। আমি তাঁর নিকট অবিরতভাবে আবেদন জানাতে থাকলে শেষে তিনি বলেন : তাহলে পাঁচ দিনে (কুরআন খতম করো)। তিনি আরো বলেন : তুমি মাসে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। আমি তার নিকট অবিরতভাবে আবেদন জানাতে থাকলে শেষে তিনি বলেন : তাহলে তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় রোযা দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন।

২৪.৩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسْرَدُ الصَّوْمُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَأَمَّا لِحَقِيهِ قَالَ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنْ لَعَيْنَكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلَا هَلِكَ حَظًّا وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَتَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةِ قَالَ أَنَّى أَقْوَى لَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَالَ وَكَيْفَ كَانَ صِيَامَ دَاوُدَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَغْرِ إِذَا لَاقَى قَالَ وَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ .

২৪০৩। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হন যে, আমি অনবরত রোযা রাখি এবং সারা রাত নামাযে রত

থাকি। মহানবী ﷺ তার নিকট লোক পাঠালেন অথবা তিনিই তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : আমি কি অবগত হইনি যে, তুমি অনবরত রোযা রাখো এবং তাতে বিরতি দাও না, আর সারা রাত নামায পড়ো? তুমি তা করো না। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের একটি অংশ আছে, তোমার দেহের একটি অংশ আছে এবং তোমার স্ত্রীর একটি অংশ আছে। তুমি কখনো রোযা রাখবে, আবার কখনো রোযাহীন থাকবে এবং (রাতে) নামাযও পড়বে আবার ঘুমাবেও। তুমি প্রতি দশ দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমি তা (পূর্বোক্ত আমল) করতে অধিক সক্ষম। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি বলেন, হে আল্লাহর নবী! দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ ছিলো? তিনি বলেনঃ দাউদ (আ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরত থাকতেন। আর তিনি শত্রুর মুখোমুখী হলে পলায়ন করতেন না। তিনি বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য কে এরূপ করতে পারে।

٢٤٠٤ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَالْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةَ أَدَمَ رُبْعَةً حَشَوْهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَ الرِّسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَقِطْرُ يَوْمٍ .

২৪০৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবুল মালীহ (র) বলেন, আমি তোমার পিতা য়ায়েদ (রা)-র সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার রোযা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। তিনি আমার নিকট এলে আমি তাঁর জন্য খেজুর গাছের বাকল ভর্তি মধ্যমাকৃতির একটি চামড়ার বাগিশ পেতে দিলাম। কিন্তু তিনি মাটিতে বসে পড়লেন এবং বাগিশটি আমার ও তাঁর মাঝখানে পড়ে থাকলো। তিনি বলেন : তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তাহলে পাঁচ দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তাহলে সাত দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তাহলে নয় দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তাহলে এগারো দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবী ﷺ বলেন : তাহলে দাউদ (আ)-এর রোযার উপরে কোন রোযা নাই। তা হলো বছরের অর্ধেক—একদিন রোযা রাখা ও একদিন বিরতি দেয়া।

صِيَامُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ

৭৯-অনুচ্ছেদ : মাসে চার দিন রোযা রাখা।

২৪০৫- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ قَبَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَّاضٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ أَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ أَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ أَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ أَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৪০৫। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি মাসে একদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেনঃ তবে তুমি দুই দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি তিন দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন : তাহলে তুমি চার দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সর্বোত্তম রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না।

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ

৮০-অনুচ্ছেদ : মাসে তিন দিন রোযা রাখা।

২৪০৬- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثَةٍ لَا

أَدْعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا. أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَىٰ وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৬। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসিয়াত করেছেন। ইনশাআল্লাহ আমি সেগুলো কখনো ত্যাগ করবো না। তিনি আমাকে চাশতের নামায পড়তে, ঘুমানোর পূর্বে বেতরের নামায পড়তে এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার ওসিয়াত করেছেন।

٢٤٠٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثٍ يَنْوُمُ عَلَىٰ وَتَرٍ وَالْفُغْسَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৭। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন—ঘুমানোর পূর্বে বেতরের নামায পড়ার, শুক্রবার গোসল করার এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার।

٢٤٠٨- أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرُكْعَتَيِ الضُّحَىٰ وَأَنْ لَا أَتَامَ إِلَّا عَلَىٰ وَتَرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৮। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুই রাকআত চাশতের নামায পড়ার, ঘুমানোর পূর্বে বেতরের নামায পড়ার এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٤٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَوْمٍ عَلَىٰ وَتَرٍ وَالْفُغْسَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৯। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বেতরের নামায পড়ার, শুক্রবার গোসল করার এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ذَكَرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي عُمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

৮১-অনুচ্ছেদ : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কিত আবু হুরায়রা (রা)-এর
হাদীস আবু উছমান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৫১০- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ .

২৪১০। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ
-কে বলতে শুনেছি : ঐশ্বরের মাসে (রমযান মাসে) এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা
সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

২৫১১- أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْحَسَنِ اللَّائِيُّ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .

২৪১১। আলী-ইবনুল হুসাইন (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে
ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলো সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো। অতঃপর তিনি
বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে সত্য বলেছেন, “কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার
দশ গুণ পাবে” (৬ : ১৬০)।

২৫১২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ
عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ شَكٌّ عَاصِمٌ .

২৩১২। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ
-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রেখেছে সে যেন গোটা মাস
রোযা রেখেছে।

২৫১৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّقًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صِيَامُ حَسَنٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ .

২৪১৩। কুতায়বা (র)... উছমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখাই হলো উত্তম রোযা।

২৩১৪- أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ قَالَ عَثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ .

২৪১৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র) ... উছমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত।
.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, তবে মুরসাল হাদীসরূপে।

২৪১৫- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ الْحُرِّ ابْنِ صِيَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪১৫। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন।

كَيْفَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذَكَرَ اخْتِلَافَ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
৮২-অনুবাদ : প্রতি মাসে তিন দিন কি নিয়মে রোযা রাখবে? এ সম্পর্কিত
হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

২৪১৬- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ صِيَّاحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ .

২৪১৬। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন : মাসের প্রথম সোমবার, তার পরের বৃহস্পতিবার এবং তার পরের বৃহস্পতিবার।

২৪১৭- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوَّلَ اِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ .

২৪১৭। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র)... হুনাযদা আল-খুযাই (র) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীনের নিকট উপস্থিত হলে তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। মাসের প্রথম সোমবার, তার পরের বৃহস্পতিবার এবং তার পরের বৃহস্পতিবার।

২৪১৮ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ كُوفِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَكِيِّ عَنْ الْحَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُرَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرُبُّعٌ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .

২৪১৮। আবু বাকর ইবনে আবুন নাদর (র)... হাফসা (রা) বলেন, চারটি আমল নবী ﷺ কখনো ত্যাগ করেননিঃ আশুরার রোযা, যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের রোযা, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা এবং ফজর নামাযের পূর্বকার দুই রাকআত নামায।

২৪১৯ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَمْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ صَوْمُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمْسِينَ .

২৪১৯। আহমাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... নবী ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ্জ মাসের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার।

২৪২০ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَمْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ وَالْخَمْسِينَ .

২৪২০। মুহাম্মাদ ইবনে উছমান (র)... নবী ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের দশ দিন এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, সোমবার ও দুই বৃহস্পতিবার।

১. যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের রোযা বলতে প্রথম নয় দিনের রোযা বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

২৪২১- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ .

২৪২১। ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আল-জাওহরী (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দিতেন—মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, তার পরের সোমবার এবং তার পরের সোমবার।

২৪২২- أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبَيْضِ صَبِيحَةُ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ وَارْمَعِ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةٍ .

২৪২২। মাখলাদ ইবনুল হাসান (র)... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা বছরের রোযার সমতুল্য। আর আইয়্যামুল বীয (উজ্জ্বল দিবসসমূহ) হলো (চান্দ্রমাসের) তেরো তারিখ ভোর থেকে চৌদ্দ ও পনের তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

৮৩-অনুবাদ : মাসে তিন দিন রোযা রাখা সহক্রান্ত হাদীস মুসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

২৪২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْتَبٍ قَدْ شَوَّاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ الْغُرَّ .

২৪২৩। মুহাম্মাদ ইবনে মামার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুঈন একটি ভুনা খরগোশসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা তাঁর সামনে রেখে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আহার করা থেকে বিরত থাকলেন, কিন্তু উপস্থিত লোকজনকে তা আহার করার নির্দেশ দিলেন। বেদুঈন তা আহার করা থেকে বিরত থাকলে নবী ﷺ তাকে বলেনঃ তোমাকে

আহার করতে কিসে বাধা দিচ্ছে? সে বললো, আমি মাসের তিন দিন রোযা রাখছি। তিনি বলেন : তুমি রোযা রেখে থাকলে মাসের উজ্জ্বল দিনসমূহে (আইয়্যাম বীদ) রোযা রাখো।

২৪২৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ .

২৪২৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন প্রতি মাসের আইয়্যামুল বীদ-এর রোযা রাখি : তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

২৪২৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ .

২৪২৫। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন প্রতি মাসে আইয়্যামুল বীদ-এর রোযা রাখি—তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

২৪২৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبِيزَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ .

২৪২৬। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... মূসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি ‘আর-রাবায়্য’ নামক স্থানে আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি মাসের কোন অংশে রোযা রাখলে তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখো।

২৪২৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَيَّانٍ بْنِ بَشْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ الْحَوَاتِكِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَّانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِثْنَانِ فَسَقَطَ الْأَلِفُ فَصَارَ بَيَّانٌ .

২৪২৭। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন : তোমার তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা উচিত।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা ভুল, এটি বায়ান বর্ণিত হাদীস নয়। হয়ত সুফিয়ান (র) বলেছেন, দুইজন রাবী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু লেখার সময় ‘আলিফ’ অক্ষর বাদ পড়ায় ‘বায়ান’ হয়ে গিয়েছেন।

২৪২৮ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلَانِ مُحَمَّدٌ وَحَكِيمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ الْحَوَاتِكِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعِ عَشْرَةٍ وَخَمْسِ عَشْرَةٍ .

২৪২৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন : তোমার তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা উচিত।

২৪২৯ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ الْحَوَاتِكِيِّ قَالَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَرْتَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَجَدْتُهَا تَذْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ لَا يَضُرُّكُمُ كُلُّوْا وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ كُلْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ صَوْمٌ مَآذَا قَالَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْفَرِّ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعِ عَشْرَةٍ وَخَمْسِ عَشْرَةٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَنُسَبُهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكِتَابِ ذَرٌّ فَقِيلَ أَبِي .

২৪২৯। আহমাদ ইবনে উছমান (র)... ইবনুল হাওতাকিয়া (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, এক বেদুঈন একটি ভূনা খরগোশ ও কিছু রুটিসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা তাঁর সামনে রেখে দিলো এবং বললো, আমি এটিকে ঋতুগুস্ত অবস্থায় পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ এটা ক্ষতিকর নয়, তোমরা খাও। তিনি বেদুঈনকে বলেনঃ তুমিও খাও। সে বললো, নিশ্চয় আমি রেযাদার। তিনি বলেনঃ কিসের রোযা? সে বললো, যাসের তিন দিনের রোযা। তিনি বলেনঃ যদি তুমি রোযা রাখতে চাও তবে উজ্জ্বল আলোকময় দিনগুলোতে রোযা রাখো অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, সঠিক হলো ‘আবু যার (রা) থেকে’। কিন্তু কিতাবে লিখতে গিয়ে সম্ভবত ‘যার’ শব্দটি বাদ পড়েছে। ফলে বলা হয়েছে ‘উবাই’।

২৪৩০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْتَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُتَنَبِّذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلَا ثَلَاثَ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪৩০। আমর ইবনে ইয়াহুইয়া (র)... মুসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি (ভুনা) খরগোশসহ নবী ﷺ-এর নিকট এলো। নবী ﷺ সেদিকে হাত বাড়াতেই খরগোশসহ আগমনকারী লোকটি বললো, আমি একে ঋতুগ্রস্ত দেখেছি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং উপস্থিত লোকজনকে তা আহার করার নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে এক ব্যক্তি এক পাশে বসা ছিল। নবী ﷺ বলেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, নিশ্চয় আমি রোযাদার। নবী ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি তাহলে তিন উজ্জ্বল দিনের অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা রাখলে না কেন?

২৪৩১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْتَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَتَرَكْتُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُّوا فَإِنِّي لَوَاسْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ فَهَلَا صُمْتُ الْبَيْضَ قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪৩১। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র)... মুসা ইবনে তালহা (র) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি খরগোশ পেশ করা হলো। এক ব্যক্তি তা ভুনা করেছিল। তিনি খরগোশের দিকে হাত বাড়ালে লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একে ঋতুগ্রস্ত দেখেছি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ত্যাগ করলেন এবং আহার করা থেকে বিরত থাকলেন। তিনি তাঁর নিকটস্থ লোকজনকে বলেনঃ তোমরা খাও। এটির প্রতি আমার আশ্রয় থাকলে আমিও খেতাম। অপর এক ব্যক্তি (কাছেই) বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এগিয়ে এসো এবং এদের সাথে খাও। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি আইয়্যাম বীদের রোযা রাখলে না কেন? সে বললো, আইয়্যাম বীদ (উজ্জ্বল দিনসমূহ) কি? তিনি বলেনঃ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

২৬৩২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِهَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ الْبَيْضِ قَالَ هِيَ صِيَامُ الشَّهْرِ .

২৪৩২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উজ্জ্বল আলোকময় তিন দিন (রোযা রাখতে) নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন : এটা এক মাসের রোযার সমান।।

২৬৩৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْبَيْضِ قَالَ هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ .

২৪৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবদুল মালেক ইবনে আবুল মিনহাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে আয়্যাম বীদ-এর তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : তা এক মাসের রোযার সমতুল্য।

২৬৩৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ قَدَامَةَ بْنُ مِلْحَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَارْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আবদুল মালেক ইবনে কুদামা ইবনে মিলহান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আলোকোজ্জ্বল রাতবিশিষ্ট দিনগুলোতে অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।

صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ

৮৪-অনুচ্ছেদ : প্রতি মাসে দুই দিন রোযা রাখা।

২৬৩৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ مِنْ خِبَارِ الْخَلْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نُوفَلٍ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

زِدْنِي زِدْنِي قَالَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي زِدْنِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي زِدْنِي أَنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ زِدْنِي زِدْنِي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيَرُدُّنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪৩৫। আমার ইবনে আলী (র)... আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি মাসে এক দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেনঃ সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন। তাহলে মাসে দুই দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন, আমার সামর্থ্য আছে। তিনি লোকটির কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন : আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন, আমার সামর্থ্য আছে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। আমি ভাবলাম, তিনি অবশ্যই আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন। অতএব তিনি বলেন : তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখো।

২৪৩৬- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نُوقَلٍ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاسْتَزَادَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا أَنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ فَلَمَّا أَلْحَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪৩৬। আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন : তুমি প্রতি মাসে এক দিন রোযা রাখো। তিনি তার জন্য আরো বাড়িয়ে দেয়ার আবেদনা করে বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আমি নিজে মধ্য সামর্থ্য অনুভব করি। তিনি তার জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বলেন : তাহলে প্রতি মাসে দুই দিন রোযা রাখো। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন : আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করি, আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করি। তিনি তার জন্য আর বাড়িতে চাননি। কিন্তু তিনি বাড়ানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো।

অধ্যায় : ২৩

كِتَابُ الزَّكَاةِ (যাকাত)

بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

১-অনুচ্ছেদ : যাকাত ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ।

২৪৩৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَاوِي عَنِ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ .

২৪৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশ্শার আল-মাওসিলী (রা)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে বললেন : নিশ্চয় তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছে যারা আহলে কিতাব। তুমি তাদের নিকট পৌছে তাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল”। তারা যদি এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদের অবহিত করবে যে, মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি

তাদের অবহিত করো যে, মহামহিম আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং পুনরায় তা তাদের গরীবদের মধ্যে ফেরত দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো।^১

২৬৩৮-اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بِهِزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عِدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِينِكَ وَأَنْتَى كُنْتُ أَمْرًا لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَأَنْتَى أَسْأَلُكَ بِرُحْمَى اللَّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ وَتَخْلِيَتْ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ .

২৪৩৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহুয ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার নিকট আসার পূর্বে এমনকি আমার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের সংখ্যার অধিক বার শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার নিকট আসবো না এবং আপনার দীনও গ্রহণ করবো না। আর আমার অবস্থা এই ছিলো যে, আমার কোন জ্ঞানই ছিলো না। কিন্তু (এখন) মহামহিম

১. যাকাত (زَكَاةٌ) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের ছাব্বিশ জায়গায় নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘শরীআতের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজ সম্পদের একটি অংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবীকে অর্পণ করা এবং এর উপকারিতা থেকে নিজকে বঞ্চিত করা’। যাকাত আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় হিজরী সনে ফরয হয় এবং এর হার রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যাকাতের বৈধতা অস্বীকারকারী মুরতাদ অথবা কাকের সাব্যস্ত হবে। এজন্যই প্রথম খলীফা হযরত আবু বাকর (রা) ইয়ামামার যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সূরা তওবা-র ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

أَتِمَّا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبَهُمْ وَتَمِّي الرِّقَابِ وَالْفَرَمِينَ وَتَمِّي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ .

“সদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল অভাবীদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, (নও-মুসলিম অথবা অন্যদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের) মনোভ্রষ্টির জন্য, দাসত্ব মোচনের জন্য, ঋণমুক্ত করার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় এবং (সাময়িকভাবে অর্থসংকটে পতিত) মুসাফিরদের জন্য আল্লাহর পক্ষে থেকে নির্ধারিত” (অনুবাদক)।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাকে যা শিখিয়েছেন (তাই আমার জ্ঞান)। আমি আপনাকে আল্লাহ প্রেরিত ওহী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি যে, আপনার ঐচ্ছক কোন বিষয়সহ আপনাকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন : দীন ইসলামসহ। আমি বললাম, দীন ইসলামের নিদর্শন কি? তিনি বলেন : তুমি বলো, আমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর অনুগত বানালাম এবং অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। আর তুমি নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও।

২৬৩৭- أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ .

২৪৩৯। ইসা ইবনে মুসাবির (র)... আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উত্তমরূপে উযু করা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদু লিল্লাহ মীযানকে (তুলাদণ্ড) পূর্ণ করে দেয়। তাসবীহ ও তাকবীর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পূর্ণ করে দেয়। নামায হলো নূর (আলো), যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলোকপ্রভা এবং কুরআন হলো তোমার অনুকূলে অথবা ঐতিকূলে যুক্তি।

২৬৬০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولَانِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَكَبُ فَاكَبُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا نَذَرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبَشَرِيَّ فَكَانَتْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَيَقِيلُ لَهُ أَدْخُلْ بِسَلَامٍ .

২৪৪০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তিনবার

বলেন : সেই সন্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। অতঃপর তিনি মাথা নত করে দিলেন এবং আমাদের মধ্যকার প্রত্যেকে মাথা নত করে কাঁদতে লাগলো। আমরা বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি কোন কথার উপর শপথ করলেন। অতঃপর তিনি নিজ মাথা তুললেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে সুসংবাদের আভাস পরিস্ফুট, যা ছিলো আমাদের নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি বলেন : যে কোন বান্দাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর তাকে বলা হবে, শান্তিতে ও নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করো।

٢٤٤١- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنَ ابْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ ابْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْبُيُوتِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

২৪৪১। আমরা ইবনে উছমান ইবনে সাঈদ ইবনে কাছীর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি আব্দাহর রাস্তায় বিভিন্ন শ্রেণীর মালের মধ্য থেকে একজোড়া দান-খয়রাত করলে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, আব্দাহর বান্দা! এটা তোমার জন্য কল্যাণকর। জান্নাতের বহু দরজা আছে। যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত ও দান-খয়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত তাকে যাকাত ও দান-খয়রাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত তাকে রাইযান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বাক্র (রা) বলেন, কাউকে কি এর সবগুলো দরজা থেকে ডাকার প্রয়োজন আছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে কি এর সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি নিশ্চয় তুমি হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আবু বাক্র (রা)।

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ

২-অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায় না করার বেলায় কঠোর হুঁশিয়ারী ।

২৬৬২- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَى مُقْبِلًا قَالَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أَنْزَلَ فِي شَيْءٍ قُلْتُ مَنْ هُمْ فَذَكَرَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا الْأَمَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدْعُ ابِلًا أَوْ بَقْرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسَمَّنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنَطَّحَهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا أُعِيدَتْ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

২৪৪২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন কা'বা ঘরের ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে সামনে থেকে আসতে দেখে বলেন : কা'বার প্রভুর শপথ! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি (মনে মনে) বললাম, সর্বনাশ! হয়তো আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! তারা কারা? তিনি বলেন : পর্যাপ্ত সম্পদের মালিকরা। তবে তারা নয় যারা এতো, এতো দান-খয়রাত করে, এমনকি তাদের সামনে, ডানে ও বামে দান-খয়রাত করে। অতঃপর তিনি বলেন : সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি নিজের উট-গরুর যাকাত আদায় না করে মারা যায়, কিয়ামতের দিন সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা হুঁপুটি ও বলিষ্ঠ দেহে তার সামানে আনা হবে। সেগুলো তাকে নিজেদের পায়ের ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। পালাক্রমে শেষেরটির পর আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। একরূপ অব্যাহতভাবে (শাস্তির প্রক্রিয়া) চলতে থাকবে লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

২৬৬৩- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فَنَسِيَ عَنْقَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعٌ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآيَةُ .

২৪৪৩। মুজাহিদ ইবনে মুসা (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার মাল আছে, অথচ সে তার যাকাত প্রদান করেনি, (কিয়ামতের দিন) সেগুলো বিষধর অজগর সাপে পরিণত হয়ে তার গলার বেড়ি হবে। সে সাপের ভয়ে পাশাতে থাকবে, কিন্তু সাপ তার পিছু ধাওয়া করতে থাকবে। এর সত্যতার সমর্থনে তিনি তিলাওয়াত করেন (অর্থ) : “আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা কল্যাণকর—এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে” (৩ : ১৮০)।

২৬৬৬- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغَدَانِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَيْلٌ لَا يُعْطَى حَقُّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرَسُولُهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرَسُولُهَا قَالَ فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَعْدٍ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَأَشْرِهِ يَنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاءَتْ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بُقْرٌ لَا يُعْطَى حَقُّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرَسُولُهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْدًى مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ وَأَشْرَهُ يَنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَتَطْوُهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا يُعْطَى حَقُّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرَسُولُهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَعْدٍ مَا كَانَتْ وَأَكْثَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَشْرِهِ ثُمَّ يَنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَطْوُهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا عُضْبَاءٌ إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ .

২৪৪৪। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তির উট আছে এবং সেগুলোর সবল ও দুর্বলের যাকাত আদায় করে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উটের সবল ও দুর্বল কখাটার অর্থ কি? তিনি বলেন : সেগুলোর (মালিকের) সুদিন বা দুর্দিন। সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন, অধিক হুটপুট ও অতি বীভৎস দেহে উপস্থিত হবে। উটগুলোর মালিককে একটি প্রশস্ত ও সমতল মাঠে এগুলোর সামনে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। সেগুলো তাকে পায়ের ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পালাক্রমে শেষের উট ফিরে যেতেই প্রথম উটটি ফিরে আসবে। এই শাস্তি এমন একদিন দেয়া হবে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানবজাতির মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে এবং পরিশেষে সে তার পথ ধরবে (জান্নাত বা দোযখের দিকে)। যার গরু আছে কিন্তু সে সেগুলোর সবল ও দুর্বলের যাকাত আদায় করে না, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন, অধিক হুটপুট ও অতি বীভৎস দেহে উপস্থিত হবে। গরুগুলোর মালিককে এগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত ও সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। তাকে প্রত্যেক শিথবিশিষ্ট পশুটি নিজ শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষুরবিশিষ্ট পশু নিজ ক্ষুর দ্বারা তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। পালাক্রমে শেষেরটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। এমন একদিন এই শাস্তি দেয়া হবে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ ধরবে। যার ছাগল বা মেষ আছে কিন্তু সে তার সবল ও দুর্বলগুলোর যাকাত আদায় করে না, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন, অধিক হুটপুট ও অতিকায় আকৃতিতে উপস্থিত হবে। অতঃপর সেগুলোর মালিককে সেগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত ও সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। তখন প্রত্যেক ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু স্বীয় ক্ষুর দ্বারা তাকে পদদলিত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক শিথবিশিষ্ট জন্তু তাকে নিজ শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। কিয়ামতের দিন কোন জন্তু কোকড়ানো বা ভাঙ্গা শিথবিশিষ্ট থাকবে না। পালাক্রমে যখন শেষের জন্তুটি চলে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে। এই শাস্তি এমন একদিন দেয়া হবে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানবজাতির মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে। অতঃপর সে স্বীয় গন্তব্য স্থান দেখে নিবে।

بَابُ مَآئِنِ الزُّكَاةِ

৩-অনুচ্ছেদ : যাকাত দিতে অস্বীকারকারী।

২৪৪৫ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا قَاتِلِينَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷻ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

২৪৪৫। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিকাল করেন, তাঁর পরে আবু বাক্র (রা) খলীফা মনোনীত হন এবং বেদুঈনদের একদল কুফরী (যাকাত অস্বীকার) করলো। তখন উমার (রা) আবু বাক্র (রা)-কে বলেন, আপনি জনগণের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্র ধারণ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “মানুষ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ না বলা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি বললো, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে তার জ্ঞান-মাল আমার (আক্রমণ) থেকে নিরাপদ করে নিলো। অবশ্য তার উপর কিছু দায়িত্ব বর্তাবে (তা তাকে পালন করতে হবে)। তার (কৃতকর্মের) সার্বিক হিসাব আল্লাহ দায়িত্বে”। আবু বাক্র (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হলো সম্পদের পাওনা। আল্লাহর শপথ! যদি লোকজন আমার নিকট একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতো, তবে তা দিতে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহ যুদ্ধের জন্য আবু বাক্র (রা)-র অন্তর প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তার সিদ্ধান্তই যথার্থ।

بَابُ عُقُوبَةِ مَا نَعِيَ الزَّكَاةِ

৪-অনুচ্ছেদ : যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি।

٢٤٤٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ أَيْلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ لَا يُفَرِّقُ أَبْلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ

أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي قَاتَا أَخَذُوهَا وَشَطَرَ إِبِلِهِ عَزَمَهُ مَنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لَالِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْئٌ .

২৪৪৬। আমার ইবনে আলী (র)... বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : স্বাধীনভাবে বিচরণশীল প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবুন (তিন বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। এই হিসাব থেকে একটি উটও বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তা দান করে তাকে তার সওয়াব দেয়া হবে। আর সে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করবে আমরাই তার থেকে তা আদায় করবো এবং তার আরো অর্ধেক উট জরিমানা স্বরূপ গ্রহণ করবো। এটা আব্দুল্লাহর ধার্যকৃত ওয়াজিবসমূহের মধ্যকার একটি ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক দেয়)। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।

بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ

৫-অনুচ্ছেদ : উটের যাকাত।

٢٤٤٧- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ح وَآخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خُمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াসাক (৯৪৮ কেজি)-এর কম শস্যে যাকাত নাই, পাঁচ উটের কমেও যাকাত নাই এবং পাঁচ উকিয়া (দুই শত দিরহাম)-এর কমেও যাকাত নাই।

٢٤٤٨- أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৪৮। ইসা ইবনে হাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যে যাকাত নেই।

۲۴۴۹- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظْفَرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ أَنْ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٌ شَاءَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لُبُونٍ ذَكَرُ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَآرَبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَآرَبَعِينَ فَفِيهَا حَقُّ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حَقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لُبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لُبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لُبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ

دَرَهْمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لُبُونٍ ذَكَرُ فَاثَةٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْأَيْلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رِثْيَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ يَعْنِي وَاحِدَةً فَفِيهَا شَتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَانْهَمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رِثْيَا وَفِي الرُّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دَرَهْمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رِثْيَا .

২৪৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকুর (রা) তাদেরকে লিখে পাঠান, মহামহিম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উপর এই যাকাত ধার্য করেছেন। অতএব যে মুসলমানের নিকট যথাবিধি যাকাত চাওয়া হবে সে যেন তা পরিশোধ করে। আর যার নিকট বিধি বহির্ভূতভাবে চাওয়া হবে সে যেন তা পরিশোধ না করে। উটের সংখ্যা পঁচিশের কম হলে, প্রতি পাঁচ উটে একটি বকরী দিতে হবে। উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলে একটি বিনতে মাখাদ (দুই বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী), বিনতে মাখাদ না থাকলে একটি নর ইবনে লাবুন (তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশে পৌছলে সেক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক উট পর্যন্ত একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশে পৌছলে সেক্ষেত্রে ষাট সংখ্যক উট পর্যন্ত বাহনরূপে ব্যবহারের উপযোগী একটি হিক্বাহ (চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক) দিতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টিতে পৌছলে সেক্ষেত্রে পঁচাত্তর সংখ্যক উট পর্যন্ত একটি “জায়াআহু” (পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তরে পৌছলে সেক্ষেত্রে নব্বই সংখ্যক উট পর্যন্ত দু’টি “বিনতে লাবুন” দিতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই-এ পৌছলে সেক্ষেত্রে এক শত বিশ সংখ্যক উট পর্যন্ত বাহনরূপে ব্যবহার উপযোগী দু’টি “হিক্বাহ” দিতে হবে। উটের সংখ্যা এক শত বিশ অতিক্রম করলে প্রতি চল্লিশ উটে একটি “বিনতে লাবুন” এবং প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি “হিক্বাহ” দিতে হবে।

উটের যাকাত পরিশোধের ক্ষেত্রে (যাকাতরূপে প্রদেয়) উটের বয়সের তারতম্য হলে, যেমন কারো উপর একটি “জায়াআহু” ধার্য হয়েছে, কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে “হিক্বাহ”,

সেক্ষেত্রে ঐ হিক্বাহ এবং তার সাথে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম গ্রহণ করতে হবে। আবার কারো উপর একটি “হিক্বাহ” ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে “জাযাআহ”। সেক্ষেত্রে ঐ “জাযাআহ” গ্রহণ করতে হবে এবং (যাকাত কর্মকর্তা) সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম যাকাতদাতাকে ফেরত দিবে। আবার কারো উপর একটি “হিক্বাহ” ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে “বিনতে লাবুন”। সেক্ষেত্রে তার নিকট থেকে ঐ “বিনতে লাবুন” এবং তার সাথে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম গ্রহণ করতে হবে। আবার কারো উপর একটি বিনতে লাবুন ধার্য হয়েছে কিন্তু তা তার নিকট নেই, আছে “হিক্বাহ”। সেক্ষেত্রে ঐ “হিক্বাহ” গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম যাকাতদাতাকে ফেরত দিবে। আবার কারো উপর একটি “বিনতে লাবুন” ধার্য হয়েছে কিন্তু তা তার নিকট নেই, আছে “বিনতে মাখাদ”। সেক্ষেত্রে তার নিকট থেকে “বিনতে মাখাদ” গ্রহণ করতে হবে এবং সহজলভ্য হলে সে তার সাথে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিবে। আবার কারো উপর “বিনতে মাখাদ” ধার্য হয়েছে কিন্তু তা তার নিকট নেই, আছে নর ইবনে লাবুন। সেক্ষেত্রে এটিই গ্রহণ করতে হবে এবং তার সাথে অন্য কিছু যোগ হবে না। কারো মালিকানায় মাত্র চারটি উট থাকলে তাতে কিছুই ধার্য হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে।

স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো মেষ-ভেড়া-ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে তার সংখ্যা চল্লিশ হলে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত (যাকাতস্বরূপ) একটি বকরী ধার্য হবে। তার সাথে একটি যোগ হলে দুই শত সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি বকরী ধার্য হবে। তার সাথে একটি যোগ হলে তিন শত সংখ্যক পর্যন্ত তিনটি বকরী ধার্য হবে। এগুলোর সংখ্যা তার অধিক হলে প্রতি এক শতটিতে একটি বকরী ধার্য হবে।

যাকাত বাবদ বৃদ্ধ বা অন্ধ পশু বা নর ছাগল গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যাকাতদাতা স্বেচ্ছায় (নর ছাগল) দিতে পারে। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্নকে সমবেত করা যাবে না এবং সমবেতকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের যৌথ-মালিকানাভুক্ত মালে প্রত্যেক মালিকের উপর নিজ নিজ অংশ অনুপাতে যাকাত ধার্য হবে। কারো স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে এক কম হলে তাতে কিছু ধার্য হবে না। তবে তার মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে দিতে পারে। খাঁটি রূপার উপর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ধার্য হবে। কারো মালিকানায় এক শত নব্বই দিরহাম থাকলে তাতে যাকাত ধার্য হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْإِبِلِ

৬-অনুচ্ছেদ : উটের যাকাত দিতে অস্বীকার করলে।

٢٤٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَأْتِي الْأَيْلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنِمَ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا تَطْوُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ إِلَّا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ إِلَّا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ قَالَ وَيَكُونُ كَنَزُّ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنَزُّكَ فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصْبَعَهُ .

২৪৫০। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উটের মালিক তার উটের যাকাত আদায় না করে থাকলে তা (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপেক্ষা হুস্তপুষ্ট দেহে তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নিজেদের পদতলে পিষ্ট করতে থাকবে। মেষপালের মালিক তার মেষপালের যাকাত আদায় না করে থাকলে সেগুলো (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপেক্ষা হুস্তপুষ্ট দেহে তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নিজেদের পদতলে পিষ্ট করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা গুতা মারতে থাকবে। তিনি আরো বলেন : পানি পানের স্থানে তা দোহন করা (এবং অভাবীদের দুধ পান করানোও) তার (পশুর) প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত।^১ সাবধান! কিয়ামতের দিন তোমাদের কেউ যেন নিজেদের কাঁধে চিৎকাররত উট বহন করে উপস্থিত না হয় এবং বলতে থাকবে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলবো : আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। আমি তো ইতিপূর্বে (তোমার নিকট আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন নিজের কাঁধে চিৎকাররত ছাগল বহন করে উপস্থিত না হয়। আর সে বলতে থাকবে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে উদ্ধার করুন)। তখন আমি বলবো : আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। আমি তো ইতিপূর্বে (তোমার নিকট আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন : তোমাদের কারো সজ্জিত সম্পদ কিয়ামতের দিন বিষধর অজগরে পরিণত হবে। সে (ভয়ে) তার কবল থেকে পালাতে থাকবে এবং তা তার পিছু ধাওয়া করতে থাকবে (এবং বলতে থাকবে), আমি তোমার সজ্জিত সম্পদ, এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সে তার আঙ্গুলসমূহ গ্রাস করবে।

১. জাহিলী আরব সমাজে পশুকে পানির উৎস নিয়ে গিয়ে পানি পান করানোর পর তার দুধ দোহন করা হতো এবং উপস্থিত মুসাফির ও গরীব-দুঃখীকে দুধ পান করানো হতো। এটি একটি উত্তম ও কল্যাণকর প্রথা বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বহাল রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন (অনুবাদক)।

بَابُ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رِسْلًا لِأَهْلِهَا وَلِحَمُولَتِهِمْ

৭-অনুচ্ছেদ : মাগিকের পরিবহনের উটে যাকাত খার্ষ হবে না।

২৪৫১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بِهِزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لِبُؤْنٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا أَخَذُوهَا وَشَطَرَ إِبِلَهُ عَزَمَهُ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لَالٍ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ .

২৪৫১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : স্বাধীনভাবে বিচরণশীল উটের যাকাত হলো প্রতি চল্লিশ উটে একটি “বিনতে লাবুন”। উটের হিসাব থেকে কোন উট বাদ দেয়া যাবে না। কোন ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তা দান করলে তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে। আর কোন ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করলে আমিই তার থেকে তা আদায় করবো এবং আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জরিমানাস্বরূপ আরো অর্ধেক উট নিয়ে নিবো। মুহাম্মাদের বংশধরদের জন্য এর কিছুই হালাল নয়।

بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

৮-অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত।

২৪৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلَهْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً .

২৪৫২। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে (র)... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাদের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার আদায় করেন অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করেন। গরুর যাকাত হলো, প্রতি তিরিশ সংখ্যক গরুতে একটি তাবীআ (পূর্ণ এক বছর বয়সী নর বা মাদী বাছুর) এবং প্রতি চল্লিশ সংখ্যকে একটি মুসিন্না (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর)।

২৪৫৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقْرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاْفِرَ .

২৪৫৩। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান। তিনি আমাকে প্রতি চল্লিশ সংখ্যক গরুতে একটি মুসিন্না, প্রতি তিরিশ সংখ্যকে একটি তাবীআহ এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যিশীর নিকট থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করার নির্দেশ দেন।

২৪৫৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاْفِرَ .

২৪৫৪। আহমাদ ইবনে হারব (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন প্রতি ত্রিশ সংখ্যক গরুতে একটি তাবীআ, প্রতি চল্লিশ সংখ্যক গরুতে একটি মুসিন্না এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির (যিশীর) নিকট থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করেন।

২৪৫৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا أَخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عَجَلٌ تَابِعُ جَذْعُ أَوْ جَذْعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقْرَةٌ مُسِنَّةٌ .

২৪৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর আত-তুসী (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নির্দেশ দেন, আমি যেন গরুর সংখ্যা তিরিশে না পৌঁছা পর্যন্ত সেগুলো বাবদ কিছুই আদায় না করি। তার সংখ্যা তিরিশে পৌঁছলে তাতে একটি তাবীআ (পূর্ণ এক বছর বয়সী এড়ে বা বকনা বাছুর) ধার্য হবে যাবত না তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছে। তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছলে তাতে একটি মুসিন্না (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী এড়ে বা বকনা বাছুর) ধার্য হবে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ

৯-অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ।

২৪৫৬- أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وَقَفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٌ قَرَقَرٌ تَطَوُّهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ مِّنْ دُونِهَا وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ أَطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَاحِبَ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخِيلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعٌ أَقْرَعُ يَفْرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ هَذَا كَتَرْتُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخُلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ .

২৪৫৬। ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উট, গরু ও ছাগলের মালিক তার পশুর প্রাপ্য (যাকাত) প্রদান না করলে কিয়ামতের দিন তাকে একটি সমতল মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে খুরবিশিষ্ট জন্তুরা খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিংবিশিষ্ট জন্তুরা শিং দ্বারা গুতা মারতে থাকবে। সেদিন কোন জন্তু শিংবিহীন বা ভগ্ন শিংবিশিষ্ট থাকবে না। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জন্তুর প্রাপ্য কি? তিনি বলেন : নর পশু (প্রজননের জন্য) ধার দেয়া, তার বালতি ধার দেয়া এবং আত্মাহুত পথে (জিহাদে) বাহনরূপে ধার দেয়া। আর ধন-সম্পদের মালিক যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন তা বিষধর অজগররূপে তার সামনে আবির্ভূত হবে এবং সে তা থেকে পালাতে থাকবে। কিন্তু তা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাকে বলতে থাকবে, এতো তোমার সম্বিত সম্পদ যা (ব্যয় করতে) তুমি কার্পণ্য করেছো। যখন সে দেখবে যে, তা তার পিছু ছাড়ছে না তখন সে ঐ অজগরের মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিবে এবং সেটি ঐ হাত ঝাঁড়ের মতো চিবাতে থাকবে।

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

১০-অনুচ্ছেদ : মেষ-বকরীর যাকাত ।

২৪৫৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنْ
 الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ
 وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ دَوْدٍ شَاءَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
 مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَأَبْنُ لَبُونٍ ذَكَرُ فَإِذَا
 بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَارْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً
 وَارْبَعِينَ فَفِيهَا حَقُّ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا
 جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى
 تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ
 وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَقِي كُلُّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ
 خَمْسِينَ حَقٌّ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ
 صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقٌّ فَأَنَّهُ تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقُّ وَيَجْعَلُ
 مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ
 وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَأَنَّهُ تَقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ
 شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَأَنَّهُ تَقْبَلُ
 مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ
 صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حَقٌّ فَأَنَّهُ تَقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ
 عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ
 لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَأَنَّهُ تَقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ
 أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ
 لَبُونٍ ذَكَرُ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
 فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ
 أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاءٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى

مَائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَقِيَهَا ثَلَاثُ شِبَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً
فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ
الْأَنْ يَشَاءَ الْمُصَدَّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيئَةَ
الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْبَةِ وَإِذَا كَانَتْ
سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءٌ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ
شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

২৪৫৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে ফাদালা ইবনে ইবরাহীম আন-নাসাঈ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) তাকে লিখে পাঠান : এ হলো ফরয যাকাত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আদ্বাহুর নির্দেশে মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন। অতএব কোন মুসলমানের নিকট নিয়ম মাস্কিক তা চাওয়া হলে সে যেন তা পরিশোধ করে। আর যার কাছে তার অধিক দাবি করা হবে সে যেন তা না দেয়। উট পঁচিশের কম হলে প্রতি পাঁচ উটে একটি বকরী। উটের সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছলে পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি বিনতে মাখাদ (দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। বিনতে মাখাদ না থাকলে একটি ইবনে লাবুন (তিন বছরে পদার্পণকারী উট) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশে পৌঁছলে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি বিনতে লাবুন। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশে পৌঁছলে ষাট সংখ্যক পর্যন্ত আরোহণযোগ্য একটি হিক্বাহ (চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক)। উটের সংখ্যা একষট্টিতে পৌঁছলে পঁয়ষট্টি সংখ্যক পর্যন্ত একটি জাযাআহ (পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। উটের সংখ্যা ছেচট্টিতে পৌঁছলে নব্বই সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি বিনতে লাবুন। উটের সংখ্যা একানব্বই-এ পৌঁছলে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত আরোহণযোগ্য দু'টি হিক্বাহ। উটের সংখ্যা এক শত বিশ অতিক্রম করলে প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্বাহ।

উটের যাকাত আদায়কালে দেয় উটের বয়সের তারতম্য হলে, যেমন কারো উপর একটি জাযাআহ ধার্য হলো কিন্তু তার নিকট তা নাই, আছে হিক্বাহ। এই অবস্থায় তার নিকট থেকে হিক্বাহ গ্রহণ করতে হবে এবং তার জন্য সহজলভ্য হলে সে তার সাথে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিবে। আবার কোন ব্যক্তির উপর হিক্বাহ ধার্য হলো, কিন্তু তার নিকট হিক্বাহ নাই, আছে জাযাআহ। এই অবস্থায় তার নিকট থেকে জাযাআহ গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী দিবে। আবার কারো উপর একটি হিক্বাহ ধার্য হলো, কিন্তু তার কাছে আছে বিনতে লাবুন। এই অবস্থায় তার থেকে সেটাই গ্রহণ করা হবে এবং সহজলভ্য হলে সে তার সাথে দু'টি বকরী অন্যথা বিশ দিরহাম

দিবে। আবার কারো উপর বিনতে লাবুন ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট আছে হিজাহ। এই অবস্থায় তার থেকে সেটিই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী দিবে। আবার কারো উপর বিনতে লাবুন ধার্য হয়েছে। কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে বিনতে মাখাদ। এই অবস্থায় তার নিকট থেকে সেটিই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সাথে সে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অন্যথা বিশ দিরহাম দিবে। আবার কাশ্ব উপর বিনতে মাখাদ ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট আছে ইবনে লাবুন (নর)। তার থেকে সেটিই গ্রহণ করা হবে এবং সাথে কিছু দিতে হবে না। আর যার কাছে মাত্র চারটি উট আছে। তার উপর কিছু বর্তাবে না, অবশ্য তার মালিক যদি কিছু দিতে চায়।

ছাগলের যাকাত প্রতি চল্লিশ সংখ্যক থেকে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি বকরী দিতে হবে। অতঃপর একটি বর্ধিত হলে দুই শত সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি বকরী দিতে হবে। অতঃপর একটি বর্ধিত হলে তিন শত সংখ্যক পর্যন্ত তিনটি বকরী দিতে হবে। অতঃপর একটি বর্ধিত হলে প্রতি শতকে একটি করে বকরী দিতে হবে।

যাকাত বাবদ বৃদ্ধ বা অন্ধ পশু বা নর ছাগল গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যাকাতদাতা স্বেচ্ছায় (নর ছাগল) দিতে পারে। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্নকে সমবেত করা যাবে না এবং সমবেতকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের যৌথ মালিকানাভুক্ত মালে প্রত্যেক মালিকের উপর নিজ নিজ অংশ অনুপাতে যাকাত ধার্য হবে। কারো স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে এক কম হলে তাতে কিছু ধার্য হবে না, তবে তার মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে দিতে পারে। খাঁটি রূপার উপর চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ধার্য হবে। কারো মালিকানায় এক শত নব্বই দিরহাম থাকলে তাতে যাকাত ধার্য হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ

১১-অনুচ্ছেদ : ছাগলের যাকাত দিতে অস্বীকার করলে।

২৪৫৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسَمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

২৪৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উট, গরু ও ছাগলের যে মালিক যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন

সেই পদগুলো পূর্বাপেক্ষা হুটপুট ও বলবান হয়ে আসবে এবং সেগুলো নিজেদের শিং দ্বারা তাকে গুতাতে থাকবে এবং পায়ের ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পর্যায়ক্রমে যখনই শেষেরটির পালা শেষ হবে সাথে সাথে প্রথমটি তার নিকট ফিরে আসবে এবং এই শান্তি চলাতে থাকবে লোকজনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ الْجُمُعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفَرِّقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

১২-অনুচ্ছেদ : বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে।

২৫৫৭- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْنَاهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْهَا فَايُ .

২৪৫৯। হানাদ ইবনুস সারী (র)... সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) বলেন, আমাদের নিকট নবী ﷺ-এর যাকাত আদায়কারী এলে আমি তার কাছে গোলাম এবং তার পাশে বসলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, আমার দেয়া অঙ্গীকার এই যে, আমি দুধবতী পশু গ্রহণ করবো না, বিচ্ছিন্নগুলোকে একত্র করবো না এবং একত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করবো না। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি উঁচু কুজ্বিশিষ্ট একটি উটসহ আসলো এবং বললো, এটি গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি (তা গ্রহণ করতে) অসম্মত হলেন।

২৫৬০- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا فَاتَى رَجُلًا فَأَتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَإِنْ فَلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تَبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبْنِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسَنَاءَ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبْنِهِ .

২৪৬০। হারুন ইবনে য়ায়েদ ইবনে ইয়াযীদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একজন যাকাত আদায়কারীকে পাঠালেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট এলে সে তাকে উটের একটি দুর্বল বাচ্চা দিলো। নবী ﷺ বললেন : আমি আব্বাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারী পাঠলাম। আর অমুক ব্যক্তি তাকে উটের একটি দুর্বল বাচ্চা দিয়েছে। “হে আব্বাহ! তুমি এতে এবং তার উটে বরকত দিও না। লোকটি তা জানতে

পেরে একটি সুন্দর উল্লী নিয়ে এসে বললো, আমি মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট তওবা করছি। তখন নবী ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! তুমি এতে এবং তার উটে বরকত দান কর।

بَابُ صَلَاةِ الْأَمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّلَاةِ

১৩-অনুচ্ছেদ : যাকাতদাতার জন্য ইমামের দোয়া করা।

২৬৬১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

২৪৬১। আমার ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, কোন সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বলতেন : “হে আল্লাহ! অমকের বংশধরদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমার পিতা নিজের যাকাতসহ তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন : হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

بَابُ إِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ

১৪-অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারীর বাড়াবাড়ি।

২৬৬২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ وَاللُّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِكَ يَظْلُمُونَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ ثُمَّ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدَّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ .

২৪৬২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জারীর (রা) বলেন, কতক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার যাকাত আদায়কারী কতক কর্মচারী আমাদের নিকট এসে আমাদের উপর যুলুম করে। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো। তারা বললো, যদি সে যুলুম করে তবুও? তিনি পুনরায় বলেন :

তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো। তারা পুনরায় বললো, যদি সে যুলুম করে তবুও? তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো। জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একথা শোনার পর থেকে আদায়কারী যাকাত আদায়কারী যে ব্যক্তিই গিয়েছে সে সন্তুষ্ট হয়েই ফিরেছে।

২৬৬৩- أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاكُمُ الْمُسَدَّقُ فَلْيَصْذُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.

২৪৬৩। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের নিকট যাকাত আদায়কারী আসলে তোমরা তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতে পারে।

بَابُ اعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُسَدَّقِ

১৫-অনুচ্ছেদ : মালের মালিক যাকাত আদায়কারীকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই যাকাতের অংশ বেছে দিতে পারে।

২৬৬৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ ثِقَنَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عُلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَاقَةَ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعْثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِأَتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعْثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنُ أَخِي وَآيٌ نَحْوُ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشِيرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنُ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ إِنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَا إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَى فِيهَا قَالَا شَاءَ فَأَعْمِدْ إِلَى شَاءَ قَدْ عَرَفْتَ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُمَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ هَذِهِ الشَّافِعُ وَالشَّافِعُ الْحَابِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَأَعْمِدْ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَكِنَّهَا وَقَدْ

حَانَ وَلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا .

২৪৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... মুসলিম ইবনে সাঈদীনা (র) বলেন, ইবনে আলকামা (র) আমার পিতাকে তার গোত্রের অবস্থা দেখা-শোনার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং তাকে তাদের থেকে যাকাত উসূল করার নির্দেশ দিলেন। আমার পিতা আমাকে তাদের একদলের নিকট পাঠালেন তাদের যাকাত নিয়ে আসার জন্য। আমি রওয়ানা হয়ে ‘সা’র’ নামক এক প্রবীণ শায়খের নিকট এসে উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বললাম, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যাতে আপনি আপনার মেস পালের যাকাত পারিশোধ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমরা কিভাবে যাকাত নিয়ে থাকো? আমি বললাম, আমরা পছন্দমত, এমনকি দুধের পালান পরীক্ষা করে উত্তমটি গ্রহণ করি। তিনি বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হাদীস বর্ণনা করবো। “নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এইসব গিরিসংকটের কোনটিতে আমার মেসপাল চরাতাম। আমার নিকট উষ্টারোহী দুই ব্যক্তি এসে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসাবে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আপনার মেসপালের যাকাত প্রদান করেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, এগুলোর জন্য আমার উপর কি বর্তাবে? তারা উভয়ে বলেন, একটি বকরী দিতে হবে। অতএব আমি এমন একটি বকরী আনতে উদ্যোগ নিলাম যার অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। তার পালান ছিল দুধে ভর্তি অর্থাৎ প্রচুর দুধদায়িনী এবং মোটাতাজা। আমি সেটি ধরে তাদের নিকট নিয়ে এলাম। তারা উভয়ে বলেন, এটা তো বাচ্চাওয়ালা বকরী। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাচ্চাওয়ালা পশু নিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন আমি তাদেরকে এমন একটি বকরী দিতে মনস্থ করলাম যা তখন পর্যন্ত বাচ্চা না দিলেও গর্ভধারণক্ষম হয়েছিল। আমি তা তাদের নিকট নিয়ে এলাম। তারা বলেন, এটি আমাদের দিন। অতএব আমি সেটি তাদের নিকট উঠিয়ে তুলে ধরলে তারা তা নিজেদের সাথে তাদের উটের পিঠে তুলে নিলেন, অতঃপর চলে গেলেন”।

٢٤٦٥ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ ثَفَنَةَ أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

২৪৬৫। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... মুসলিম ইবনে ছাফিনা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আলকামা (রা) তার পিতাকে নিজ গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٤٦٦ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةُ يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقَبِلَ مَنَّعُ بْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَكِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَكِيدِ فَانْكُمُ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

২৪৬৬। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায় করতে আদেশ দিলেন। বলা হলো, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনুল ওয়ালাদ ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত দিতে রাজী নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইবনে জামীল যাকাত না দিয়ে আত্মাহুঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। সে ছিল দরিদ্র, আত্মাহুঁ তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইবনুল ওয়ালাদদের প্রতি তোমরা অবিচার করেছে। কেননা সে তার বর্ম ও অন্যান্য সম্পদ আত্মাহুঁর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা। তার উপর তো যাকাত প্রযোজ্য হবেই এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো কিছু দিতে হবে।

٢٤٩٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ مِثْلَهُ سَوَاءٌ .

২৪৯৭। আহমাদ ইবনে হাকস্ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ...হব্ব পূর্বের হাদীছের অনুরূপ।

٢٤٦٨- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كِدْتُ أَقْتُلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقِ أَوْشَاءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهُ تُعْطَى فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا .

২৪৬৮। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইবনে হিলাল আস-সাকাকী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আপনার পরে হয়ত আমাকে যাকাতের উট ও বকরীর জন্য হত্যা করা হবে। তিনি বলেনঃ যদি সেগুলো নিঃস্ব মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণের প্রয়োজন না হতো তবে আমি তা গ্রহণই করতাম না।

بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ

১৬-অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার যাকাত ।

২৪৬৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

২৪৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের গোলাম ও তার ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

২৪৭০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ .

২৪৭০। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

২৪৭১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

২৪৭১। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

২৪৭২- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ .

২৪৭২। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الرُّقِيقِ

১৭-অনুচ্ছেদ : গোলামের যাকাত ।

২৪৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

২৪৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

২৪৭৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي غُلَامِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .

২৪৭৪। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

১৮-অনুচ্ছেদ : রূপায় যাকাত ।

২৪৭৫- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৭৫। ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ উকিয়্যার কম রূপায় যাকাত নাই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলের যাকাত নাই।

২৪৭৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسَقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ ذَوْدٌ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ .

২৪৭৬। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নাই, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই এবং পাঁচ উটের কমেও যাকাত নাই।

٢٤٧٧- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَدَقَةٌ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسَقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلَا فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خُمْسٍ ذَوْدٌ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ .

২৪৭৭। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নাই, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই এবং পাঁচ উটের কমেও যাকাত নাই।^১

٢٤٧٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةٍ أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর আত-তুসী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই, পাঁচ উটের কমে যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে যাকাত নাই।^২

১. সাড়ে বায়ান্ন তোলায় কম রূপায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. বাংলাদেশী হিসাবে এক ওয়াসাক প্রায় ৫ মন ২১ সের ৪ হটাক। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক-এ ২৭ মন ২৬ সের ৪ হটাক।

٢٤٧٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مَائَتَيْنِ خَمْسَةً .

২৪৭৯। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত থেকে অব্যাহতি দিলাম। অতএব তোমরা তোমাদের মালের প্রতি দুই শত দিরহামে পাঁচ দিরহাম হারে যাকাত দাও।

٢٤٨٠- أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ مَائَتَيْنِ زَكَاةٌ .

২৪৮০। হুসাইন ইবনে মানসুর (র)... আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত থেকে অব্যাহতি দিলাম এবং দুই শত দিরহামের কম পরিমাণে যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

১৯-অনুচ্ছেদ : অলংকারের যাকাত।

٢٤٨١- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِنتُ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اتَّوَدَّيْنِ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارَتَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ .

২৪৮১। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ইয়ামানী মহিলা ও তার কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তার কন্যার হাতে স্বর্ণের দুটি কাঁকন ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এর যাকাত দিয়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন : তুমি কি পছন্দ করো যে, মহামহিম আদ্বাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দুটি কাঁকনের পরিবর্তে আগুনের দুটি কাঁকন পরাবেন? রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ সে দুটি কাঁকন খুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দুটি আদ্বাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য।

২৬৮২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتُ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالِدٌ أَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ .

২৬৮২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো। তার কন্যার হাতে দু'টি কাঁকন ছিল।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, এটি মুরসাল হাদীস। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আল-মু'তামিরের তুলনায় খালিদ অধিক শক্তিশালী।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةٍ مَالِهِ

২০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত দিতে অসম্মত।

২৬৮৩- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخِيلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ أَنَا كُنْزُكَ .

২৬৮৩। আল-ফাদল ইবনে সাহল (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার মাল তার কাছে এক বিষধর সাপ আকারে পেশ করা হবে, যার চোখের উপর থাকবে দু'টি দাগ। রাবী বলেন, তা তাকে পেঁচিয়ে ধরবে অথবা গলায় জড়িয়ে ধরবে। রাবী বলেন, তা বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্বিত সম্পদ, আমি তোমার সম্বিত সম্পদ।

২৬৮৪- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْجَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ

إِنَّا مَالِكٌ أَنَا كُنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْنُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ .

২৪৮৪। আল-ফাদল ইবনে সাহল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মহামহিম আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তা বিষধর সাপে পরিণত হবে যার চোখের উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। কিয়ামতের দিন তা তার গাল আঁকড়ে ধরবে এবং বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন : “আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা কল্যাণকর—এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে” (৩ : ১৮০)।

بَابُ زَكَاةِ التَّمْرِ

২১-অনুচ্ছেদ : খেজুরের যাকাত।

২৪৮৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যে অথবা খেজুরে যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ

২২-অনুচ্ছেদ : গমের যাকাত।

২৪৮৬- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ دَوْدٍ .

২৪৮৬। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত গম ও খেজুরে যাকাত নাই। আর পাঁচ উকিয়া না হওয়া পর্যন্ত রূপার যাকাত নাই। উটের সংখ্যা পাঁচটি না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْحُبُوبِ

২৩-অনুচ্ছেদ : খাদ্যাশস্যের যাকাত।

২৪৮৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فَيْمًا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ وَلَا فَيْمًا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যাশস্যে ও খেজুরে যাকাত নাই। পাঁচটির কম উটে এবং পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত ধার্য হবে না।

الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

২৪-অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয়।

২৪৮৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَذْرِيسُ الْأَوْذِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فَيْمًا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই।

২৪৮৯- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فَيْمًا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فَيْمًا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَيْمًا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৯। আহমাদ ইবনে আবদাহ্ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পাঁচ উকিয়ায় কম রূপায় যাকাত নাই, পাঁচটির কম উটেও যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যেও যাকাত নাই।

بَابُ مَا يُوجِبُ الْعُشْرُ وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ

২৫-অনুচ্ছেদ : যেসব খাদ্যশস্যে উশ্র এবং যেসব খাদ্যশস্যে অর্ধ উশ্র ওয়াজিব হয়।

২৪৯০- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالسَّوَانِي وَالنُّضْعِ نِصْفَ الْعُشْرِ .

২৪৯০। হারুন ইবনে সাঈদ ইবনুল হায়ছাম আবু জা'ফর (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে সকল শস্য বৃষ্টির পানি, নদীর পানি ও ঝরনার পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় অথবা যা মাটির রস দ্বারা (প্রাকৃতিকভাবে) উৎপন্ন হয় তাতে উশর ধার্য হবে। আর যে জমি পানিসেচের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাতে অর্ধ উশর ধার্য হবে।

২৪৯১- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَاحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ .

২৪৯১। আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ (র)...জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বৃষ্টির পানি, নদীর পানি ও ঝরনার পানি দ্বারা সিদ্ধ জমিতে উৎপন্ন শস্যে উশ্র এবং সেচব্যবস্থা দ্বারা সিদ্ধ জমিতে উৎপন্ন শস্যে অর্ধ উশর ধার্য হবে।

২৪৯২- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيمَا سَقَى بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ .

২৪৯২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, আমি যেন বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যে উশর এবং সেচকার্যের দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যে অর্ধ উশর গ্রহণ করি।

كَمْ يَتْرَكُ الْخَارِصُ

২৬-অনুচ্ছেদ : অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণকারী কতটুকু ছাড় দিবে?

২৪৯৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ بْنِ نَبَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ آتَانَا وَتَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخَذُوا وَدَعُوا الثُّلْثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلْثَ شَكُّ شُعْبَةَ فَدَعُوا الرَّبْعَ .

২৪৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা অনুমানে (গাছের ফলের) পরিমাণ নির্ধারণ করে তার যাকাত গ্রহণ করবে তখন (নির্ধারিত পরিমাণ থেকে) এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। যদি তোমরা তা (তদনুসারে যাকাত) না নাও অথবা এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে রাজী না হও তাহলে এক-চতুর্থাংশ বাদ দাও।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

২৭-অনুচ্ছেদ : মহামহিমাবিত আল্লাহর বাণী : “তোমরা এর নিকৃষ্ট অংশ খরচ (দান-খয়রাত) করার সংকল্প করো না” (২ : ২৬৭)।

২৪৯৪- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ هُوَ الْجَعْرُورُ وَلَوْ حَبِيقٌ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ .

২৪৯৪। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে মহামহিমাবিত আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি এর

ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো জু'রুর ও হবাইক নামক দুই প্রকার নিম্নমানের খেজুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায়কালে নিকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২৪৯৫- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصَا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَوصًا فَجَعَلَ يَطْعُنُ فِي ذَلِكَ الْقَنَوصِ فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْ هَذَا إِنْ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৪৯৫। ইয়া'কুব ইবনে ইবরাহীম (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। ইতিপূর্বে এক ব্যক্তি (মসজিদে নববীতে) এক ছড়া নিম্ন মানের খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি লাঠি দিয়ে তাতে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন : এই দান-খয়রাতকারী ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম খেজুর দান করতে পারতো। এই দান-খয়রাতকারী কিয়ামতের দিন এরূপ নিকৃষ্ট খেজুরই বাবে।

بَابُ الْمَعْدِنِ

২৮-অনুচ্ছেদ : খনিজ দ্রব্যের যাকাত।

২৪৯৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّفْظَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي طَرِيقِ مَاتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِ مَاتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ.

২৪৯৬। কুতায়বা (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পরায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারানো প্রাণি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : যা জনপথে অথবা জনবসতিতে পাওয়া গেলে এক বছর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাকবে। যদি তার মালিক এসে যায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে, অন্যথা তা তোমার। আর তা যদি জনপথ বা জনবসতির বাইরে পাওয়া যায় তবে তাতে এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য হবে।

২৪৯৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَآخِبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْبِشْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ.

২৪৯৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পত্তর আঘাতে দণ্ড নেই, কুপে পড়াতেও দণ্ড নেই, খনিতেও দণ্ড নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য হবে।

٢٤٩٨- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৪৯৮। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٤٩٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَرَحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِشْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ.

২৪৯৯। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পত্তর আঘাতে দণ্ড নেই, কুপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতেও দণ্ড নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হবে।

٢٥٠٠- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهَشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبِشْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ.

২৫০০। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুপে দণ্ড নেই, পত্ততে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে।

১. মালিকের হাতে আঘাত নয়, এমতাবস্থায় পত্ত কাউকে আহত করলে তাতে তাকে কোন দণ্ড ভোগ করতে হবে না। কুপ খনন বা সংস্কার করতে লোক নিয়োগ করলে, নিয়োগকর্তার ত্রুটি ব্যতীত দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। নিয়োগকর্তার ত্রুটি ব্যতীত খনির অভ্যন্তরে কোন দুর্ঘটনায় প্রমিক নিহত হলে তাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে না। বর্তমান কালে যে কোন দেশে প্রাণ্ড খনিজ সম্পদ সফলিষ্ট দেশের সরকারের মালিকানাধীন। আর সরকারী সম্পত্তিতে যাকাত ধার্য হয় না। হানাদী স্বায়ত্বমতে ভূগর্ভস্থ সম্পদকে রিকায় বলে, তা পুতে রাখা গুণ্ডন বা খনিজ দ্রব্য যাই হোক। অপরাপর ইমামের মতে জাহিলী যুগে ভূগর্ভে পুতে রাখা সম্পদকে রিকায় বলে (অনুবাদক)।

بَابُ زَكَاةِ النَّحْلِ

২৯-অনুচ্ছেদ : মধুর ষাকাত ।

২৫০১- أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هَلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْشُرُ نَحْلَ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَدَى إِلَى مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَشْرِ نَحْلِهِ فَأَحْمَ لَهُ سَلْبَةُ ذَلِكَ وَالْأُفَاتِمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ .

২৫০১। মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (র)... আমর ইবনে ওআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হেলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিকট তার মধুর উশর নিয়ে আসলেন এবং সালাবা উপত্যকা তার তত্ত্বাবধানে দিতে আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তার তত্ত্বাবধানে দিলেন। উমার (রা) খলীফা হলে পর সুফিয়ান ইবনে ওয়াহ্ব উমার ইবনুল খাতাব (রা)-এর কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে লিখে পাঠালেন। উমার (রা) লিখলেন, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধুর যে উশর দিতো তা যদি তোমাকে দেয় তাহলে সালাবা উপত্যকা তার তত্ত্বাবধানেই রেখে দাও। অন্যথা সেগুলো তো ফুলে ফুলে বিচরণকারী মধু মক্ষিকা, যার ইচ্ছা সে-ই (ঐ মধু) খেতে পারবে।

بَابُ فَرَضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

৩০-অনুচ্ছেদ : রমযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে।

২৫০২- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَّلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

২৫০২। ইমরান ইবনে মুসা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ ও নারীর উপর রমযানের ফিতরা ওয়াজিব করেছেন মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' বার্লি। লোকজন একে অর্ধ সা' গমের সমপরিমাণ সাব্যস্ত করেছে।

بَابُ فَرَضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

৩১-অনুচ্ছেদ : দাস-দাসীর উপরও রমযানের ফিতরা ওয়াজিব।

২৫০৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

২৫০৩। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন ও গোলামের উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর বা এক সা' বার্লি ফিতরা প্রদান আবশ্যকীয় করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা তা অর্ধ সা' গমের সম-পরিমাণ সাব্যস্ত করেছে।

فَرَضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ

৩২-অনুচ্ছেদ : ছোটদের উপরও রমযানের ফিতরা ওয়াজিব।

২৫০৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

২৫০৪। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অগ্রাঙ্গ বয়স্ক, প্রাঙ্গ বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ ও নারীর উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব (বার্লি) ফিতরা ধার্য করেছেন।

فَرَضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ

৩৩-অনুচ্ছেদ : রমযানের ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ধার্য হবে, অমুসলিম প্রজাসাধারণের (বিশ্বীদের) উপর নয়।

২৫০৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

২৫০৫। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসাধারণের উপর রমযান মাসের সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব, প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর।

২৫০৬ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْظٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

২৫০৬। ইয়াহুইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, নারী, অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব ফিতরা ধার্য করেছেন। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন লোকজন ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করে।

كَمْ فَرَضَ

৩৪-অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ ফিতরা ওয়াজিব।

২৫০৭ - أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

২৫০৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রা)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, স্বাধীন ও গোলামের উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব সদাকাতুল ফিতর ধার্য করেছেন।

بَابُ فَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نَزُولِ الزَّكَاةِ

৩৫-অনুচ্ছেদ : যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়েছে।

২৫০৮ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلَ عَنْ

قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَتُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نَنْتَهُ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ .

২৫০৮। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... কায়স ইবনে সা'দ (রা) বলেন, আমরা আশুরার দিন রোযা রাখতাম এবং সাদাকাতুল ফিত্র আদায় করতাম। অতঃপর রমযানের রোযা রাখার এবং যাকাত আদায় করার বিধান নাযিল হলে আমাদেরকে পূর্বের সেগুলো আদায় করার নির্দেশও দেয়া হয়নি এবং বারণও করা হয়নি। অতএব আমরা সেগুলো পালন করতাম।

২৫০৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخِيمَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَتَحْنُ نَفْعَلُهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَمَّارٍ اسْمُهُ عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمَرُو بْنُ شُرَحْبِيلٍ يُكْنَى أَبَا مَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِي اسْتِادَةِ وَالْحَكَمُ أَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ .

২৫০৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রা) ... কায়স ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিত্র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাতের বিধান নাযিল হলে পর তিনি আমাদেরকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি এবং বারণও করেননি। অতএব আমরা তা পালন করতাম।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু আম্বাবের নাম আরীব ইবনে হমাইদ। আমর ইবনে শরাহবীলের উপনাম আবু মাইসারা। সালামা ইবনে কুহাইল (র) এই হাদীসের সনদে আল-হাকাম ইবনে উতাইবার বিপরীত করেছেন। অবশ্য সালামা ইবনে কুহাইলের তুলনায় আল-হাকাম অধিক অভিশাসী রাবী।

مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : সাদাকাতুল ফিত্রের পরিমাণ।

২৫১০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَخْرَجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَتَنْظَرُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا فَعَلِمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ قَرَضَهَا رَسُولُ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ ذِكْرٍ وَائْتِي حُرٌّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ قَمَحٍ فَقَامُوا . خَالَفَهُ هِشَامُ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ .

২৫১০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রা)... আল-হাসান (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বসরার গভর্নর থাকাকালে রমযান মাসের সমাপ্তি লগ্নে বললেন, তোমরা নিজ নিজ সদাকাতুল ফিত্র আদায় করো। তাতে লোকজন পরস্পরের প্রতি তাকাতে লাগলো। তিনি বলেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কারা আছে? তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাইদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন ও গোলামের উপর মাথাপিছু এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম ফিতরা হিসাবে ধার্য করেছেন। তখন তারা তা আদায় করতে প্রস্তুত হলো।

এই হাদীস বর্ণনায় হিশাম (সনদে আল-হাসানের) বিপরীত করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২৫১১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .

২৫১১। আলী ইবনে মায়মুন (র)... ইবনে আব্বাস (রা) সদাকাতুল ফিত্র সম্পর্কে আলোচনা হলে বলেন, তার পরিমাণ মাথাপিছু এক সা' গম অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা সুলত (খোশামুক্ত যব)।

২৫১২- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مَنبَرِكُمْ يَعْنِي مَنِيرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا اثْبَتُ الثَّلَاثَةِ .

২৫১২। কুতায়বা (র)... আবু রাজ্জা' (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তোমাদের মিশ্বার অর্থাৎ বসরার মিশ্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, সদাকাতুল ফিত্রের পরিমাণ হলো মাথাপিছু এক সা' খাদ্যদ্রব্য।

بَابُ التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : সদাকাতুল ফিত্র বাবদ খেজুর দান করা।

২৫১৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَهَابٍ عَنْ عِيَّاضٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .

২৫১৩। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হারব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথাপিছু এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর ধার্য করেছেন।

الزَّيْبُ

৩৮-অনুব্বেদ : শুক আঙ্গুর (কিশমিশ)।

২৫১৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .

২৫১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমরা মাথাপিছু এক সা' খাদ্যশস্য (গম) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' শুক আঙ্গুর অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

২৫১৫- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِينَا عِلْمُ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مُدَيْنٍ مِنْ سَمَرَءَ الشَّامِ إِلَّا تَعَدَّلَ صَاعًا مِنْ هَذَا قَالَ فَآخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ .

২৫১৫। হানাদ ইবনুস সারী (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমরা মাথাপিছু এক সা' খাদ্য (গম) অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মুআবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই পরিমাণই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, আমার মতে, সিরিয়ার দুই মুদ গম আমাদের এখানকার এক সা'-র সমপরিমাণ হবে। রাবী বলেন, অতঃপর লোকজন এটাই গ্রহণ করলো।

الدَّقِيقُ

৩৯-অনুব্ধেদ : আটা ।

২৫১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَّاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سَلْتٍ .

২৫১৬। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (রা)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাখাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' শুক আঙ্গুর অথবা এক সা' আটা অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' খোশাবিহীন যব সদাকাভুল ফিতর আদায় করতাম।

الْحَنْظَةُ

৪০-অনুব্ধেদ : গম।

২৫১৭- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَّاسٍ خَطْبٍ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدَّوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْتَظِرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ بَرٌّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ فَقَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيُّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بَرٍّ أَوْ غَيْرِهِ .

২৫১৭। আলী ইবনে হুজর (রা)... আল-হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় খুতবা (ভাষণ) দানকালে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার স্বাক্ষর (ফিতরা) আদায় করো। তাতে লোকজন পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে আছে? তোমরা উঠে তোমাদের ভাইদের শিক্তা দাও। কেননা তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম,

পুরুষ ও মহিলার উপর মাথাপিছু অর্থ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর বা যব সদাকাতুল ফিত্র ধার্য করেছেন। আল-হাসান (র) বলেন, আলী (রা) বলেছেন যে, আব্বাহ তাআলা যদি তোমাদেরকে সচ্ছলতা দান করেন তাহলে তোমরাও সচ্ছলভাবে দান করো এবং এক সা' করে গম অথবা অন্যান্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করতে থাকো।

السُّلْتُ

৪১-অনুচ্ছেদ : সুলত (খোশাবিহীন যব)।

২৫১৮- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتُ أَوْ زَبِيبٍ .

২৫১৮। মুসা ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে লোকজন মাথাপিছু এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা সুলত (খোশাবিহীন যব) অথবা কিশমিশ সদাকাতুল ফিত্র আদায় করতো।

الشَّعِيرُ

৪২-অনুচ্ছেদ : যব (বার্গি)।

২৫১৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَّاضُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقْطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَيْنٍ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

২৫১৯। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাথাপিছু এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা কিশমিশ অথবা পনির সদাকাতুল ফিত্র আদায় করতাম। আমরা এ নিয়মেই তা আদায় করে যাচ্ছিলাম। মুআবিয়া (রা)-এর যুগ আসলে তিনি বলেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ গম এক সা' যবের সমপরিমাণ।

الْأَقْطُ

৪৩-অনুচ্ছেদ : পনির।

২৫২০- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَّاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقْطٍ لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ .

২৫২০। ঈসা ইবনে হাশ্বাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম, আমরা অন্য কিছু দিতাম না।

كَمِ الصَّاعُ

৪৪-অনুচ্ছেদ : সা'-এর পরিমাণ।

২৫২১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجَعْفِدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدًّا وَثُلُثًا بِمَدِّكُمْ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ .

২৫২১। আমার ইবনে যুরারা (র)... আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক সা'-এর পরিমাণ ছিল বর্তমান কালের এক মুদ ও এক মুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ। পরে তাতে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, যিয়াদ ইবনে আইউব (র) আমার নিকট এটা বর্ণনা করেছেন।

২৫২২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ .

২৫২২। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : গ্রহণযোগ্য মাপ হলো মদীনাবাসীদের মাপ এবং ওযনের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের ওযনই গ্রহণযোগ্য।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : যে সময় সদাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম।

২৫২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى ح قَالَ وَآخَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ

قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ بَزْزِجٍ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ .

২৫২৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'দান ইবনে ঈসা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন, লোকজন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই যেন তা পরিশোধ করা হয়।^১

১. মুসলমানগণ চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে রমযান মাসের রোযা রেখে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করে। দীর্ঘ এক মাস ধরে তারা রোযা রাখতে পেরেছে, আল্লাহ তাদেরকে যে রোযা রাখার যোগ্যতা দান করেছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ তারা রোযার শেষে ঈদের দিন বিশেষভাবে দান-খয়রাত করে থাকে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও এদিন দান-খয়রাত বাধ্যতামূলক করেছেন। পরিভাষাগতভাবে একে বলা হয় সদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা। হাদীস শরীফে ফিতরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা অবশ্যই আদায়যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন রোযাদারকে অথবা, অবান্ত্রীয় ও অশীল কথাবার্তা ও কাজকর্মের মলিনতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং গরীব-মিসকীনদের (অন্তত ঈদের দিন) খাদ্যের সংস্থান করার জন্য তিনি ফিতরার প্রবর্তন করেছেন” (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার সময়

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঈদের ফজর (ভোর) শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা ওয়াজিব হয়, তার পূর্বে নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-র মতে শেষ রোযার দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিব হয়। ইমাম মালেক (র) ও শাফিঈ (র)-এর দু'টি মত রয়েছে যা উপরোক্তিখিত দু'টি মতের সমর্থন করে। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ঈদের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করা যেতে পারে। ইমাম শাফিঈর মতে রমযান মাসের প্রথম দিক থেকেই ফিতরা দেয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে তা রমযানের পূর্বেও পরিশোধ করা জায়েয এবং পরেও আদায় করা জায়েয। কিন্তু যে ব্যক্তি ফিতরা পরিশোধ করে না, তা তার উপর ঋণ হিসাবে থেকে যায়। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ একমত।

ফিতরা কার উপর ওয়াজিব

ইমাম নববী (র) বলেন, জমহূর উলামায়ে সালাফের মতে ফিতরা আদায় করা ফরয, ইমাম আবু হানীফার মতে ওয়াজিব এবং ইমাম মালেক, শাফিঈ ও দাউদ যাহেীরী মতে সুন্নাহ। ইমামদের ঐক্যমত অনুযায়ী স্বাধীন মুসলমানদের উপর ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক। মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে যে ব্যক্তির কাছে ঈদের দিন ও রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পদ আছে তাকেই ফিতরা আদায় করতে হবে। আবু হানীফার মতে ঈদের দিন সকালে কোন ব্যক্তির কাছে ‘মালেকে নিসাব’ বা যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ সম্পদ থাকলেই তার উপর ফিতরা ওয়াজিব। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে তার নিজের, তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। কিন্তু আবু হানীফার মতে স্ত্রীর ফিতরা আদায় করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অনুরূপভাবে সন্তানদের ফিতরা আদায় করাও মায়ের উপর বাধ্যতামূলক নয়। বাড়িতে স্থায়ী কাজের লোকদের পক্ষ থেকে নিয়োগকর্তাকে ফিতরা আদায় করতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

একদল ফিক্‌হবিদের মতে তাকে তাদের ফিতরা আদায় করতে হবে এবং অপর দলের মতে তা তার উপর বাধ্যতামূলক নয়।

ফিতরা বন্টনের খাত

ফিতরা পাওয়ার প্রথম হকদার হচ্ছে একান্ত নিকটাত্মীয় গরীবগণ, অতঃপর দূরাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, মিসকীন, নও মুসলিম, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি এবং সাময়িক আর্থিক সংকটে পতিত ব্যক্তিগণ। হকদার ব্যক্তি যদি দূরে থাকে তবে তার অংশ পৃথক করে রেখে দেয়া জায়েয। সাময়িকভাবে কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানেও ফিতরা বন্টন করা যেতে পারে। অমুসলিম গরীবদের যাকাত ও ফিতরার খাত থেকে সাহায্য করা যাবে না। তাদের ভিন্ন খাত থেকে সাহায্য করতে হবে।

ফিতরার উপরকণ

হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিনিসকে ফিতরা আদায়ের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে গম, বার্লি, খেজুর, কিশমিশ ও পনির। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মাথাপিছু এক সা' খেজুর, এক সা' পনির অথবা এক সা' কিশমিশ ফিতরা হিসাবে আদায় করতাম" (মুসলিম)। আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন : তোমরা তোমাদের প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস, ছোট ও বড়োর পক্ষ থেকে মাথাপিছু আধা সা' গম বা এক সা' যব (বার্লি) বা এক সা' খেজুর ফিতরা বাবদ আদায় করো" (আবু দাউদ, যাকাত, মুসনাতে আবদুর রায়যাক, দারু কুতনী, তাবারানী, মুসতাদরা'ক হাকেম, মুসনাতে আহমাদ)।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ এবং জমহূর আলেমদের মতে উল্লেখিত খাদদ্রব্যগুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা জায়েয। তবে এর পরিমাণ হবে মাথাপিছু এক সা'। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে গম বা আটার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ অর্ধ সা' হতে পারে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে কেবল উল্লেখিত খাদ্যবস্তুগুলোর মাধ্যমেই ফিতরা আদায় করতে হবে। এর মূল্য ফিতরা হিসাবে দান করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে উল্লেখিত বস্তুগুলোর মূল্যও ফিতরা হিসাবে আদায় করা জায়েয। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ঐ পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে খেজুর দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম, অতঃপর কিশমিশ। ইমাম শাফিঈর মতে গম বা আটার মাধ্যমে এবং ইমাম আবু হানীফার মতে উল্লেখিত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে যেটির বাজারদর সর্বাধিক তা দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম। ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদের মতে আটা বা ছাতু দিয়েও ফিতরা আদায় করা জায়েয। কিন্তু অপর দুই ইমামের মতে তা জায়েয নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত গম বা আটাকে 'মান' ধরে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। গম বা আটা অথবা এর মূল্য অথবা মূল্যের সম-পরিমাণ চাল দিয়ে ফিতরা আদায় করা যেতে পারে। চাল যেহেতু এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য, তাই বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এর মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা জায়েয বলেছেন।

সা' (صاع)-এর পরিমাণ।

সা'-এর পরিমাণ নির্ধারণে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানীফার মতে এক সা' ইরাকের আট রোতলের সমান, কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে হিজাবী

সোয়া পাঁচ রোতলের সমান। আমাদের দেশী ওজনে এক রোতল প্রায় আধা সেরের সমান, এক হিজ্রাযী সা' প্রায় পৌনে তিন সেরের সমান এবং এক ইরাকী সা' পৌনে চার সেরের সমান। অতএব খেজুর, কিশমিশ, বার্লি, পনির অথবা গমের মাধ্যমে ফিতরা দিতে হলে আমাদের দেশী ওজনে (মাথাপিছু) প্রতিটির পরিমাণ হবে প্রায় পৌনে তিন সের অথবা পৌনে চার সের। আর অর্ধ-সা' ধরা হলে তার পরিমাণ হবে এক সের সাড়ে বারো ছটাক অথবা ছয় ছটাক। ফিতরা প্রদানকারীগণ উল্লেখিত পাঁচটি দ্রব্যের যে কোন একটি অথবা তার মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা হিজ্রাযী সা' অথবা ইরাকী সা' এর যে কোন একটি পরিমাণ অনুসরণ করার ব্যাপারেও স্বাধীন।

সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনী-গরীব সবাইকে ফিতরা আদায় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন : “তোমরা ফিতরা দিও। আল্লাহ তোমাদের অনেক গুণ বেশী ফেরত দিবেন”। আমাদের সমাজে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই (অর্থের মাধ্যমে) ফিতরা আদায় করার ক্ষেত্রে গমকেই ‘মান’ হিসাবে অনুসরণ করে। এর ফলে ধনী-গরীব সবার মাথাপিছু ফিতরা একই সমান হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যাকে যতোটুকু আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছেন তার সেই অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত। যে পাঁচটি জিনিসকে ফিতরার উপকরণ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আমাদের বাজারে এগুলোর মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। যেমন (১৩ রমযান ১৪০৫ হি./মে ১৯৮৫ খৃ.) বাজারে খেজুরের দর (সের প্রতি) ৩৫.০০, খোরমা ৫০.০০ কিশমিশ ১০০.০০, বার্লি ১৮.০০ এবং গম ৫.০০ টাকা। তাহলে মাথাপিছু ফিতরার পরিমাণ দাঁড়ায় (টাকার অংকে) :

(হিজ্রাযী পরিমাপ অনুযায়ী)		টাকা	(ইরাকী পরিমাপ অনুযায়ী)		টাকা
খেজুর	(এক সা)	৯৬.২০	(এক সা)	১৩১.২৫	
খোরমা		১৩৭.৫০		১৮৭.৫০	
কিশমিশ		২৭৫.০০		৩৭৫.০০	
বার্লি		৪৯.৫০		৬৭.৫০	
পনির		১১০.০০		১৫০.০০	
গম		১৩.৭৫		১৮.৭৫	

গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা হিসাবে মাথাপিছু ফিতরার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে টা ৬.৯০ (হিজ্রাযী ওজন) অথবা ৯.৪০ (ইরাকী ওজন)। আমাদের দেশে ফিতরার ক্ষেত্রে সাধারণত ইরাকী ওজন অনুসরণ করা হয়। অতএব ধনবান ব্যক্তিদের সর্বাধিক মূল্যবান দ্রব্যটি দিয়ে ফিতরা দেয়া উচিত।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

একদল লোক ধারণা করে থাকে যে, গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করেননি, বরং আমীর মুআবিয়া (রা) তার রাজত্বকালে এর প্রবর্তন করেন। একথা ঠিক নয়। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই গম সম্পর্কে দুই ধরনের (অর্ধ সা' এবং এক সা') বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। একটি হাদীস আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। হাসান বসরী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রমযানের শেষদিকে বসরার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা রোযার ফিতরা পরিশোধ করো।.....রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট-বড়ো, স্বী-পুরুষ এবং স্বাধীন

اِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ

৪৬-অনুচ্ছেদ : এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় বণ্টন করা ।

২৫২৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَيُتَوَضَّعُ فِي فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ .

২৫২৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে বলেন :

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সদাকাতুল ফিত্র এক সা' খোরমা অথবা এক সা' বার্লি অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করেছেন" (আবু দাউদ)। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ এই সদাকা (ফিতরা) এক সা' বার্লি অথবা এক সা' খোরমা অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুর রব্বানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪১ থেকে গৃহীত)। আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) থেকে মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে গমের অর্ধ সা' সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে (ফাতহুর রব্বানী, ৯খ, ১৪৪)। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফু সূত্রে অনেক হাদীস এসেছে যাতে অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায় করার উল্লেখ রয়েছে। যারা অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায় করার সুযোগকে অস্বীকার করেন, এসব হাদীস তাদের কাছে পৌছেনি (ফাতহুর রব্বানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪০)।

মহানবী ﷺ -এর যে সকল সাহাবী অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারা হচ্ছেন : আবু বাক্র সিদ্দীক, উমার ফারুক, উছমান ইবনে আফ্ফান, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুআবিয়া এবং আসমা বিনতে আবু বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাবিঈদের মধ্যে রয়েছেন : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, তাউস, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, আসওয়াদ, উরওয়া, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল মালেক ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান আল-আওফাঈ, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবদুল্লাহ ইবনে শাইবান এবং মুসআব ইবনে সাদ রাহিমাহুল্লাহ (অনুবাদক)।

নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছে। প্রথমেই তুমি তাদেরকে আহবান জানাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) এবং আমি আল্লাহর রাসূল” এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে, মহামহিমাবিত আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিবা-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এতে যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তাহলে তুমি তাদের জানিয়ে দিবে, মহামহিমাবিত আল্লাহ তাদের উপর তাদের মালের যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যকার ধনী ব্যক্তিদের থেকে আদায় করে তাদের গরীব ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতেও যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তবে তুমি তাদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি অত্যাচারিতের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা তার (অভিশাপ) ও মহামহিম আল্লাহর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই।

بَابُ إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

৪৭-অনুবাদ : অজান্তে সম্বল ব্যক্তিকে ফিতরা দেয়া হলে।

২৫২৫- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقُنْ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصَدَّقْ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لَا تَصَدَّقُنْ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصَدَّقْ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقُنْ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصَدَّقْ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأَتَى فَقِيلَ لَهُ أَمَا صَدَقْتُكَ فَقَدْ تَقَبَّلْتُ أَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَغْفِرَ بِهِ مِنْ زَنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يُسْتَغْفَرَ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبَرَ فَيَنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫২৫। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক ব্যক্তি বললো, আমি অবশ্যই কিছু দান-খয়রাত (সদাকা) করবো। অতএব সে দানের অর্থ নিয়ে বাইরে গিয়ে সেগুলো (অজান্তে) এক চোরের হাতে দিলো। ভোরবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, এক চোরকে দান-খয়রাত করা হয়েছে। সদাকাদাতা বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এক চোরকে (দান-খয়রাত করা হলো)। আমি

অবশ্যই আবারো দান-খয়রাত করবো। অতএব সে তার সদাকা নিয়ে বাইরে গিয়ে সেগুলো এক ব্যাভিচারিণীর হাতে দিলো। ভোরবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, গত রাতে এক ব্যাভিচারিণীকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সদাকাদাতা বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এক ব্যাভিচারিণীকে (সদাকা দেয়া হয়েছে)। আমি অবশ্যই আবারো দান-খয়রাত করবো। অতএব সে তার সদাকা নিয়ে বের হয়ে গিয়ে সেগুলো এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিলো। ভোরবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, এক ধনী ব্যক্তিকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সদাকাদাতা বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এক চোরকে, এক ব্যাভিচারিণীকে ও এক ধনী ব্যক্তিকে সদাকা...। তাকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তোমার সদাকা কবুল হয়েছে। ব্যাভিচারিণী! আশা করা যায়, সে প্রাপ্ত সদাকা দ্বারা ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকবে। চোর! আশা করা যায়, সে প্রাপ্ত সদাকা দ্বারা চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং ধনী ব্যক্তি! আশা করা যায়, সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাকে মহামহিম আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করবে।

بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ غُلُولٍ

৪৮-অনুচ্ছেদ : আত্মসাৎকৃত মাল থেকে দান-খয়রাত করা

২৫২৬ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالْأَلْفَظُ لِبِشْرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرِ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

২৫২৬। আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং আত্মসাৎকৃত মালের দান-খয়রাতও কবুল করেন না।

২৫২৭ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الطَّيِّبَ الْأَخْذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْتَبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَى أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ .

২৫২৭। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ হালাল মাল থেকে দান-খয়রাত করলে তা মহামহিমাবিত দয়াময় রহমান তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। মহামহিম আল্লাহ কেবল পবিত্র (হালাল পন্থায় অর্জিত) জিনিসই কবুল করেন, যদিও তা একটি খেজুরও হয় এবং সেই দান তাঁর তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধি পেতে পেতে পাহাড়ের চেয়েও বিরাটাকার হয়ে যায়। যেকোনো তোমাদের কেউ তার অশ্ব শাবক বা উষ্ট্র শাবক লালন-পালন করে (এবং তা বড়ো হতে) থাকে।

جَهْدُ الْمُقْلِ

৪৯-অনুচ্ছেদ : স্বল্প সম্পদের অধিকারীর দান।

২৫২৮- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْمَانِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنْ سُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوَّلُ الْقُنُوتِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقْلِ قِيلَ فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أَهْرَقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادَهُ .

২৫২৮। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে হুশী আল-খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বলেন : সংশয়মুক্ত ঈমান, বিশ্বস্ততার সাথে জিহাদ এবং অনাচারমুক্ত ইচ্ছা। জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম নামায কোনটি? তিনি বলেন : দীর্ঘ কিরাআতবিশিষ্ট নামায। জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম সদাকা কোনটি? তিনি বলেন : গরীবের দান। জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি? তিনি বলেন : মহামহিমাবিত আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজ জ্ঞানমালসহ জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, মর্যাদাপূর্ণ নিহত হওয়া কোনটি? তিনি বলেন : যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে (যে ব্যক্তি জিহাদে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জীবন উৎসর্গ করেছে)।

২৫২৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَالْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبَقَ دَرَاهِمُ مِائَةِ أَلْفِ

دِرْهَمٍ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى
عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا .

২৫২৯। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করেছে। সাহাবীগণ বলেন, কিভাবে? তিনি বলেন : এক ব্যক্তির মাত্র দুইটি দিরহাম ছিল। সে তা থেকে একটি দান করেছে। আর এক ব্যক্তি তার অটেল সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম পৃথক করে তা দান করেছে।

২৫৩০- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ سَبَقَ دِرْهَمُ مِائَةِ أَلْفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ
دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ
أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا .

২৫৩০। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করেছে। সাহাবীগণ বলেন, কিভাবে? তিনি বলেন : এক ব্যক্তির মাত্র দুইটি দিরহাম ছিল। সে তা থেকে একটি দান করেছে। আর এক ব্যক্তি তার অটেল সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম পৃথক করে তা দান করেছে।

২৫৩১- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا
بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى
ظَهْرِهِ فَيَجِيءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِائَةُ
أَلْفٍ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ .

২৫৩১। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু আমাদের কারো কারো কাছে দান-খয়রাত করার মত কিছুই থাকতো না। সে বাজারে গিয়ে বোঝা বহন করতো এবং এক মুদ্র নিয়ে এসে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতো। আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তিকে জানি যে আজ লাখপতি, অথচ সেদিন তার কাছে এক দিরহামও ছিলো না।

২৫৩২- أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنَى عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَتَزَلَّتِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ .

২৫৩২। বিশ্র ইবনে খালিদ (র)... আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলে আবু আকীল (রা) অর্ধ সা‘ দান করলেন এবং অন্যান্য লোক প্রচুর মাল নিয়ে এলো। তখন মুনাফিকরা বললো, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ্ এই ব্যক্তির দানের মুখাপেক্ষী নন। অথচ এরা প্রদর্শনেচ্ছার মনোভাব নিয়ে দান করেছিল। তখন নাখিল হলো : “মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতস্কৃতভাবে দান-খয়রাত করে এবং যারা শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না...” (সূরা আত-তাওবা : ৭৯)।

الْيَدُ الْعُلْيَا

৫০-অনুচ্ছেদ : উপরের হাত (দাতার হাত)।

২৫৩৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ وَعُرْوَةُ سَمِعَا حَكِيمَ ابْنَ حِزَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .

২৫৩৩। কুতায়বা (র)... হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। আমি আবার তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আবারও আমাকে দান করলেন। আমি পুনরায় তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে আবারো দান করলেন এবং বললেন : এসব সম্পদ খুবই মনোমুগ্ধকর ও চিন্তাকর্ষক। যে ব্যক্তি সেগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে সেগুলোতে তাকে বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সেগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করবে তাকে সেগুলোতে বরকত দেয়া হবে না। এই ব্যক্তি এমন লোক সদৃশ যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

بَابُ أَيَّتِهِمَا الْيَدُ الْعُلْيَا

৫১-অনুচ্ছেদ : উপরের হাত কোনটি?

২৫৩৪- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْرِ يَخُطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ مُخْتَصَرٌ .

২৫৩৪। ইউসুফ ইবনে ইসা (র)... তারিক আল-মুহারিবী (রা) বলেন, আমরা মদীনায় আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : দাতার হাত হলো উপরের হাত। আর তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো, যেমন তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার ভাই-বোন, তারপর তোমার নিকটজন, তারপর তোমার নিকটজন (সংক্ষিপ্ত)।

الْيَدُ السُّفْلَى

৫২-অনুচ্ছেদ : নিচের হাত (গ্রহীতার হাত)।

২৫৩৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ .

২৫৩৫। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দান-খয়রাত এবং কারো কাছে কিছু যাষণা করা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। উপরের হাত হলো দাতার, আর নিচের হাত হলো গ্রহীতার।

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى

৫৩-অনুচ্ছেদ : সম্বলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা।

২৫৩৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ .

২৫৩৬। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উত্তম দান হলো সচ্ছলতা বজায় রেখে যা করা হয়। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

৫৪-অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

২৫৩৭ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ .

২৫৩৭। আমর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা দান-খয়রাত করো। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেন : তা তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন : তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন : তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন : তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন : তোমার বিচক্ষণতা অনুসারে (তা ব্যয় করো)।

بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : অভাবশ্রুত ব্যক্তি দান করলে তা কি তাকে ফেরত দেয়া হবে?

২৫৩৮ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ هَٰذَا إِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَدَأَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطَنُوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدُ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ وَأَنْتَهَرَهُ .

২৫৩৮। আমার ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন : তুমি দুই রাকআত নামায পড়ো। তারপর সে দ্বিতীয় জুমুআতেও এলো, তখনও নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন : তুমি দুই রাকআত নামায পড়ো। এরপর তিনি বললেন : তোমরা দান-খয়রাত করো, তোমরা দান-খয়রাত করো। তিনি তাকে দু'টি কাপড় দান করলেন। তিনি আবার বললেন : তোমরা দান-খয়রাত করো। তখন সে তার কাপড়ের একটি দান করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এই ব্যক্তিকে দেখছো? সে ছিন্নবস্ত্রে মসজিদে প্রবেশ করেছিল। তখন আমি আশা করেছিলাম, তোমরা তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছু দান-খয়রাত করবে। কিন্তু তোমরা তা করেনি। তাই আমি বললাম : তোমরা দান-খয়রাত করো। তখন তোমরা দান-খয়রাত করলে এবং আমি তাকে দু'টি কাপড় দিলাম। অতঃপর আমি বললাম : তোমরা দান-খয়রাত করো। তখন সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দান করে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বললেন : তুমি তোমার কাপড় তুলে নাও এবং তিনি তাকে ধমকালেন।

صَدَقَةُ الْعَبْدِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : গোলামের দান-খয়রাত।

২৫৩৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَىٰ أَبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدُدَ لِحِمَاءِ فَجَاءَ مَسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمْرُهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ بِغَيْرِ أَمْرِي قَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا .

২৫৩৯। কুতায়বা (র)... আবুল-লাহম (রা)-এর মুক্তদাস উমায়ের (রা) বলেন, আমার মনিব আমাকে গোশত কাটতে বললেন। এক মিসকীন আসলে আমি তাকে সেখান থেকে কিছু খাওয়ার জন্য দিলাম। তা জানতে পেরে আমার মনিব আমাকে প্রহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন : তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? তিনি বললেন, সে আমার আহার্য আমার অনুমতি ছাড়া অন্যকে খাইয়েছে। তিনি বললেন : সওয়াব তোমাদের উভয়ের।

২৫৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ.

২৫৪০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক মুসলমানের দান-খয়রাত করা কর্তব্য। জিজ্ঞেস করা হলো, যার দান-খয়রাত করার সামর্থ্য নেই তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন : সে নিজের হাতে কাজ করবে এবং তার দ্বারা সে নিজেও উপকৃত হবে এবং কিছু দান-খয়রাতও করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, কারো সেই সামর্থ্যও না থাকলে তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন : সে উৎপীড়িত ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, সে যদি তাও করতে না পারে? তিনি বলেন : তাহলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে। বলা হলো, সে যদি তাও করতে না পারে তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন : তাহলে সে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এটাই তার জন্য দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য হবে।

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

৫৭-অনুচ্ছেদ : স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করা।

২৫৪১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازَنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

২৫৪১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে দান-খয়রাত করলে স্ত্রীর সওয়াব হবে, স্বামীরও অনুরূপ সওয়াব হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। এদের মধ্যে একজনের কারণে অপরজনের সওয়াব কিছুই হ্রাস পাবে না। স্বামীর সওয়াব হবে সম্পদ অর্জন করার কারণে এবং স্ত্রীর সওয়াব হবে দান করার কারণে।

عَطِيَّةُ الْمَرَأَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

৫৮-অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা ।

২৫৪২- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا يَجُوزُ لِمَرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا مُخْتَصَرٌ .

২৫৪২। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে দান করা বৈধ নয় (সংক্ষিপ্ত)।^১

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাত করার ফযীলাত ।

২৫৪৩- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ أَيُّنَا بِكَ أَسْرَعُ لِحُقُوقًا فَقَالَ اطْوِلُكُنَّ يَدًا فَاخْذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذَرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةٌ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لِحُقُوقًا فَكَانَتْ اطْوِلُكُنَّ يَدًا فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثَرَةِ الصَّدَقَةِ .

২৫৪৩। আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে একত্র হয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে কে সর্বাঙ্গে আপনার সাথে মিলিত হবে? তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তখন তারা একটি ছড়ি নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। সাওদা (রা) সর্বাঙ্গে তাঁর সাথে মিলিত হলেন, যেহেতু তাদের মধ্যে তার হাতই সর্বাধিক দীর্ঘ ছিল। “যার হাত দীর্ঘ”, এর অর্থ ছিল, যিনি পর্যাপ্ত দান-খয়রাত করেন।

১. দান করার ব্যাপারে স্বামীর অসন্তুষ্টির আশংকা থাকলে স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে। বেশী দানের সন্নাহ অনুমতির প্রয়োজন হবে। পূর্ব অনুমতি থাকলে এবং স্বামী দানশীল হলে বারবার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নাই (অনুবাদক)।

بَابُ أَيِّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

৬০-অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম দান কোনটি?

২৫৪৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ.

২৫৪৪। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ধরনের দান সর্বোত্তম? তিনি বলেন : তুমি সুস্থ অবস্থায়, সম্পদের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকতে, উত্তম জীবন যাপনের আশা রেখে এবং দারিদ্র্যের আশংকা জাহত রেখে যে দান-খয়রাত করো তা (সর্বোত্তম)।

২৫৪৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

২৫৪৫। আমর ইবনে আলী (র)... হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম দান হলো যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।

২৫৪৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

২৫৪৬। আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম দান হলো যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।

২৫৪৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

২৫৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য সওয়াবের আশায় খরচ করলে তা তার জন্য দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য হয়।

২৫৪৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرِ قَبْلَعٍ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانٍ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَأْتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَأْتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

২৫৪৮। কুতায়বা (র)... জাবের (রা) বলেন, উয়রা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর দাসত্বমুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অবহিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি এ গোলাম ছাড়া অন্য কোন মাল আছে? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই গোলাম আমার কাছ থেকে কে খরিদ করবে? তাকে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদাবী (রা) আট শত দিরহামে খরিদ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দিরহাম নিয়ে এসে ঐ লোকটিকে দিলেন, অতঃপর বললেন : তুমি নিজ থেকে শুরু করো অর্থাৎ নিজের জন্য খরচ করো। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো। তারপর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করো। তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা এভাবে এভাবে খরচ করো। অর্থাৎ তোমার সামনে, ডানে ও বামে (বন্ধু ও পরিচিতজনের জন্য) খরচ করতে পারো।

صَدَقَةُ الْبَخِيلِ

৬১-অনুচ্ছেদ : কুপণের দান-খয়রাত।

২৫৪৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَثَلَ الْمُتَّقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِّنْ لَّدُنْ تُدِيهِمَا إِلَى

تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدَّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجَنَّ بَنَانُهُ وَتَعْفُو أَثَرُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَكَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوتِهِ أَوْ بِرِقَبَتِهِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ .

২৫৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্পদ ব্যয়কারী দানশীল ব্যক্তি ও কৃপণ ব্যক্তি হলো এমন দুই ব্যক্তিত্ব যা দের পরিধানে রয়েছে বক্ষ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত আচ্ছাদিত দু'টি লৌহ বর্ম বা জুবা। দানশীল ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে তা সম্প্রসারিত হয়ে অথবা লম্বা হয়ে তার আগুল পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি ব্যয় করতে ইচ্ছা করলে বর্মটি আরো সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকে এবং তাকে তার কণ্ঠ অথবা ঘাড়ের সাথে আটকিয়ে দেয়।

২৫৫০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَكُلَّمَا هُمُ الْمُتَّصِدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعْفَى أَثَرُهُ وَكُلَّمَا هُمُ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقْبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَنْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ .

২৫৫০। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তি এমন দুই ব্যক্তিত্ব যা দের পরনে রয়েছে দু'টি লৌহ বর্ম। ফলে তাদের উভয়ের হাত তাদের কণ্ঠের সাথে লেগে রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি দান করতে চাইলে তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় এবং তার পদচিহ্নকে মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি দান করতে চাইলে প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যায় এবং হাতকে তার কণ্ঠের সাথে

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার মন বড়ো হয়ে যায়, সে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে। কৃপণ ব্যক্তির মনে যদি কখনও দান করার ধারণা আসেও তখন তার মন সংকুচিত হয়ে যায়, দানের প্রবৃত্তি জন্মে না। হাত যেন ছোট হয়ে যায়, দানের স্পৃহা হয় না (অনুবাদক)।

মিলিয়ে দেয়। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সে তা সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু সম্প্রসারিত হয় না।

الْأَخْصَاءُ فِي الصَّدَقَةِ

৬২-অনুচ্ছেদ : হিসাব করে দান-খয়রাত করা।

২৫৫১- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أُمِّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا وَتَفَرَّقَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ فَدْخَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى سَائِلٍ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكَ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِعِلْمِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ .

২৫৫১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, একদিন আমরা কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসারসহ মসজিদে বসা ছিলাম। আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রবেশানুমতি লাভের জন্য পাঠালাম। অতঃপর আমরা তার নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, একদা আমার কাছে এক ভিক্ষুক এলো এবং তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকে কিছু দিতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর তাকে ডেকে দেখলাম, সে কি দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি চাও যে, তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতীত কিছু প্রবেশ না করুক এবং কিছু বেরও না হোক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : হে আয়েশা! তুমি কখনও এরূপ করো না। তুমি কখনও হিসাব করে খরচ করো না। অন্যথা মহামহিম আল্লাহও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

২৫৫২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ .

২৫৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে বলেছেন : তুমি হিসাব করে খরচ (দান) করো না। অন্যথা মহামহিম আল্লাহও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

২৫৫৩- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ فِي أَنْ أَرْضَعَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَى فَقَالَ أَرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُؤْمِي فَبُؤِيكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ .

২৫৫৩। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে তো (আমার স্বামী) যুবাইর (রা) আয়-উপার্জন করে আমার নিকট যা দেন তা ছাড়া কিছু নেই। অতএব আমার নিকট দেয়া তার উপার্জন থেকে আমি কি কিছু দান করতে পারি? তিনি বলেন : তুমি যথাসাধ্য দান করবে এবং হিসাব করবে না। অন্যথা আল্লাহুও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

الْقَلِيلُ فِي الصَّدَقَةِ

৬৩-অনুচ্ছেদ : সামান্য কিছু দান করা।

২৫৫৪- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُحَلِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

২৫৫৪। নাসর ইবনে আলী (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো (নিজেদের রক্ষা করো)।

২৫৫৫- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَرْثَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ فَاشَّاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

২৫৫৫। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের আগুনের আলোচনা করলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শো'বা (র) উল্লেখ করেছেন, তিনি তিনবার এরূপ করলেন, অতঃপর বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, যদিও তা এক টুকরা খেজুর দ্বারাও হয়, তাও যদি না পাও তাহলে অস্তত উত্তম কথা দ্বারা।

بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى الصَّدَقَةِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করা ।

٢٥٥٦- أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَ عَوْنُ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاءَ حُفَاةٍ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَاذَّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالتَّنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ . تَصَدَّقْ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دَرَاهِمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَانَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلِيهِ وَزُرُّهَا وَوَزَّرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২৫৫৬। আযহার ইবনে জামীল (র)... জারীর (রা) বলেন, আমরা ঠিক দুপুরবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন গলায় তরবারি ঝুলিয়ে নগ্নদেহে ও নগ্নপদে একদল লোক আমাদের কাছে এলো। তাদের অধিকাংশ, বরং সবাই ছিল মুদার গোত্রীয়। তাদের অনাহারক্লিষ্ট অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিমর্ষ হয়ে গেলো। তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে আবার বের হয়ে এসে বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। অতঃপর তিনি ইকামত দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন, অতঃপর ভাষণ দিলেন এবং বললেন : “হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু’জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যার নামে

তোমরা একে অপরের নিকট যাকাত করো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন” (সূরা আন-নিসা : ১)। “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তা করে দেখুক, আগামী কালের জন্য সে কী অহীম পাঠিয়েছে” (সূরা আল-হাশর : ১৮)।

“অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ দীনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা’ গম, এক সা’ খেজুর দান করো” বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পর্যন্ত বললেন : এক টুকরা খেজুর হলেও দান করো। তখন একজন আনসারী সাহাবী একটি থলে নিয়ে আসলেন যা তার হাত বহন করতে অপারগ হয়ে যাচ্ছিল, বরং অপারগ হয়েই গিয়েছিল। অন্যান্য লোকজনও তার অনুসরণ করলো। আমি সেখানে কাপড়-চোপড় ও খাদদ্রব্যের দু’টি স্তুপ দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও তাঁকে আনন্দিত দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করে সে তার সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু তদনুযায়ী আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে, অথচ আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ প্রথার প্রচলন করবে—তার জন্য তার গুনাহ তো রয়েছেই, উপরন্তু খারাপ প্রথা অনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহও তার জন্য রয়েছে। অবশ্য তাদের গুনাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।

২৫৫৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَمَا الْيَوْمَ فَلَا .

২৫৫৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ’লা (র)... হারিছা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা দান-খয়রাত করো। কেননা তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন কেউ তার দানের বস্তু নিয়ে তা দেয়ার জন্য ঘুরতে থাকবে এবং যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, তুমি যদি গতকাল এগুলো নিয়ে আসতে তাহলে আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ তো আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।

الْشَّفَاعَةُ فِي الصَّدَقَةِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : দান করার জন্য সুপারিশ করা।

২৫৫৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سَفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْفَعُوا تَشْفَعُوا وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ .

২৫৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা সুপারিশ করো, তোমাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবীর যবানে যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করেন।

২৫৫৯ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنْبِهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤْجَرُوا وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اشفَعُوا تُؤْجَرُوا .

২৫৫৯। হারুন ইবনে সাঈদ (র)... মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেউ আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে দেই না, যাতে তোমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ করো এবং সওয়াব পাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমাদের সওয়াব দেয়া হবে।

الْاِخْتِيَالُ فِي الصَّدَقَةِ

৬৬-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাত করার বীরত্ব প্রকাশ করা।

২৫৬০ - أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْغِيَرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخِيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغِيَرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغِيَرَةُ فِي الرِّبَّةِ وَأَمَّا الْغِيَرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغِيَرَةُ فِي غَيْرِ رِبَّةٍ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخِيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ .

২৫৬০। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আছে যা মহামহিমাবিত আল্লাহ পছন্দ করেন। আবার এমনও কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আছে যা মহামহিমাবিত আল্লাহ অপছন্দ করেন। অনুরূপ এমন কিছু অহংকার আছে যা মহামহিমাবিত আল্লাহ পছন্দ করেন এবং এমনও কিছু অহংকার আছে যা

মহামহিমাবিত আল্লাহ অপছন্দ করেন। মহামহিম আল্লাহর পছন্দনীয় আত্মমর্যাদাবোধ হলো, সন্দেহ ও বদনামের স্থানের আত্মসম্মানবোধ। আর মহামহিম আল্লাহর অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হলো সন্দেহ ও বদনামের স্থান ব্যতীত অন্য স্থানের সম্মানবোধ। মহামহিম আল্লাহর পছন্দনীয় অহংকার হলো জিহাদের সময় এবং দান করার সময় অহংকার প্রদর্শন করা। আর মহামহিম আল্লাহর অপছন্দনীয় অহংকার হলো অন্যায় কাজে অহংকার প্রদর্শন।^১

২৫৬১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ .

২৫৬১। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা অহংকার ও অপব্যয় পরিহার করে আহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো।

بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

৬৭-অনুচ্ছেদ: মালিকের সম্মতি সাপেক্ষে দান করলে খাজাখীরও সওয়াব হয়।

২৫৬২- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطَى مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ .

২৫৬২। আবদুল্লাহ ইবনুল হায়ছাম (র)... আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকাতুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্ত করে। তিনি আরো বলেন: যে বিশ্বস্ত খাজাখী তাকে প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক সমুদ্রটিতে দান করে সেও দু'জন দানকারীর একজন।

১. হাদীসটির মর্ম হলো, ইসলামী শরীয়াত বিরোধী কাজে ঘৃণাবোধ বা ক্রোধ প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে শরীয়াত অনুমোদিত কার্যাবলীতে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। অনুরূপভাবে অহংকারের (প্রচণ্ড ভীতি প্রদর্শনের) সাথে জিহাদ করা এবং দান-খয়রাত করার সময় ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে দান করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে অহংকার প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট ঘৃণিত (আবু দাউদ, জিহাদ, বাব ১০৪, নং ২৬৫৯)।

بَابُ الْمُسْرِ بِالْصَّدَقَةِ

৬৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গোপনে দান-খয়রাত করে ।

২৫৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسْرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسْرِ بِالصَّدَقَةِ .

২৫৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য এবং নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারী গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য।

الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ

৬৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করে খোঁটা (গঞ্জনা) দেয়।

২৫৬৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالِدِيُوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ .

২৫৬৪। আমর ইবনে আলী (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির প্রতি মহামহিমাবিত আদ্বাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ুছ (নিজ স্ত্রীর পাপাচারে যে স্বামী ঘৃণাবোধ করে না)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং দান-খয়রাত করে তার খোঁটা দানকারী।

২৫৬৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُرْكَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ عَنْ خُرْشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَانُ عَطَاءَهُ .

২৫৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি মহামহিমাবিত আল্লাহ তাকাবেন না, তাদের সাথে কথাও বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভূদ শাস্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎসংশ্লিষ্ট আয়াত পাঠ করলেন। আবু যার (র) বললেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (এরা হলো) যারা পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত বুলিয়ে কাপড় পরিধান করে, যারা মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রয় করে এবং যারা দানকৃত বস্তুর খোঁটা দেয়।

٢٥٦٦- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خُرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

২৫৬৬। বিশ্র ইবনে খালিদ (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে মহামহিমাবিত আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মভূদ শাস্তি। (তারা হলো) দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী, পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত বুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রয়কারী।

بَابُ رَدِّ السَّائِلِ

৭০-অনুচ্ছেদ : ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে বিদায় করা।

٢٥٦٧- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ وَفِي حَدِيثِ هَارُونَ مُحَرَّقٍ .

২৫৬৭। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে বুজাইদ আল-আনসারী (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা ডিম্বুককে কিছু দাও—তা রান্না করা পত্তর খুরই হোক না কেন।^১

بَابُ مَنْ يَسْأَلُ وَلَا يُعْطَى

৭১-অনুচ্ছেদ : কেউ যাঞ্চা করার পরও তাকে বঞ্চিত করা হলে।

২৫৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بِهِزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا يَأَهُ الْأُدْعَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَفْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ .

২৫৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজ মনিবের কাছে এসে তার উদ্ভূত বস্তু থেকে কিছু চায় অথচ তাকে বঞ্চিত করা হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিরাটকায় সাপ ডেকে আনা হবে যা তার না দেয়া উদ্ভূত বস্তু জিহবা দ্বারা চাটতে থাকবে।

مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ

৭২-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর নামে যাঞ্চা করলো কিন্তু তাকে বঞ্চিত করা হলো।

২৫৬৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعْيَذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَاجْبِرُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .

২৫৬৯। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায় তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে

১. অর্থাৎ যাঞ্চাকারীকে সামান্য হলেও কিছু দাও, একেবারে বঞ্চিত করো না (অনুবাদক)।

আল্লাহর নামে যাণা করে তাকে কিছু দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তোমরা তাকে নিরাপত্তা দান করো। আর যে ব্যক্তি তোমাদের উপকার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। তোমরা যদি প্রতিদান দিতে না পারো তবে তার জন্য দোয়া করো যে পর্যন্ত না তোমরা মনে করো, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

مَنْ سَالَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৭৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মহামহিমাবিত আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায়।

২৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بِهِزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتَكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَّا أَتَيْكَ وَلَا أَتَى دِينَكَ وَأَنْتَى كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْتَى أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْلِلْتَ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخْوَانٌ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يَفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ .

২৫৭০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহয্ ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের চেয়েও অধিক সংখ্যক বার শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসবো না এবং আপনার দীনও গ্রহণ করবো না। আমি ছিলাম কান্ডুজানহীন। এখনও আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিখানো জ্ঞান ছাড়া কিছুই জানি না। আমি মহামহিম আল্লাহর নামে আপনার কাছে জ্ঞানতে চাই, আপনার রব কোন জিনিসসহ আপনাকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন : ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, ইসলামের পরিচয় কি? তিনি বলেন : তুমি বলবে, আমি নিজ মুখমণ্ডল মহিমাবিত আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং খালি হয়ে গেলাম (পৌত্তলিকতা ত্যাগ করলাম) এবং তুমি নামায কয়েম করবে, যাকাত দিবে। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য সম্মানের পাত্র, তারা পরস্পর ভাই এবং একে অন্যের সাহায্যকারী। মহিমময় আল্লাহ মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের কোন আমল কবুল করবেন না যাবত না তারা মুশরিকদেরকে ত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে চলে আসে।

مَنْ يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ

৭৪-অনুচ্ছেদ : কারো কাছে মহিমময় আল্লাহর নামে যাচ্চা করার পরও সে তাকে বঞ্চিত করলো ।

২৫৭১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَكُنِيهِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شُعْبٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ .

২৫৭১। মুহাম্মদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদেরকে মানুষের মধ্যে মর্যাদায় সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমরা বললাম, নিশ্চয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : যে ব্যক্তি মহিমময় আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়। মর্যাদায় তার কাছাকাছি পর্যায়ের লোক সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করবো কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নির্জনে কোন গুহায় আশ্রয় নিয়ে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং দূষিতকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আমি কি তোমাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : যার কাছে মহিমময় আল্লাহর নামে যাচ্চা করা হলে সে কিছু দেয় না।

ثَوَابُ مَنْ يُعْطَى

৭৫-অনুচ্ছেদ : দানকারীর সওয়াব।

২৫৭২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا

الَّذِي يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعَدُّ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتَلَوُّ آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ فَلَقُوا حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظُّلُومُ .

২৫৭২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে মহব্বত করেন এবং তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। মহিমময় আল্লাহ যাদেরকে মহব্বত করেন : কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে মহিমময় আল্লাহর নামে কিছু সাহায্য চাইল। সে তার এবং তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাহায্য চায়নি। তারা তাকে বঞ্চিত করলো। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে এতো গোপনে দান করলো যে, সে সম্পর্কে মহিমময় আল্লাহ এবং দান গ্রহীতা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। আর একদল লোক রাতে সফর করছিল। যখন ঘুম তাদের কাছে সমুদয় বস্তু থেকে প্রিয় হলো তখন তারা যাত্রাবিরতি করলো এবং ঘুমিয়ে গেলো। এক ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে উঠে আমার নিকট অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা করলো এবং আমার কুরআন তিলাওয়াত করলো। আর এক ব্যক্তি জিহাদে কোন বাহিনীর সাথে ছিল। তারা শত্রুর মুখামুখী হয়ে পরাজয়বরণ করলো। কিন্তু সে সামনে অগ্রসর হয়ে বুক পেতে দিয়ে শহীদ হলো অথবা আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন। আর যে তিন ব্যক্তিকে মহিমময় আল্লাহ ঘৃণা করেন তারা হলো—বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী দরিদ্র এবং অত্যাচারী ধনী।

تَفْسِيرُ الْمَسْكِينِ

৭৬-অনুচ্ছেদ : মিসকীনের ব্যাখ্যা।

٢٥٧٣- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ إِنَّ الْمَسْكِينِ الْمُتَعَفَّفُ أَقْرَأُ إِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْخَافًا .

২৫৭৩। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক-দু'টি খেজুর এবং এক-দুই গ্রাস খাদ্যের জন্য যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে তারা মিসকীন নয়, বরং মিসকীন হলো—যে ব্যক্তি নিজকে যাক্বা (ভিক্ষা) থেকে বিরত রাখে। তোমাদের ইচ্ছা হলে তিলাওয়াত করো : “তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাক্বা করে না” (সূরা আল-বাকারাহ : ২৭৩)।

২৫৭৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمَسْكِينُ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يَغْنِيهِ وَلَا يَفْظُنْ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ .

২৫৭৪। কুতায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানুষের দ্বারে দ্বারে এক-দুই গ্রাস-খাদ্য বা এক-দুইটা খেজুরের জন্য ঘুরাফেরাকারী মিসকীন নয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে মিসকীন কে? তিনি বলেন : যার স্বাবলম্বী হওয়ার মত সম্পদ নাই, তাকে দেখে অভাবীও মনে হয় না যে, তাকে দান করা যায় এবং সে রাত্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনের কাছে যাক্বাও করতে পারে না।

২৫৭৫- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرْدُهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمَسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ .

২৫৭৫। নাসর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যাকে এক গ্রাস-দুই গ্রাস খাদ্য দেয়া হয় বা এক-দুইটি খেজুর দেয়া হয় সে মিসকীন নয়। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বলেন : যার স্বাবলম্বী হওয়ার মত সহায়-সম্বলও নেই এবং লোকেরাও তার অভাব সম্পর্কে জ্ঞাত নয় যে, তাকে দান-খয়রাত করবে।

২৫৭৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِنْ بَايَعَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْكِينِ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ .

২৫৭৬। কুতায়বা (র)... আবদুর রহমান ইবনে বুজায়েদ (র) থেকে তার দাদী উম্মে বুজায়েদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়আত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, কখনো মিসকীন এসে আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার মত তখন কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি যদি তাকে দেয়ার মত একটি বলসানো খুর ব্যতীত আর কিছু না পাও তবে সেটাই তাকে দাও।

الْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ

৭৭-অনুচ্ছেদ : অহংকারী দরিদ্র।

২৫৭৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَانِلُ الْمَزْهُوُّ وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ .

২৫৭৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে মহিমময় আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না—বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী দরিদ্র এবং মিথ্যাবাদী নেতা।

২৫৭৮- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَانِرُ .

২৫৭৮। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : চার ব্যক্তিকে মহিমময় আল্লাহ ঘৃণা করেন—কথায় কথায় শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী দরিদ্র, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক।

فَضْلُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

৭৮-অনুচ্ছেদ : বিধবার জন্য উপার্জনকারীর ফযীলাত।

২৫৭৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّبْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫৭৯। আমার ইবনে মানসূর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
বিধবা ও মিসকীনদের জন্য আয়-রোজগারকারী আত্মাহুর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।

الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ

৭৯-অনুচ্ছেদ : কারো মনস্ত্বষ্টির জন্য দান করা।

২৫৮০- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهِبَةٍ بِتُرْتِبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعَيْيَنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنَ عَلَاتَةَ الْعَامِرِيَّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نُبَهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا تُعْطَى صَنَادِيدُ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثَّ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِيءُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّاسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ عَصِيَّتَهُ أَيَّامُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ ضَنْضِيءٍ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ لَنْ أَدْرِكْتَهُمْ لَا قَتْلَنَّهُمْ قَتَلَ عَادٍ .

২৫৮০। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করলেন : আকরা' ইবনে হাবিস আল-হানযালী, উয়াইনা ইবনে বদর আল-ফযারী, আলকামা ইবনে উলাছা আল-আমিরী পরবর্তীতে কিলাবী এবং যাবেদ আত-তায়ী (রা), পরবর্তীতে নাবহানী। তাতে কুরাইশরা বা তাদের নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট হলেন। তারা বলেন, আপনি নাজদের নেতৃবৃন্দকে দান করলেন, আর আমাদেরকে বাদ দিলেন। তিনি বলেন : আমি তাদের হুয়য় আকৃষ্ট করার জন্য তা করেছি। তখন ঘন শাশ্র, উন্নত চোয়াল, কোটাগত চক্ষু, উচু ললাট এবং কেশমুগ্ধিত মাথাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে

বললো, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বলেন : যদি আমিই মহিমময় আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে আর কে তাঁর অনুগত হবে? তিনি আমাকে পৃথিবীতে বিশ্বস্ত করে পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছো না? অতঃপর লোকটি চলে গেলো এবং উপস্থিত লোকদের একজন তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। লোকের ধারণা যে, অনুমতি প্রার্থনাকারী ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই ব্যক্তির ঔরসে এমন কিছু লোক জনগ্রহণ করতে পারে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমা পূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে। তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে দূরে চলে যায়। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে অবশ্যই আদ জাতিকে হত্যা করার ন্যায় হত্যা করতাম।

الْصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحْمَلُ بِحِمَالَةٍ

৮০-অনুচ্ছেদ : দেনার জামিনদারকে দান-খয়রাত করা।

২৫৮১- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ ابْنُ نُعَيْمٍ وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ هَارُونَ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةً بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ .

২৫৮১। ইয়াহুইয়া ইবনে হাবীব (র)... কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) বলেন, আমি একজনের দেনার যামিন হলাম। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে এব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বলেন : তিন ব্যক্তি ব্যতীত যাঞ্চা করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দেনার জামিন হলো এবং অপরের কাছে যাঞ্চা করে তা পরিশোধ করলো। এরপর সে (যাঞ্চা করা থেকে) বিরত থাকবে।

২৫৮২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَمَّ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ

عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ فَاجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا
ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ قَدْ
أَصَابَتْ فَلَاثًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَا
مِنْ عَيْشٍ فَمَا سَوَى هَذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

২৫৮২। মুহাম্মাদ ইবনুন নাদর (র)... কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) বলেন, আমি একজনের
দেনার যামিন হয়েছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য
চাইলাম। তিনি বলেন : হে কাবীসা! তুমি আমার কাছে সদাকার (যাকাতের) মাল আসা
পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে তা থেকে দেয়ার নির্দেশ দিবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ
ﷺ বলেন : হে কাবীসা! সদাকা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়। যে ব্যক্তি
কারো পাওনা পরিশোধ করে দেয়ার যামিন হয়, তার জন্য সদাকা (সাহায্য) চাওয়া বৈধ।
যাতে সে নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। যার উপর কোন আকস্মিক বিপদ
পতিত হয় এবং তার ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায় তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে তার
বিপদ দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। অভাবহীন ব্যক্তি, যার
সম্পর্কে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অভাবহীন, তার জন্যও সাহায্য
চাওয়া বৈধ, যাতে সে নিজের অবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। হে কাবীসা! এ তিন
শ্রেণীর লোক ব্যতীত আর কারো জন্য যাষণ করা বৈধ নয়। অন্য কেউ যদি যাষণ করে খায়
তাহলে সে হারাম খায়।

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ

৮১-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে দান-খয়রাত করা।

২৫৮৩- أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ
إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَقَالَ
رَجُلٌ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكَلِّمُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَكَلِّمُكَ فَقَالَ وَرَأَيْتَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَقَاقَ يَمْسَحُ الرُّحْضَاءُ

وَقَالَ أَشَاهِدُ السَّائِلَ إِنَّهُ يَغْنَى لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرِّبْعُ يَقْتُلُ
أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَهُ الْخَضِرُ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ (اِمْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا
اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَعَتْ وَإِنْ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
وَنِعَمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَإِنْ
الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৫৮৩। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
মিষ্টান্নের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসে গেলাম। তিনি বলেন : আমার
পরে তোমাদের জন্য পার্থিব সম্পদ ও তার সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, এজন্য
আমি তোমাদের ব্যাপারে শংকিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কল্যাণ কি অকল্যাণ ডেকে
আনবে? তার কথায় রাসূলুল্লাহ (স) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, কি
ব্যাপার! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বললে আর তিনি তোমার সাথে কথা বললেন
না? রাবী বলেন, আমরা দেখলাম যে, তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী নাযিল শেষ
হলে তিনি ঘাম মুছতে মুছতে বলেন : প্রশ্নকারী কি উপস্থিত আছে? নিচয় কল্যাণ অকল্যাণ
ডেকে আনে না। তবে দেখ, বসন্ত ঋতুতে যে ঘাস জন্মায় তা মেরে ফেলে অথবা মরার
পর্যায় নিয়ে যায় (অথচ ঘাস একটি উত্তম পশুখাদ্য, কিন্তু কোন চতুষ্পদ জন্তু যখন তা
অপরিমিত ভক্ষণ করে তখন বদহজমীর দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয় বা
মরেই যায়)। কিন্তু তাজা সবুজ তৃণভোজী জন্তু তা ভক্ষণ করে, যখন তার পেট ভরে যায়
তখন সূর্যের আলোতে বসে পড়ে, অতঃপর পায়খানা-পেশাব করে এবং চরে বেড়ায়।
অনুরূপভাবে এ সমস্ত মাল মুসলমানদের জন্য কত উত্তম, উৎকৃষ্ট ও উপকারী সাধী—যদি তা
থেকে ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরকে দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ
সঞ্চয় করে সে যেন আহার করলো কিন্তু পরিভূক্ত হতে পারলো না। আর এ ধন-সম্পদ
কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ

৮২-অনুচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়-স্বজনকে দান করা।

২৫৮৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ
حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الصَّدَقَةُ عَلَى
الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ .

২৫৮৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মিসকীনকে দান করলে শুধু দানের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দু'টি সওয়াব রয়েছে, দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব।

২৫৮৫- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَكُلَّ مَنْ حُلِيَكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيْسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسَالُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيْنَبِ قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

২৫৮৫। বিশর ইবনে খালিদ (র)... আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশে বলেছেন : তোমরা দান-খয়রাত করো, তা তোমাদের অলংকারই হোক না কেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) দরিদ্র ছিলেন। স্ত্রী তাকে বললেন, এটা কি হতে পারে যে, আমার সদাকা (যাকাত) আপনাকে এবং আমার ইয়াতীম ভ্রাতৃপুত্রদেরকে দান করি? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করো। রাবী বলেন, অতএব আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে দেখলাম, তার দরজার সামনে যয়নব নামী একজন আনসারী মহিলা দণ্ডায়মান। আমি যে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছি তিনিও একই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন। আমাদের কাছে বিলাল (রা) বের হয়ে এলে আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। আর আমরা কারা তা তাঁকে বলবেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তারা কারা? তিনি বললেন, যয়নব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কোন দুই যয়নব? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব এবং আনসারী যয়নব। তিনি বলেন : হ্যাঁ, তাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব এবং দান করার সওয়াব।

الْمَسْأَلَةُ

৮৩-অনুচ্ছেদ : শিক্ষাবৃত্তি ।

২৫৮৬- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُسَالَ رَجُلًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

২৫৮৬। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো এক বোঝা কাঠ নিজ পিঠে বহন করে এনে বিক্রয় করা কোন লোকের কাছে শিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। সে তাকে শিক্ষা দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

২৫৮৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ مِّنْ لَّحْمٍ .

২৫৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি সর্বদা শিক্ষা করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উত্থিত করা হবে যে, তার মুখমণ্ডলে গোশতের একটি টুকরাও থাকবে না।

২৫৮৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَةِ الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْئَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهَا شَيْئًا .

২৫৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে উছমান ইবনে আবু সাফওয়ান আস-ছাকাকী (র)... আয়েয ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে শিক্ষা চাইলে তিনি তাকে শিক্ষা দিলেন। যখন সে দরজার চৌকাঠে পা রেখে প্রশ্ন করছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

যদি তোমরা ভিক্ষার অপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারতে তাহলে তোমাদের কেউ কারো কাছে কখনো কোন কিছু চাওয়ার জন্য যেতো না।

سُؤَالُ الصَّالِحِينَ

৮৪-অনুচ্ছেদ : সৎকর্মপরায়ণ লোকদের কাছে বাঞ্চা করা।

২৫৮৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ .

২৫৮৯। কুতায়বা (র)... ইবনুল ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত। আল-ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি ভিক্ষা চাইবো? তিনি বলেন : না, যদি তোমাকে চাইতেই হয় তবে সৎকর্মপরায়ণ লোকদের কাছে চাও।

الْإِسْتِعْفَافُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

৮৫-অনুচ্ছেদ : ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করা।

২৫৯০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفَدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ .

২৫৯০। কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের কতক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার চাইলে তিনি আবারও তাদেরকে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর কাছে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বলেন : আমার কাছে কোন মাল থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে আমি সঙ্কল্প করে রাখতাম না। যে ব্যক্তি বাঞ্চা করা পরিহার করতে চায় মহামহিম আল্লাহ তাকে তা থেকে দূরেই রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দেন। কাউকে ধৈর্য থেকে উত্তম কোন জিনিস দান করা হয়নি।

২৫৯১- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ

يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

২৫৯১। আলী ইবনে ওআইব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের কারো কাঠ কেটে নিজ রশি দ্বারা তা বেঁধে পিঠে বহন করে আনা, আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদের অধিকারী কোন ব্যক্তির কাছে এসে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম, সে ভিক্ষা দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

فَضْلٌ مَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

৮৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চায় না তার ফযীলাত।

২৫৯২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْيَى هُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

২৫৯২। আমর ইবনে আলী (র)... সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে একটি কথার প্রতিশ্রুতি দিবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অর্থাৎ সে মানুষের কাছে কিছু চাইবে না।

২৫৯৩- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ رَبَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لثَلَاثَةِ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَانِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ تَحْمِلُ حِمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَيْهِمْ حِمَالَتُهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٌ يَخْلِفُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِّنْ قَوْمِهِ ذَوِي الْحِجَا بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلَانٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِّنْ مَّعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا سِوَى ذَلِكَ سَحْتُ .

২৫৯৩। হিশাম ইবনে আম্মার (র)... কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো যাঞ্চ্য করা বৈধ নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যার সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত সে

যাষণ করতে পারবে, অতঃপর বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি কারো পাওনার যামিন হয়েছে, সে সাহায্য চেয়ে সেই পাওনা পরিশোধ করার পর যাষণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে ব্যক্তি সম্পর্কে তার সমাজের তিনজন জ্ঞানী লোক আদ্বাহুর নামে শপথ করে বলে যে, অমুকের জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, সেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত যাষণ করতে পারে, অতঃপর বিরত থাকবে। এরা ছাড়া অন্য কারো যাষণ করা হারাম।

حَدُّ الْغَنَى

৮৭-অনুচ্ছেদ : সচ্ছলতার পর্যায় বা স্তর।

২৫৭৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ حُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَا يُغْنِيهِ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حَسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ .

২৫৯৪। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, অথচ তার কাছে তার প্রয়োজন পূরণের সম-পরিমাণ মাল আছে, কিয়ামতের দিন সে মুখে ক্ষতযুক্ত অবস্থায় উথিত হবে। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কতটুকু মাল থাকলে সচ্ছল বলা যায়? তিনি বলেন : পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

بَابُ الْأَلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

৮৮-অনুচ্ছেদ : নাছোড়বান্দার মত যাষণ করা।

২৫৭৫- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارُهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ .

২৫৯৫। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা সাহায্য চাইতে গিয়ে নাছোড়বান্দার মত পীড়াপীড়ি করো না। তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে এমন জিনিস না চায় যা আমি অপছন্দ করি, তাহলে আমি তাকে যা দিবো তাতে বরকত হবে না।

مِنِ الْمُلْحِفِ

৮৯-অনুচ্ছেদ : নাছোড়বান্দা কে ।

২৫৯৬- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَالَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ .

২৫৯৬। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আমর ইবনে শূআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার চল্লিশটি দিরহাম রয়েছে সেই নাছোড়বান্দা (পীড়াপীড়িকারী)।

২৫৯৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَرَّحْتَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ مَنْ اسْتَغْنَى أَعْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ اسْتَعْفَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَالَ وَلَهُ قِيَمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِّنْ أُوقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ .

২৫৯৭। কুতায়বা (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে পৌঁছে বসে গেলাম। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন : যে ব্যক্তি স্বনির্ভরতা প্রার্থনা করে মহামহিম আল্লাহ তাকে স্বনির্ভরতা দান করেন। যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে বাঁচতে চায়, মহামহিম আল্লাহ তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকতে চায় মহামহিম আল্লাহ তাকে অল্পে তুষ্ট রাখেন। কোন ব্যক্তি যাঞ্চা করলো অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে, সে নাছোড়বান্দা। আমি মনে মনে বললাম, আমার ইয়াকূতা নামক উল্লীর মূল্য তো চল্লিশ দিরহাম-এর অধিক। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর কাছে কিছু চাইলাম না।

إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمَ وَكَانَ لَهُ عِدْلُهَا

৯০-অনুচ্ছেদ : যার কাছে নগদ অর্থ নাই কিন্তু তার সমমূল্যের মাল আছে।

২৫৯৮- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ

نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّهُ
 لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ
 لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا
 أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَافَا قَالَ
 الْأَسَدِيُّ فَقُلْتُ لِلْفَحْهَةِ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَةٍ وَالْأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ
 أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَيْنَبُ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى
 أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫৯৮। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার স্ত্রী বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যান এবং আমাদের আহারের জন্য তাঁর নিকট থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে আসুন। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর সামনে এমন এক লোক উপস্থিত পেলাম যে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাচ্ছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। লোকটি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল আর বলছিল, আমার বয়সের কসম! আপনি অবশ্য যাকে ইচ্ছা তাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার কাছে তাকে দেয়ার মত কিছুই না থাকার কারণে সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি যাঞ্চা করে অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম বা তার সম-মূল্যের কোন বস্তু থাকে, তবে সে নাছোড়বান্দারূপে চাইলো। আসাদ গোত্রীয় ব্যক্তি মনে মনে বললো, আমার উষ্ট্রের মূল্য চল্লিশ দিরহামেরও বেশী হবে। এক উকিয়া হলো চল্লিশ দিরহাম। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর নিকট সাহায্য চাইলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু যব ও শুক্ক আঙ্গুর (কিশমিশ) আসলে তিনি তা থেকে আমাদের মধ্যে বন্টন করলেন। এভাবে মহামহিম আল্লাহ আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

২৫৯৯ - أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنَى وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى .

২৫৯৯। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত বা দান-খয়রাত গ্রহণ করা হালাল নয় এবং দৈহিকভাবে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির জন্যও নয়।

مَسْأَلَةُ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ

৯১-অনুচ্ছেদ : উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির যাকাত করা ।

২৬০০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا آتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ فَرَاهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ شَيْئًا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ .

২৬০০। আমার ইবনে আলী (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (র) বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি তাকে বলেছেন, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে যাকাত থেকে কিছু চাইলো। তিনি তাদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন যে, তারা উভয়ে স্বাস্থ্যবান সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তোমরা চাও তবে তোমাদেরকে দিবো। কিন্তু সচ্ছল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য এতে কোন অংশ নেই।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ

৯২-অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট কোন ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা।

২৬০১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدُحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يُسَالَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ شَيْئًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأً .

২৬০১। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভিক্ষা চাওয়া এমন একটি ক্ষত যার দ্বারা মানুষ তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করুক, আর যার ইচ্ছা সে তা ত্যাগ করুক। তবে কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত প্রয়োজন।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ

৯৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের জন্য প্রার্থনা করা ।

২৬০২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةُ كَذُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ .

২৬০২। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভিক্ষা চাওয়া এমন একটি ক্ষত যার দ্বারা মানুষ তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করুক, আর যার ইচ্ছা সে তা ত্যাগ করুক। তবে কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত প্রয়োজন।

২৬০৩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .

২৬০৩। আবদুল জাব্বার ইবনুল আ'লা (র)... হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আবার তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আবারও আমাকে সাহায্য করলেন। আবার আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ মনমুগ্ধকর ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে তা গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

২৬০৪- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .

২৬০৪। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আবার তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আবারও আমাকে সাহায্য করলেন। আবার আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ মনমুগ্ধকর ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি এগুলো সত্ত্বটিতে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে তা গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

২৬০৫ - أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرُؤُا أَحَدًا بَعْدَكَ حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ .

২৬০৫। আর-রবী' ইবনে সুলায়মান (র)... উরওয়া ইবনুয যুবাইর ও সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (র) থেকে বর্ণিত। হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আমি তাঁর কাছে আবার সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে আবারও সাহায্য করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ হলো সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি এগুলো সত্ত্বটিতে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই সত্তার শপথ

যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আপনার কাছে চাওয়ার পর আমি আজীবন আর কারো কাছে কিছু চাইবো না।

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا مِّنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

৯৪-অনুচ্ছেদ ৪ না চাইতেই মহামহিম আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেন।

২৬০৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاجْرَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ .

২৬০৬। কুতায়বা (র)... ইবনুস-সাইদী আল-মালিকী (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করলেন। আমি যাকাত আদায় করে সেগুলো উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দিলাম। তিনি আমাকে কাজের বিনিময় দিতে আদেশ দিলেন। আমি তাকে বললাম, আমি এ কাজ মহিমাময় আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি এবং এর প্রতিদান আমি মহিমাময় আল্লাহর কাছে আশা করি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা তুমি গ্রহণ করো। আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যাকাত উসুল করেছি এবং তাঁকে তোমার মতই বলেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : না চাইতেই আমি তোমাকে কিছু দিলে তুমি তা গ্রহণ করো এবং (তা থেকে) আহর করো ও দান-খয়রাত করো।

২৬০৭- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةٌ فَلَا تَقْبَلُهَا قَالَ أَجَلُ إِنْ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْمَالَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لِي أَعْطِهِ مَنْ هُوَ

أَحْجُجُ إِلَيْهِ مَنِّي فَقَالَ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا
إِسْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬০৭। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আবু উবায়দুদ্বাহ আল-মাখযুমী (র)... আবদুদ্বাহ ইবনুস সাদী (র) সিরিয়া থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে আসলেন। তিনি তাকে বললেন, আমি শুনেছি যে, তুমি মুসলমানদের (সরকারী) কোন কাজে নিযুক্ত ছিলে। তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হলে তা তুমি নাকি গ্রহণ করোনি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমার পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ও দাস-দাসী আছে এবং আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমার ইচ্ছা, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদাকাহরূপ হোক। উমার (রা) বলেন, তুমি যা মনস্থ করেছো, আমিও তদ্রূপ মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বিনিময় দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, যে ব্যক্তি আমার চেয়েও বেশী অভাবী আপনি এই মাল তাকে দিন। তিনি একবার আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, যে লোক আমার চেয়েও বেশী অভাবী এই মাল আপনি তাকে দিন। তিনি বলেন : তোমার প্রার্থনা ও লালসা ব্যতীত যে মাল মহামহিম আল্লাহ তোমাকে দেন তা গ্রহণ করো এবং তা তোমার কাছে রেখে দাও (সঞ্চয় করো) অথবা দান-খয়রাত করো। আর যা তোমাকে দেয়া হয় না তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

২৬০৮ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَاقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ
أَحْدِثْ أَنْتَ تَلَى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَمَلَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ
بَلَى فَقَالَ عُمَرُ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ لِي أَفْرَاسُ وَأَعْبُدُ وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ
يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ
مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ
مَنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬০৮। কাছীর ইবনে উবায়দ (র)... আবদুদ্বাহ ইবনুস সাদী (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খেলাফতকালে তার কাছে এলেন। উমার (রা) তাকে বললেন, আমাকে কি বলা হয়নি যে, তুমি জনগণের (সরকারী) কাজে নিয়োজিত রয়েছো এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ করোনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমার (রা) বলেন,

এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম, আমার পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ও দাস-দাসী আছে এবং আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছি, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদাকাব্বরূপ হোক। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি তা করো না। তুমি যে রকম চাচ্ছো আমি তদ্রূপ চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পারিশ্রমিক দিলে আমি বললাম, আপনি আমার চেয়ে বেশী অভাবীদেরকে তা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি এগুলো গ্রহণ করো, সঞ্চয় করো অথবা দান-খয়রাত করো। তোমার প্রার্থনা ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তুমি তা গ্রহণ করো। আর যে মাল এভাবে আসে না তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

২৬০৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنْ لِيَ أَفْرَاسًا وَاعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬০৯। আমার ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইবনুস সা'দী (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খেলাফতকালে তার কাছে এলেন। উমার (রা) তাকে বললেন, আমাকে কি বলা হয়নি যে, তুমি জনগণের কাজে নিয়োজিত রয়েছো এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ করোনি? আমি বললাম, হাঁ। উমার (রা) বলেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম, আমার পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ও দাস-দাসী আছে এবং আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছি, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদাকাব্বরূপ হোক। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি তা করো না। তুমি যে রকম চাচ্ছো আমিও তদ্রূপ চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পারিশ্রমিক দিলে আমি বললাম, আপনি আমার চেয়ে বেশী অভাবীদেরকে তা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি এগুলো গ্রহণ করো, সঞ্চয় করো অথবা দান-খয়রাত করো। তোমার প্রার্থনা ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তুমি তা গ্রহণ করো। আর যে মাল এভাবে আসে না তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

২৬১০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬১০। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিনিময় দিলে আমি বললাম, আপনি তা আমার চেয়েও বেশী অভাবীদেরকে দিন। এরপর একবার তিনি আমাকে কিছু বিনিময় দিলে আমি তাঁকে বললাম, আপনি এটা আমার চেয়েও বেশী অভাবী ব্যক্তিকে দিন। তিনি বলেন : তুমি এটা গ্রহণ করো, সম্বল করো অথবা দান-খয়রাত করো। আর তোমার চাওয়া ও লালসা ব্যতীত কোন মাল তোমার হস্তগত হলে তুমি তা গ্রহণ করো, অন্যথা তুমি মালের পিছনে পড়ো না।

بَابُ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

৯৫-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বংশধরগণকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করা।

২৬১১- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُولَا لَهُ اسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاتَى عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَتَحَنُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

২৬১১। আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আমর (র)... আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা রবীআ ইবনুল হারিছ (রা) তাকে এবং ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করুন। আমরা এই অবস্থায় থাকতেই আলী (রা) এলেন এবং আমাদের বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের কাউকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করবেন না। আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, তখন আমি ও ফাদল (রা) রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলাম। তিনি আমাদের বলেন : এই যাকাত হলো লোকজনের ধন-সম্পদের ময়লা। তাই তা মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য হালাল নয়।

بَابُ ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

৯৬-অনুচ্ছেদ : ভাগ্নে মাতুল বংশের অন্তর্ভুক্ত।

২৬১২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةٍ أَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ نَعَمْ .

২৬১২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... শো'বা (র) বলেন, আমি আবু ইয়াস মুআবিয়া ইবনে কুররা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভাগ্নে মাতুল বংশের সদস্য হিসাবে গণ্য? আবু ইয়াস (র) বলেন, হ্যাঁ।

২৬১৩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ .

২৬১৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : ভাগ্নে মাতুল বংশের সদস্য হিসাবে গণ্য।

بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

৯৭-অনুচ্ছেদ : মুক্তদাস মনিব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

২৬১৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي

مَخْرُومٌ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتَّبِعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنْ مَوَلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ .

২৬১৪। আমর ইবনে আলী (র)... আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করলেন। আবু রাফে' (রা) তার সাথে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। কোন গোত্রের মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত।

الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

৯৮-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়।

২৬১৫- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ .

২৬১৫। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে কিছু দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : এটা উপঢৌকন না সদাকা? সদাকা বলা হলে তিনি তা খেতেন না এবং উপঢৌকন বলা হলে তিনি হস্ত প্রসারিত করে তা গ্রহণ করতেন।^১

إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

৯৯-অনুচ্ছেদ : যাকাত বা মাল্লত হস্তান্তর হলে।

২৬১৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا وَأَنْهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَا مَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيْرْتُ حِينَ أَعْتَقْتُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا مِمَّا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

১. সদাকা (صَدَقَةٌ) শব্দটি একাধারে বাধ্যতামূলক যাকাত, মাল্লত এবং স্বাভাবিক দান-খয়রাত সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় (অনুবাদক)।

২৬১৬। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা (রা)-কে খরিদ করে দাসত্বমুক্ত করার ইচ্ছা করলেন। তার মালিকেরা তার মীরাছ প্রাপ্তির শর্ত আরোপ করলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা জানান। তিনি বলেন : তুমি তাকে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করো। কেননা মুক্তিদাতাই মীরাছের হকদার। দাসত্বমুক্তি দিয়ে তাকে এখতিয়ার দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু গোশত আনা হলে তাকে বলা হলো, এটা বারীরা (রা)-কে যে মান্নতের (সদাকা) গোশত দেয়া হয়েছে তা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এটা তার জন্য মান্নত (সদাকা) এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

شراء الصدقة

১০০-অনুচ্ছেদ : সদাকা করে পুনরায় তা ক্রয় করা।

২৬১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَارْدَتْ أَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَانِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

২৬১৭। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... যয়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি মহামহিমাবিত আব্দাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে সেটিকে অকেজো করে ফেললো। আমি তার থেকে তা কিনে নিতে মনস্থ করলাম। আমি ভাবলাম, সে তা সস্তা দামেই বিক্রয় করবে। আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তুমি তা ক্রয় করো না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামে দেয়। কেননা দান ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি নিজ বমি ডঙ্কণকারী কুকুরতুল্য।

২৬১৮- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَرَأَهَا تَبَاعَ فَأَرَادَ شِرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ

২৬১৮। হারুন ইবনে ইসহাক (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি ঘোড়া আব্দাহর রাস্তায় দান করেছিলেন। তিনি তা বিক্রয় হতে দেখে ক্রয় করতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি নিজের দান ফিরিয়ে নিও না।

২৬১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدَهَا تَبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ .

২৬১৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... উমার (রা) একটি ঘোড়া মহিমময় আব্দুল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় হতে দেখে তিনি সেটা ক্রয় করতে চাইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি নিজের দান ফেরত নিও না।

২৬২০- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرٌ وَبَزِيدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَتَابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يُخْرِصَ الْعِنَبَ فَتُوذَى زَكَاتُهُ زَيْبًا كَمَا تُوَذَى زَكَاتُ النَّخْلِ تَمْرًا .

২৬২০। আমর ইবনে আলী (র)... সাদিক ইবনুল মুসায়ায (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আতা'ব ইবনে উসাইদ (রা)-কে অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ) দ্বারা তার যাকাত পরিশোধ করতে বললেন, যেমন খেজুরের যাকাত শুকনা খেজুর দ্বারা পরিশোধ করা হয়।

كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ (হজ্জের নিয়ম-কানুন)

بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ

১-অনুচ্ছেদ : হজ্জ করা ফরয ।

২৬২১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَأَسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ مَا قُمْتُ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ .

২৬২১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মুখাররামী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : মহামহিমাবিত আদ্বাহ নিশ্চয় তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। এক ব্যক্তি বললো, প্রতি বছর? তিনি তার কথায় নীরব থাকলেন। সে তিনবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো। অতঃপর তিনি বললেন : যদি আমি বলতাম, 'হাঁ', তবে অবশ্যই তা প্রতি বছরের জন্য ফরয হতো। যদি তদুপরি তা ফরয হতো, তবে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। আমি তোমাদের যা বলি না সেক্ষেত্রে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (জিজ্ঞেস করো না)। কেননা তোমাদের

পূর্বে অনেক জাতি তাদের ব্যাপক প্রশ্ন করায় এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা তোমরা যথাসাধ্য অনুসরণ করো এবং কোন কাজ করতে নিষেধ করলে তা থেকে বিরত থাকো।

২৬২২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدَّوْلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ كُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ إِذَا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ .

২৬২২। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে আবদুল্লাহ আন-নিশাপুরী (র)... ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তখন আক্বাস ইবনে হাবিস আত-তামীমী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তা কি প্রতি বছরের জন্য? তিনি নীরব থাকলেন, অতঃপর বললেন : আমি যদি বলতাম, 'হাঁ', তবে তদ্রূপই তা ফরয হতো। তখন তোমরা তা শুনতেও না এবং মানতেও না। কিন্তু (জীবনে) হজ্জ একবারই ফরয।

وَجُوبُ الْعُمْرَةِ

২-অনুচ্ছেদ : উমরা করা ওয়াজিব।

২৬২৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي زُرَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الطَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ .

২৬২৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু রাযীন (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। হজ্জ বা উমরা কোনটি করারই সামর্থ্য তার নেই এবং তিনি যানবাহনে যাতায়াত করতেও অক্ষম। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা পালন করো।

فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

৩-অনুচ্ছেদ : ঐটিমুক্ত হজ্জের কথীলাত ।

২৬২৪- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُؤدُ بْنُ وَهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا .

২৬২৪। আবদা ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাফফার আল-বাসরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতই হলো ঐটিমুক্ত হজ্জের প্রতিদান এবং এক উমরা পরবর্তী উমরা করার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য শুনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়।

২৬২৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ مِثْلُهُ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا .

২৬২৫। আমর ইবনে মানসুর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতই হলো ঐটিমুক্ত হজ্জের পুরস্কার। ১... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বলেন : দুই হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ের (শুনাহর) কাফফারা হবে।

فَضْلُ الْحَجِّ

৪-অনুচ্ছেদ : হজ্জের কথীলাত ।

২৬২৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ .

১. ঐটিমুক্ত হজ্জ (হজ্জ মাবরুর) বলা হয়, যে হজ্জ পালনকালে আপত্তিকর কোন কাজ করা হয় না এবং গুরুতর কোন পাপাচারও সংঘটিত হয় না। ডাবাৰ্ধে একেই বলে মাকবুল (আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য) হজ্জ (অনুবাদক)।

২৬২৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ কাজ সর্বোত্তম? তিনি বলেন : আল্লাহর উপর ঈমান আনা। সে বললো : তারপর কোন্টি? তিনি বলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। সে বললো, তারপর কোন্টি? তিনি বলেন : মাবরুর (আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য) হজ্জ।

২৬২৭- أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ اَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفَدُ اللّٰهُ ثَلَاثَةَ الْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ .

২৬২৭। ঈসা ইবনে ইবরাহীম ইবনে মাছরুদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিনিধি—জিহাদরত ব্যক্তি (গাযী), হজ্জ আদায়রত ব্যক্তি ও উমরা পালনে রত ব্যক্তি।

২৬২৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اِبْنِ اَبِيْ هَلَالٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْءِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

২৬২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বৃদ্ধ, নাবালগ, দুর্বল ও নারীদের জিহাদ হলো—হজ্জ ও উমরা করা।

২৬২৯- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ اِبْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২৬২৯। আবু আম্মার আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ আল-মারওয়যী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই ঘরের (বায়তুল্লাহর) হজ্জ করলো, অশ্লীল কথা বললো না এবং কোন পাপ করলো না সে সদ্যজাত শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

২৬৩০- أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ اِبْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِيْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا نَخْرُجُ فُتْجَاهَدَ مَعَكَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ
الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَفْضَلُ (أَحْسَنُ) الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

২৬৩০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা বিন্তে তাল্হা (র) বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার সাথে জিহাদে যোগদান করবো না? আমি আল-কুরআনে জিহাদ অপেক্ষা অধিক উত্তম কোন আমলই দেখছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : না, বরং অতি উত্তম ও সৌন্দর্যপূর্ণ জিহাদ হলো বায়তুল্লাহর হজ্জ, হজ্জে মাবরুর।

فَضْلُ الْعُمْرَةِ

৫-অনুচ্ছেদ : উমরার কফীলাত।

২৬৩১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ
الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

২৬৩১। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহর কাফফারা হয়। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরুর-এর প্রতিদান।

فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৬-অনুচ্ছেদ : হজ্জের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ করার কফীলাত।

২৬৩২- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبَرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

২৬৩২। আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা হজ্জ সমাপনের পর উমরা করো এবং উমরা সমাপনের পর হজ্জ করো। কেননা তা অভাব-অনটন ও পাপকে দূর করে যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

২৬৩৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو
خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ .

২৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে আইউব (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা হজ্জ আদায়ের পর উমরা করো এবং উমরা আদায়ের পর হজ্জ করো। কেননা তা অভাব ও পাপ দূর করে, যে রূপ হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে। আর জান্নাতই হলো হজ্জ মাবরুরের সওয়াব (পুরস্কার)।

الْحَجُّ عَنِ الْمَيْتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ

৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হজ্জ করার মানত করার পর মারা গেছে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

২৬৩৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ فَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَقَاءِ .

২৬৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা হজ্জ আদায়ের মানত করার পর মারা গেলো। তার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : তুমি কি মনে করো, যদি তোমার বোনের অনাদায়ী দেনা থাকতো তবে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বললো, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাহলে আল্লাহর হকও আদায় করো। কেননা তা আদায়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

الْحَجُّ عَنِ الْمَيْتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গিয়েছে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

২৬৩৫- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهَذَلِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يُسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُمَهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ

أَقْبِرْزَى عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحْجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا
لَمْ يَكُنْ يُجْزَى عَنْهَا فَلْتَحْجَّ عَنْ أُمِّهَا .

২৬৩৫। ইমরান ইবনে মুসা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সিনান ইবনে সালামা আল-জুহানী (রা)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, তার মা হজ্জ না করে মারা গিয়েছেন। তার মায়ের পক্ষ থেকে সে হজ্জ করলে তা যথেষ্ট হবে কি? তিনি বলেন : হ্যাঁ। যদি তার কোন দেনা থাকতো এবং তার পক্ষ থেকে সে তা আদায় করতো, তবে কি তার মায়ের পক্ষ থেকে তা আদায় হতো না? অতএব সে যেন তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে।

২৬৩৬- أَخْبَرَنِي عُمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
السَّخْتِيَانِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ
النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحْجَّ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكَ .

২৬৩৬। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী ﷺ-কে নিজ পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তিনি হজ্জ না করে মারা গিয়েছেন। তিনি বলেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

الْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

৯-অনুচ্ছেদ : যানবাহনে স্থির থাকতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

২৬৩৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ غَدَاةً جَمَعَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى
الرَّحْلِ أَفَأُحِجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

২৬৩৭। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা মুযদালিফায় ভোরবেলা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দাদের উপর আল্লাহর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর তার অতি বার্ধক্যে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি যানবাহনে স্থির থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন : হ্যাঁ।

২৬৩৮- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

২৬৩৮। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ আল-মাখযুমী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

الْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

১০-অনুচ্ছেদ : অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরা করা।

২৬৩৯- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَالظَّنُّ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ .

২৬৩৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু রাযীন আল-উকায়লী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অক্ষম বৃদ্ধ লোক। হজ্জ বা উমরা করার সামর্থ্য তার নেই এবং যানবাহনে যাতায়াতেরও। তিনি বলেন : তুমি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা করো।

تَشْبِيهِ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدِّينِ

১১-অনুচ্ছেদ : ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায় করার তুলনা।

২৬৪০- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتُ تَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ .

২৬৪০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) বলেন, খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি রাহুতুল্লাহ -এর নিকট এসে বললো, আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক। তিনি যানবাহনে যাতায়াত করতে অক্ষম, অথচ তার উপর অল্লাহর নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ  বলেন : তুমি কি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তুমি কি

মনে করো, যদি সে ঋণগ্রস্ত থাকতো তবে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : অতএব তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

২৬৬১- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ تَقْضِيهِ (قَاضِيَهُ) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ .

২৬৪১। আবু আসেম খুশাইশ ইবনে আসরাম আন-নাসাঈ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা মারা গিয়েছেন কিন্তু হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন : তোমার কি মত, সে যদি ঋণগ্রস্ত থাকতো, তবে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তাহলে আব্বাহর ঋণ শোধ করা অধিক অগ্রগণ্য।

২৬৬২- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَنْ شَدَّدَتْهُ خَشْيَتُهُ أَنْ يَمُوتَ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ .

২৬৪২। মুজাহিদ ইবনে মুসা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এবং তিনি তার বাহনে স্থির থাকতে অক্ষম। আমি তাকে (হজ্জ করতে) জোরাজুরি করলে তার মৃত্যুর আশংকা করি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন : তোমার কি মত, যদি সে ঋণগ্রস্ত থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করতে, তবে তা কি যথেষ্ট হতো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

حَجُّ الْمَرَأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

১২-অনুচ্ছেদ : পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ করা।

২৬৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خُثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

২৬৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে বাহনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে এলো। তখন ফাদল ঐ মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং ঐ মহিলাও তার দিকে তাকাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলের মুখমণ্ডল অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দাদের উপর আত্মাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর তার অতি বার্বক্যে ফরয হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন : হ্যাঁ। ঘটনাটি বিদায় হজ্জের সময়কার।

٢٦٤٤- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خُثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرِ.

২৬৪৪। আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিদায় হজ্জের সময় ফাতওয়া জানতে চাইলো। তখন ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দাদের উপর আত্মাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর তার অতি বার্বক্যে আদায়যোগ্য হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে অক্ষম। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা কি আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : হ্যাঁ। ফাদল

ইবনে আব্বাস ঐ মহিলার দিকে তাকাতে থাকে। মহিলাটি ছিল পরমা সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলকে ধরে তার মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرَأَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ : মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষের হজ্জ করা।

২৬৬৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ .

২৬৪৫। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র).... ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জব্বুয়ানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা অতি বৃদ্ধ। তাকে বাহনের উপর উঠালে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। তাকে বেঁধে নিলে তাতে তার মৃত্যু হওয়ার আশংকা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার কি মত, যদি তোমার মাতা স্বগ্নস্ত থাকতো, তবে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন : অতএব তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

مَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ اكْبَرُ وَلَدِهِ

১৪-অনুচ্ছেদ : কারো পক্ষ থেকে তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের হজ্জ করা সুস্তাহাব।

২৬৬৬- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ اكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ فَحُجَّ عَنْهُ .

২৬৪৬। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)... ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন : তুমি তোমার পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। অতএব তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ

১৫-অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানসহ হজ্জ করা ।

২৬৬৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ .

২৬৪৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তুলে ধরে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

২৬৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ هُودَجٍ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ .

২৬৪৮। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক মহিলা শিবিকার মধ্য থেকে তার শিশু সন্তানকে উপরে তুলে ধরে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

২৬৬৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا فَقَالَتْ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ .

২৬৪৯। আমর ইবনে মানসুর (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক মহিলা একটি শিশুকে উচু করে নবী ﷺ-এর সামনে তুলে ধরে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

২৬৭০- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرُّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ

قَالُوا مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَأَخْرَجَتْ امْرَأَةً صَبِيًّا مِنَ الْمِحْفَةِ فَقَالَتْ
إِلْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ .

২৬৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জশেষে ফেরার পথে আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে একদল লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কারা? সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাবী বলেন, তখন এক মহিলা শিবিকা থেকে একটি শিশুকে বের করে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, এবং সওয়াব তোমার।

٢٦٥١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادٍ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَخِي رَشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ
أَبُو الرِّبْعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ إِنْ هَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ .

২৬৫১। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি শিশুসহ মহিলাটি ছিল তার শিবিকার মধ্যে। সে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

الْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ

১৬-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যে সময় রওয়ানা হয়েছেন।

٢٦٥٢- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخُمْسِ
يَقِينٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يُحِلَّ .

২৬৫২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন : যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন বাইতুল্লাহর তাওয়ারফ সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যায় (ইহ্রামের বস্ত্র ত্যাগ করে)।

الْمَوَاقِيتُ (মীকাতসমূহ)

مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের মীকাত ।

২৬৫৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَيَلْغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمٍ .

২৬৫৩। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে ‘যুল-হুলায়ফা’ থেকে, সিরিয়াবাসীরা আল-জুহফা’ থেকে এবং নজ্দবাসীরা ‘কারন’ থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর ইয়ামানবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে ‘ইয়ালামলাম’ থেকে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ

১৮-অনুচ্ছেদ : সিরিয়াবাসীদের মীকাত ।

২৬৫৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهَلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهَلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيُزْعَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৬৫৪। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কোন্ স্থান থেকে আমাদেরকে ইহ্রাম বাঁধতে নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে ‘যুলহুলায়ফা’ থেকে, সিরিয়াবাসীরা আল-জুহফা’ থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। নজ্দবাসীরা ‘কারন’ থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। ইবনে উমার (রা) বলেন, লোকজন মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ইয়ামানবাসীগণ 'ইয়ালামলাম' থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমার (রা) বলতেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জানতে পারিনি।

مِيقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ

১৯-অনুচ্ছেদ : মিসরবাসীদের মীকাত।

২৬৫৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ أَفْلَحِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ .

২৬৫৫। আমার ইবনে মানসুর (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য 'আল-জুহফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতু ইরক' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ

২০-অনুচ্ছেদ : ইয়ামানবাসীদের মীকাত।

২৬৫৬- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَتَتْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ .

২৬৫৬। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'আল-জুহফা', নজদবাসীদের জন্য 'কারুন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'। তিনি বলেছেন : এই সকল মীকাত তো ঐ সকল এলাকার অধিবাসীদের জন্য এবং যেসব লোক ঐ স্থানের বাসিন্দা নয়, কিন্তু এসকল স্থান দিয়ে আগমন করে তাদের জন্যও। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে রয়েছে, তারা স্বস্থান থেকে এবং মক্কাবাসীদের জন্যও স্বস্থান।

مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

২১-অনুচ্ছেদ : নজদবাসীদের মীকাত ।

২৬৫৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ وَيَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

২৬৫৭। কুতায়বা (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীরা তালবিয়া পাঠ করবে (ইহরাম বাঁধবে) ‘যুলহুলায়ফা’ থেকে, সিরিয়াবাসীরা ‘আল-জুহুফা’ থেকে এবং নজদবাসীরা ‘কার্ন’ থেকে। আর আমি শুনি, কিন্তু আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীরা তালবিয়া পাঠ করবে (ইহরাম বাঁধবে) ‘ইয়ালামলাম’ থেকে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

২২-অনুচ্ছেদ : ইরাকবাসীদের মীকাত ।

২৬৫৮- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَافِيِّ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصَرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرِيقٍ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

২৬৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশ্কার আল-মাওসিলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য ‘যুলহুলায়ফা’, সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য ‘আল-জুহুফা’, ইরাকীদের জন্য ‘যাতু ইরক’, নজদবাসীদের জন্য ‘কার্ন’ এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ

২৩-অনুচ্ছেদ : যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে বসবাস করে।

২৬৫৯- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ

الْيَمَنَ يَلْمَلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سَوَّاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ .

২৬৫৯। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য ‘যুলহুলায়ফা’, সিরিয়াবাসীদের জন্য ‘আল-জুহফা’, নজদবাসীদের জন্য ‘কার্ন’ এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন : এ সকল মীকাত উল্লিখিত দেশের অধিবাসীদের জন্য এবং এ সকল লোকের জন্যও যারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এ সকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে থাকে তারা স্বস্থান থেকে, এমনকি মক্কাবাসীদের জন্যও স্বস্থান।

২৬৬০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُمْ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَنْ أَهْلَ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا .

২৬৬০। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য ‘যুলহুলায়ফা’, সিরিয়াবাসীদের জন্য ‘আল-জুহফা’, ইয়ামানবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’ এবং নজদবাসীদের জন্য ‘কার্ন’-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ সকল স্থান তাদের জন্য এবং যারা এ সকল স্থান দিয়ে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্যও। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসী তারা হজ্জ ও উমরার ইচ্ছা করলে নিজ নিজ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধবে স্ব স্ব স্থান থেকে।

১. যে স্থান বরাবর পৌছে হজ্জযাত্রীদের ইহরাম বাঁধতে হয় তাকে মীকাত বলে। হজ্জযাত্রীরা ইহরাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারে না। মীকাতের স্থানসমূহ নিম্নরূপ :

‘যুল-হুলায়ফা’ মদীনাবাসীদের মীকাত। এর বর্তমান নাম ‘আবইয়রাক আলী’। এলাকাটি মদীনার ছয়-সাত মাইল দূরে অবস্থিত। ‘আল-জুহফা’ সিরিয়াবাসীদের এবং এপথ দিয়ে যারা আসবে তাদের মীকাত। এটা রাবাগ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম।

‘কারনুল মানাযিল’ নজদবাসীদের মীকাত, এর বর্তমান নাম আস-সায়েল।

‘ইয়ালামলাম’ ইয়ামানবাসীদের মীকাত। এটা তিহামার একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ পূর্বাঞ্চলের হজ্জযাত্রীদেরও এটাই মীকাত।

‘যাতু ইরক’ ইরাকবাসীদের মীকাত। সহীহ মুসলিমে জাবের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই মীকাতের উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “ওয়া মাহাল্ল আহলিল ইরাকে মিন যাতে ইরকিন” (ইরাকবাসীদের মীকাত হচ্ছে যাতু ইরক)।

যারা হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা রাখে না তাদের জন্য মীকাতে পৌছে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। ইমাম শাফিঈর এই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে মীকাতের সীমার অভ্যন্তরের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদের পক্ষে কোন অবস্থায়ই ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ জায়েয নয়। হ. : উমরা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মাসয়ালায় জন্য আমার লেখা “কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হজ্জ উমরা যিয়ারত” গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে (অনুবাদক)।

التَّعْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

২৪-অনুচ্ছেদ : যুলহলায়ফায় রাত যাপন ।

২৬৬১- أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثُودٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَيْدَاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا .

২৬৬১। ইসা ইবনে ইবরাহীম ইবনে মাছরুদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র পুত্র উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফার বায়দা নামক স্থানে রাত যাপন করেছেন এবং সেখানকার মসজিদে নামায পড়েছেন।

২৬৬২- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَهُوَ فِي الْمَعْرِسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَتَى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَيْطَحَاءَ مُبَارَكَةٌ .

২৬৬২। আব্দা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তিনি যুলহলায়ফার আল-মুআররাস নামক স্থানে ছিলেন।^১ তখন তাঁর নিকট ওহী এলো এবং তাকে বলা হলো : আপনি বরকতপূর্ণ উপত্যকায় আছেন।

২৬৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَيْطَحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا .

২৬৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফার উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন।

الْبَيْدَاءُ

২৫-অনুচ্ছেদ : আল-বায়দা ।

২৬৬৪- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَاهْلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ .

১. মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম (অনুবাদক)।

২৬৬৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বায়দা নামক স্থানে যুহরের নামায পড়েছেন। তিনি বাহনে সওয়ার হয়ে আল-বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করে যুহরের নামাযান্তে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধেন।

الْغُسْلُ لِلْأَهْلَالِ

২৬-অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম বাঁধার জন্য গোসল করা ।১

২৬৬৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرَّهَا فَلْيَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتْهَلْ .

২৬৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আসমা বিন্তে উমায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বাক্র আস-সিন্দীক (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদকে আল-বায়দায় প্রসব করেন। আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন : তাকে গোসল করে ইহ্রাম বাঁধতে নির্দেশ দাও।

২৬৬৬- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَاتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تَهَلْ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

২৬৬৬। আহমাদ ইবনে ফাদালা ইবনে ইবরাহীম আন-নাসাঈ (র)... আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তার সাথে তার স্ত্রী আসমা বিন্তে উমায়েস আল-খাছআমিয়াও ছিলেন। তারা যুলহলায়ফায় পৌছলে আসমা (রা) আবু বাক্র (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদকে প্রসব করেন। আবু বাক্র (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাক্র (রা)-কে

১. হজ্জ অথবা উমরা আদায় করার জন্য যে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা হয় তাকে ইহ্রাম বাঁধা বলে এবং এই পোশাক পরিধানকারীকে ‘মুহরিম’ বলে (অনুবাদক)।

আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে গোসল করে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে আদেশ দেন। এরপর অন্যান্য লোক যা করে সেও তা করবে, কিন্তু সে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ

২৭-অনুচ্ছেদ ৪ ইহ্রামের অবস্থায় গোসল করা।

২৬৬৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيْ الْبَيْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ يَغْنِي رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

২৬৬৭। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আল-আবওয়া নামক স্থানে মতভেদে লিপ্ত হলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইবে এবং মিসওয়্যার (রা) বলেন, সে তার মাথা ধুইবে না। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে (আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইনকে) আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠান। আমি তাকে কূপের পাশের দু'টি কাঠের মধ্যস্থলে একটি কাপড় দ্বারা আড়াল করে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথা ধৌত করতেন, তা আপনার নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আবু আইউব (রা) কাপড়ের উপর হাত রেখে তা সরিয়ে দিলেন, তাতে তার মাথা দৃশ্যমান হলো। তিনি এক লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন, তারপর দুই হাত দ্বারা তিনি মাথা ঝাড়া দিলেন, পরে উভয় হাত একবার সামনের দিকে এবং একবার পিছন দিকে নিলেন, তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

النَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوعَةِ بِالْوَرَسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الْأَحْرَامِ

২৮-অনুবাদ : ইহরাম অবস্থায় যাকরান ও ওয়ারস গাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

২৬৬৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بَوَرَسٍ .

২৬৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামধারী ব্যক্তিকে যাকরান ও ওয়ারস গাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

২৬৬৯- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, ইহরামধারী ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে? তিনি বলেন : সে জামা, পাজামা, পাগড়ী, যাকরান বা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত পোশাক এবং মোজা পরবে না, কিন্তু যার জুতা নাই। যদি সে জুতাজোড়া সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে মোজা দুই গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত কেটে ফেলে দিয়ে তা পরিধান করবে।

الْجُبَّةُ فِي الْأَحْرَامِ

২৯-অনুবাদ : ইহরাম অবস্থায় জুবা পরিধান করা।

২৬৭০- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَوْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ

فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ إِلَى عُمَرَ أَنْ تَعَالَ فَادْخَلَتْ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ
 قَدْ أَحْرَمَ فِي جَبَّةٍ بِعُمَرَةَ مُتَضَمِّعٌ بِطَيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ
 قَدْ أَحْرَمَ فِي جَبَّةٍ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَغِطُّ لَذَلِكَ فَفَسَّرَنِي
 عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي أَنْفًا فَأَتَنِي بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الْجَبَّةُ فَاخْلَعْهَا
 وَأَمَّا الطَّيْبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدَثْ أَحْرَامًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَحْدَثَ
 أَحْرَامًا مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرُ نُوْحٍ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ
 وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

২৬৭০। নূহ ইবনে হাবীব আল-কুমাসী (র)... সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র)
 থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহা! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর
 ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁকে দেখতে পেতাম। একদা আমরা আল-জিয়িররানা নামক
 স্থানে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট
 ওহী আসলে উমার (রা) আমাকে ইশারা করে বলেন, এদিকে এসো। আমি তাঁবুর ভিতরে
 আমার মাথা ঢুকালাম। তখন এক লোক উমরার জন্য সুগন্ধিযুক্ত জুবা পরিহিত অবস্থায়
 ইহ্রাম বেঁধে তাঁর নিকট এলো। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি জুবা পরিহিত
 অবস্থায় ইহ্রাম বেঁধেছে তার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তখনও তাঁর উপর ওহী নাযিল
 হচ্ছিল। তাতে নবী ﷺ নাক ডাকতে লাগলেন। ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা কেটে গেলে
 তিনি বলেন : একটু পূর্বে যে ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিল সে কোথায়? লোকটিকে আনা
 হলে তিনি বলেন : তোমার জুবা খুলে ফেলো, সুগন্ধি ধুয়ে ফেলো, তারপর নতুন করে
 ইহ্রাম বাঁধো। অধস্তন রাবী আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, 'তারপর নতুন ইহ্রাম
 বাঁধো', নূহ ইবনে হাবীব ব্যতীত অন্য কেউ এই কথাটুকু রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমি
 জানি না। আমি এটিকে যথার্থ (মাহ্ফুজ) বলেও মনে করি না। পবিত্রতম সত্তা আল্লাহ
 তাআলাই সর্বজ্ঞ।

الْنَهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُحْرِمِ

৩০-অনুচ্ছেদ : মুহর্রিম ব্যক্তির জামা পরিধান করা নিষেধ।

২৬৭১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا
 الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ

نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ
الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ .

২৬৭১। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ
-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহর্রিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ
বলেন : তোমরা জামা, পাগড়ি, পায়জামা, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করো না।
কেউ একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে সে একজোড়া মোজা পরিধান করতে
পারবে। তবে সে যেন তা (উপরিভাগ থেকে) গোছাঘয়ের নীচ পর্যন্ত কেটে ফেলে দেয়।
আর তোমরা ইহরাম অবস্থায় যাফরান অথবা ওয়ারস গাसे রঞ্জিত কাপড় পরবে না।

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الْأَحْرَامِ

৩১-অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ।

২৬৭২- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا
أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَقَالَ عَمْرُو مَرَّةً أُخْرَى الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا
السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ
الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

২৬৭২। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো,
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ইহরাম বাঁধলে পর কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন :
তোমরা জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও মোজা পরবে না। কিন্তু যদি তোমাদের কারো একজোড়া
জুতা না থাকে, তবে মোজাজোড়া (উপরিভাগ থেকে) পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত কেটে
নিবে। আর তোমরা ওয়ারস ও যাফরান-এ রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না।

الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْأَزَارَ

৩২-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি লুঙ্গি না পেলে তার পায়জামা পরার অনুমতি আছে।

২৬৭৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْأَزَارَ
وَالْخُفَيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ التَّعْلِينَ لِلْمُحْرِمِ .

২৬৭৩। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : মুহর্রিম ব্যক্তি লুজ্জি যোগার করতে না পারলে পায়জামা পরিধান করবে এবং একজোড়া জুতা যোগার করতে না পারলে একজোড়া মোজা পরিধান করবে।

২৬৭৪- أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ .

২৬৭৪। আইউব ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াযযান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মুহর্রিম ব্যক্তি লুজ্জি যোগার করতে না পারলে পায়জামা পরিধান করবে এবং একজোড়া জুতা যোগার করতে না পারলে একজোড়া মোজা পরিধান করবে।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ

৩৩-অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখাভরণ ব্যবহার করা নিষেধ।

২৬৭৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَانِمَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ مَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَّازِينَ .

২৬৭৫। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যদি কারো একজোড়া জুতা না থাকে, তবে সে পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত একজোড়া মোজা পরিধান করবে। আর তোমরা যা'ফরান বা ওয়ারস ঘাসে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না। আর মুহর্রিম নারী নেকাব (মুখাভরণ) পরিধান করবে না, হাতমোজাও পরিধান করবে না।

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبِرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় মস্তকাভরণ পরা নিষেধ।

২৬৭৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا

الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَائِيسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ .

২৬৭৬। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা জামা, পাগড়ী, পায়জামা, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে একজোড়া মোজা পরিধান করবে, তবে তা (উপরিভাগ থেকে) পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত কেটে নিবে। আর তোমরা ওয়ারস ও যাক্কান রং মিশ্রিত কাপড়ও পরিধান করো না।

২৬৭৭- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبِسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبَرَائِيسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

২৬৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন : তোমরা জামা, পাগড়ী, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো একজোড়া জুতা না থাকলে সে পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত একজোড়া মোজা পরিধান করবে। আর তোমরা যাক্কান কিংবা ওয়ারস-এ রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করো না।

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْأَحْرَامِ

৩৫-অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষেধ।

২৬৭৮- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا تَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا

تَلْبَسَ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السُّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৭৮। আবুল আশআছ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাক দিয়ে বললো, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন : তুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করো না। কিন্তু তুমি একজোড়া জুতা না পেলে একজোড়া মোজা পরতে পারো। অতএব একজোড়া জুতা না থাকলে গোছার নীচে পর্যন্ত মোজা পরতে পারো।

২৬৭৯- أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا تَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا السُّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّاءَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرَسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .

২৬৭৯। আবুল আশআছ আহমাদ ইবনুল মিকদাম (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে উচ্চস্বরে বললো, আমরা ইহ্রাম বাঁধলে কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন : তুমি জামা, পাগড়ী, মস্তকাভরণ, পায়জামা ও মোজা পরিধান করো না, কিন্তু একজোড়া জুতা না থাকলে। অতএব একজোড়া জুতা না থাকলে পায়ের গোছার নীচ পর্যন্ত একজোড়া মোজা পরবে, আর ওয়ারস ও যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না।

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الْأَحْرَامِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ।

২৬৮০- أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا فِي الْأَحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلَا السُّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا الْخُفَّاءَ .

২৬৮০। হানাদ ইবনুস সারী (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় জামা, পায়জামা, পাগড়ী, মস্তকাভরণ ও মোজা পরবে না।

الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الْأَحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : কারো একজোড়া জুতা না থাকলে ইহরাম অবস্থায় তার মোজা পরার অনুমতি আছে।

২৬৮১- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৮১। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইহরামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি সংগ্রহ করতে না পারলে পায়জামা পরবে এবং একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরবে, কিন্তু তা গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত কেটে নিবে।

قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

৩৮-অনুচ্ছেদ : পায়ের দুই গোছার নিম্নভাগ থেকে মোজাছন্ন কেটে ফেলা।

২৬৮২- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُونٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৮২। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : ইহরামধারী ব্যক্তি একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে একজোড়া মোজা গোছাছয়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত কর্তন করে যেন পরিধান করে।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقَفَازِينَ

৩৯-অনুচ্ছেদ : মুহরিম মহিলার জন্য হাতমোজা পরা নিষেধ।

২৬৮৩- أَخْبَرَنَا سُؤْدَةُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْأَحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا

السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ
أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا
تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ .

২৬৮৩। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহরামের জন্য আপনি আমাদেরকে কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা জামা, পায়জামা ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যার একজোড়া জুতা নাই সে একজোড়া মোজা পরতে পারবে গোছার নিচ পর্যন্ত। আর সে যাকরান ও ওয়ারস-এর রংযুক্ত কাপড় পরবে না। আর মুহরিম মহিলা নেকাব (মুখাভরণ) পরিধান করবে না এবং হাতমোজাও পরবে না।

التَّلْبِيدُ عِنْدَ الْأَحْرَامِ

৪০-অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় চুলে জট ধরানো।

٢٦٨٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخِيهِ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلَوْا وَلَمْ تَحُلْ مِنْ عُمَرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي
وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلُّ مِنَ الْحَجِّ .

২৬৮৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... হাফসা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকজন ইহরাম বস্ত্র ত্যাগ করে হালাল হয়েছে অথচ আপনি আপনার উমরার ইহরাম ত্যাগ করেননি। তিনি বলেন : আমি আমার মাথার চুলে জট ধরিয়েছি এবং আমার কোরবানীর পুত্র গলায় মালা পরিয়েছি। আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারছি না।

٢٦٨٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ
وَأَنَا سَمِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلَبَّدًا .

২৬৮৫। আহমাদ ইবনে আমর ইবনুস সারহ (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মাথার চুল জটবাঁধা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করেছেন (ইহরাম বেঁধেছেন)।

إِبَاحَةُ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْأَحْرَامِ

৪১-অনুচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ।

২৬৮৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدِي .

২৬৮৬। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর ইহরামের সময় এবং যখন তিনি ইহরাম খোলার ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর ইহরাম খোলার পূর্বে আমি আমার নিজ হাতে তাঁর দেহে সুগন্ধি মাখিয়েছি।

২৬৮৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُطَوِّفَ بِالْبَيْتِ .

২৬৮৭। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বে ইহরাম খোলার জন্যও সুগন্ধি লাগিয়েছি।

২৬৮৮- أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ حِينَ أَحَلَّ .

২৬৮৮। হুসাইন ইবনে মানসুর ইবনে জা'ফার আন-নিশাপুরী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরামের জন্য তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর ইহরাম খোলার জন্যও যখন তিনি ইহরাম খুললেন, আমি তাঁর দেহে সুগন্ধি মেখেছি।

২৬৮৯- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الْمُخَزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحَلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُطَوِّفَ بِالْبَيْتِ .

২৬৮৯। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ আল-মাখযুমী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর

ইহরাম খোলার জন্যও যামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

২৬৭০- أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِاحْلَالِهِ وَطَيَّبْتُهُ لِاحْرَامِهِ طَيِّبًا لَا يُشْبِهُ طَيِّبَكُمْ هَذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ .

২৬৯০। ঈসা ইবনে মুহাম্মাদ আবু উমাইর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরামমুক্ত হওয়ার জন্য সুগন্ধি লাগিয়েছি এবং আমি তাঁকে তাঁর ইহরামের জন্য এমন সুগন্ধি লাগিয়েছি যা তোমাদের এসব সুগন্ধির অনুরূপ নয়। অর্থাৎ তার (স্বাণের) স্থায়িত্ব ছিলো না।

২৬৭১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بَأَى شَيْءٍ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطَّيِّبِ عِنْدَ حَرَمِهِ وَحِلِّهِ .

২৬৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... উছমান ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিসের সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন? তিনি বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি তাঁর ইহরামের সময় এবং তাঁর ইহরাম খোলার সময়।

২৬৭২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطْيَبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ احْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ .

২৬৯২। আহমাদ ইবনে ইয়াহুয়া ইবনুল ওয়াযীর ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় যতোটা সম্ভব উত্তম সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করতাম।

২৬৭৩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطْيَبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ لِحَرَمِهِ وَحِلِّهِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ .

২৬৯৩। আহ্মাদ ইবনে হারব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যতোদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর ইহ্রামমুক্ত হওয়ার সময়, ইহ্রাম বাঁধার সময় এবং যখন তিনি বাইতুল্লাহ যিয়ারতের ইচ্ছা করতেন।

২৬৯৪- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النُّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَيِّبٍ فِيهِ مِسْكٌ .

২৬৯৪। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং কোরবানীর দিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বে।

২৬৯৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ يَعْنِي الْعَدَنِيَّ عَنْ سُفْيَانَ حٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِئْسَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ فِي حَدِيثِهِ وَبِئْسَ طَيِّبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৬৯৫। আহ্মাদ ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় বা তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধি বা কস্তুরীর দীপ্তি।

২৬৯৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِئْسَ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৬। মাহমূদ ইবনে গাইলান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি লক্ষ্য করা যেতো।

مَوْضِعُ الطَّيِّبِ

৪২-অনুচ্ছেদ : সুগন্ধির স্থান।

২৬৯৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِئْسَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি।

২৬৯৮ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَّيِّبِ فِي أَصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৮। মাহমুদ ইবনে গাইলান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথার চুলের গোড়ায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

২৬৯৯ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৯। হুমাইদ ইবনে মাস'আদা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি।

২৭০০ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ ابْنِ خَالِدٍ الْعَمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِصَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৭০০। বিশ্বর ইবনে খালিদ আল-আসকারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি।

২৭০১ - أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَهْلُ .

২৭০১। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি।

২৭০২ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هُنَادُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ أَذْهَنَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَيَبْصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ تَابِعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৭০২। কুতায়বা ও হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন সহজলভ্য উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, এমনকি আমি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় এর দীপ্তি দেখেছি।

২৭.৩- أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطَّيِّبِ حَتَّى أَرَى وَيَبْصَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ .

২৭০৩। আবদা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহ্রামের পূর্বে সহজলভ্য সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দিতাম। এমনকি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় আমি সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি।

২৭.৪- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَيَبْصَ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثِ .

২৭০৪। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তিন দিন পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছি।

২৭.৫- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَى وَيَبْصَ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثِ .

২৭০৫। আলী ইবনে হুজর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে তিন দিন পরও সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

২৭.৬- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ يَعْنِي ابْنَ الْمُفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنِّشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ

الطَّيِّبِ عِنْدَ الْأَحْرَامِ فَقَالَ لَأَنْ أَطْلِيَ بِالْقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ أَطِيبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا .

২৭০৬। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে ইহ্রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমার মতে তার চেয়ে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট একথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতেন। সকাল বেলাও তাঁর থেকে সুগন্ধি ছড়াতো।

২৭০৭- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَأَنْ أَصْبَحَ مُطْلَبًا بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

২৭০৭। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইহ্রাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা অপেক্ষা আমার কাছে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন, তারপর ইহ্রাম বেঁধেছেন।

الزُّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : মুহরিমের যাকরান ব্যবহার করা।

২৭০৮- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَزَعَفَرَ الرَّجُلُ .

২৭০৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে যাকরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

২৭০৮- أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّزَعُّفِ .

২৭০৯। কাছীর ইবনে উবায়দ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাক্ষরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

২৭১০- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعُّفِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ .

২৭১০। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের যাক্ষরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

فِي الْخُلُقِ لِلْمُحْرَمِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তির খালুক সুগন্ধি ব্যবহার করা।

২৭১১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مَقْطَعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِخُلُقٍ فَقَالَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ قَالَ كُنْتُ أَتَقِي هَذَا أَغْسِلُهُ فَقَالَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ .

২৭১১। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধে নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তার পরনে কয়েক টুকরা কাপড় ছিল এবং সে খালুক মেখেছিল। সে বললো, আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি, আমি কি করবো? নবী ﷺ বলেন : তুমি তোমার হজেজ কি করতে? সে বললো, আমি এটা পরিহার করতাম এবং খুয়ে ফেলতাম। তিনি বলেন : তুমি তোমার হজেজ যা করতে তোমার উমরাতেও তাই করো।

২৭১২- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى

عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفَّرٌ لَحِيَّتَهُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسَى أَخْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصَّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَأَصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ .

২৭১২। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম (র)... সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহরানায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এলো। তার পরনে একটি জুবা ছিল এবং তার মাথা ও দাড়িতে সুফরা সুগন্ধি লাগানো ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি, আর আমার অবস্থা আপনি যে রূপ দেখছেন। তিনি বলেন : তোমার জুবা খুলে ফেল, তোমার শরীরের সুফরা সুগন্ধি ধুয়ে ফেল এবং তুমি হজ্জে যা করতে উমরায়ও তাই করো।

الْكُحْلُ لِلْمُحْرِمِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার করা।

২৭১৩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ أَنْ يُصَمَّدَهُمَا بِصَبْرِ .

২৭১৩। কুতায়বা (র)... আবান ইবনে উছমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামধারী ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন : সে তার চোখে এবং মাথায় ব্যথা অনুভব করলে যেন ইলুয়া দ্বারা উভয় স্থান মালিশ করে।

الْكِرَاهِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ لِلْمُحْرِمِ

৪৬-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা মাকরুহ।

২৭১৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبِرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَقَدِمَ عَلَى مَنْ

الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَكَتَحَلَتْ قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ مُحَرَّشًا أَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ لَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَكَتَحَلَتْ وَقَالَتْ أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَدَقْتُ صَدَقْتُ صَدَقْتُ أَنَا أَمَرْتُهَا .

২৭১৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা জাবের (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এখন যা উপলব্ধি করছি তা যদি আগে উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে সাথে কোরবানীর পশু আনতাম না এবং উমরার ইহরাম বাঁধতাম। অতএব যার কাছে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন উমরা করে ইহরাম ত্যাগ করে। আলী (রা) ইয়ামান থেকে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন। আর ফাতিমা (রা) রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) বলেন, আমি তাকে ধমকানোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফাতোয়া জিজ্ঞেস করতে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছে, সুরমা লাগিয়েছে এবং বলেছে, আমার পিতা আমাকে এই আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে, আমিই তাকে আদেশ করেছি।

تَخْمِيرُ الْمُحْرَمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

৪৭-অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির কাফনে মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা।

২৭১৫- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكْفَنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُكْبًيًا .

২৭১৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিজ বাহন থেকে পড়ে যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং ফলে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাকে এমন দু'টি কাপড়ে কাফন দিতে হবে, যেন তার মাথা ও মুখমণ্ডল কাফনের বাইরে থাকে। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালাবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

২৭১৬- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا .

২৭১৬। আবদা ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাফ্ফার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেলে নবী ﷺ বললেন : তাকে কূল পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করাও এবং তার পরনের কাপড়েই তাকে কাফন দাও, কিন্তু তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকো না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

افْرَادُ الْحَجِّ

৪৮-অনুচ্ছেদ : ইকরাদ হজ্জ।

২৭১৭- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৭১৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইকরাদ হজ্জ করেছেন।

২৭১৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ .

২৭১৮। কুতায়বা (র)...আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বোধলেন।

২৭১৯- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلٍ بِحَجٍّ فَلْيَهْلٍ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلٍ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلٍ بِعُمْرَةٍ .

২৭১৯। ইয়াহুইয়া ইবনে হাবীব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুলাহিঞ্জার চাঁদ দেখে (উদিত হওয়া সামনে রেখে) রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কেউ হজ্জের ইহরাম বোধতে চাইলে সে যেন হজ্জের ইহরাম বোধে। আর কেউ উমরার ইহরাম বোধতে চাইলে সে যেন উমরার ইহরাম বোধে।

২৭২০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبْرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسَلِيمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ .

২৭২০। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হলাম।

الْقُرْآنُ

৪৯-অনুচ্ছেদ : কিরান হজ্জ।

২৭২১- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصَّبِيُّ ابْنُ مَعْبُدٍ كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَاسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَاتَيْتُ رَجُلًا مِّنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُرَيْمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعُهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَتْ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِينِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أَهْلُ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهُ مِنْ بَعِيرِهِ فَاتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي اسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَاتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا هُنَا إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَقَالَ اجْمَعُهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَكَتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِينِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهُ مِنْ بَعِيرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هَدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ .

২৭২১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু ওয়াইল (র) বলেন, আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ বলেছেন, আমি ছিলাম খৃষ্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি জিহাদ করতে লালায়িত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরা উভয়ই ফরয হয়েছে। অতএব আমি আমার গোত্রের হুরাইম ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির কাছে আসলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এ দু'টি একত্রে আদায় করো, এরপর তোমার জন্য সহজলভ্য পশু যবেহ করো। আমি উভয়ের ইহ্রাম বাঁধলাম। যখন

আমি উমাইব নামক স্থানে আসলাম তখন সালমান ইবনে রবীআ এবং য়ায়েদ ইবনে সুহানের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তখনও আমি হজ্জ ও উমরার তাল্‌বিয়া পাঠ করছি। তাদের একজন অপরজনকে বললো, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল নয়। পরে আমি উমার (রা)-র নিকট এসে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমি জিহাদ করতে আগ্রহী। আর আমি দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে। আমি হুরাইম ইবনে আবদুল্লাহর নিকট এসে বললাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করো। তারপর যে পশু তোমার জন্য সহজলভ্য হয় তা যবেহ করো। অতএব আমি উভয়ের ইহ্রাম বেঁধেছি। আমি উমাইব নামক স্থানে পৌঁছে সালমান ইবনে রবীআ ও য়ায়েদ ইবনে সুহানের সাক্ষাত পেলাম। তাদের একজন অপরজনকে বললো, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক অবহিত নয়। উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নবী ﷺ-এর সুন্নাত পেয়েছো।

২৭২২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمَقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الصَّبِيُّ فذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ نَأْتِيَتْ عُمَرُ فَقَصَصَتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الْأُولَى يَا هَئِهِ .

২৭২২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... শাকীক (র) বলেন, আস-সুবাই আমাদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন... রাবী পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট এসে তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করলাম।

২৭২৩- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبٍ يُقَالُ لَهُ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَاسْلَمَ فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ قَلْبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا فَهُوَ كَذَلِكَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هَذَا فَقَالَ الصَّبِيُّ قُلْتُ يَزَلُ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ قَالَ شَقِيقُ وَكُنْتُ اخْتَلَفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ نَسْتَذَكِرُهُ فَلَقَدْ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ .

২৭২৩। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র) ... আবু ওয়াইল শাকীক ইবনে সালামা নামক ইরাকের অধিবাসী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ নামক তাগলিব গোত্রের এক ব্যক্তি, যে ছিল খৃষ্টান, সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সে প্রথম হজ্জ করতে গিয়ে হজ্জ ও উমরা উভয়ের একত্রে ইহ্রাম বাঁধলো। এভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে সে সালামান ইবনে রবী'আ ও যায়েদ ইবনে সুহানের নিকট গেলো। তাদের একজন বললো, তুমি তোমার এই উটের চেয়েও অধিক অজ্ঞ। আস-সুবাই বলেন, আমার অন্তরে এই কথা নিয়ে আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে দেখা করলাম এবং তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নাত মোতাবেক হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো। শাকীক (র) বলেন, আমি ও মাসরুক ইবনুল আজদা আস-সুবাই ইবনে মা'বাদের নিকট একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বারবার আসতাম।

২৭২৪- أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحُجَّةٍ فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ تُنْهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِكَ .

২৭২৪। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, আমি উছমান (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আলী (রা)-কে হজ্জ এবং উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি এটা করতে নিষেধ করা হয়নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দু'টির জন্য একসাথে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। অতএব আমি তোমার কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।

২৭২৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنْ الْمُتَعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ لِبَيْتِكَ بِحُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمْ أَكُنْ لَأَدْعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ .

২৭২৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... মারওয়ান থেকে বর্ণিত। উছমান (রা) তামাত্ত হজ্জ এবং কোন ব্যক্তিকে হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে নিষেধ করেন। তখন আলী (রা) বলেন, একসঙ্গে হজ্জ ও উমরার লাব্বায়কা। উছমান (রা) বললেন, আমি তা করতে নিষেধ করা

সত্ত্বেও কি তুমি তাই করছো? আলী (রা) বললেন, কোন লোকের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত ত্যাগ করতে পারি না।

২৭২৬- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৭২৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... শোবা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২৭২৭- أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَمْنَحَ قَدِمًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ أَهْلَكْتُ بِأَهْلَاكَ قَالَ فَأَنْتَى سَقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ ﷺ لِأَصْحَابِهِ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكِنِّي سَقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ .

২৭২৭। মু'আবিয়া ইবনে সালেহ (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ইয়ামানে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন আমি তার সাথে ছিলাম। তথা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেন : তুমি কিরূপ করেছো? আমি বললাম, আমি আপনার ইহ্রামের অনুরূপ ইহ্রাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছি এবং কিরান হজ্জের নিয়াত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন : আমি পরে যা উপলব্ধি করেছি যদি তা আগে উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে তোমরা যা করেছ আমিও তাই করতাম। কিন্তু আমি কোরবানীর পশু সাথে এনেছি এবং কিরান হজ্জের নিয়াত করেছি।

২৭২৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مَطْرُقًا يَقُولُ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تَوَفَّى قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ .

২৭২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা আস-সানআলী (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছেন। তারপর এ ধরনের হজ্জ হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হওয়ার এবং এ ধরনের কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করার পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

২৭২৯- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بَرَأَيْهِ مَا شَاءَ .

২৭২৯। আমর ইবনে আলী (র)... ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একসাথে করেছেন। তারপর এ সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং নবী ﷺ-ও তা নিষেধ করেননি। এতদুভয় সম্পর্কে এক ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছামত অভিমত ব্যক্ত করছেন।

২৭৩০- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ هَذَا أَحَدُهُمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرَوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرَوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

২৭৩০। আবু দাউদ (র)... মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্ত হজ্জ করেছি। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, তিনজন রাবীর নাম ইসমাইল ইবনে মুসলিম, এই হাদীসের রাবী ইসমাইল তাদের একজন। তার ব্যাপারে আপত্তি নাই। আবুত তুফাইল থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে মুসলিম হলেন একজন শায়েখ, তার ব্যাপারেও আপত্তি নাই। আর আয-যুহরী ও আল-হাসান (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে মুসলিম হলেন পরিত্যক্ত রাবী।

২৭৩১- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ حِ وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزُ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا .

২৭৩১। মুজাহিদ ইবনে মুসা (র)... আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : লাক্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান, লাক্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান (একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম)।

২৭৩২- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي بِهِمَا .

২৭৩২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দুইয়ের (হজ্জ ও উমরা) জন্য একত্রে তালবিয়া পড়তে শুনেছি।

২৭৩৩- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعْدُونَا إِلَّا صَبِيئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا .

২৭৩৩। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... বাকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ-কে হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। রাবী বলেন, আনাস (রা)-এর কথা ইবনে উমার (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, নবী ﷺ কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। আমি আবার আনাস (রা)-র সঙ্গে সাক্ষাত করে ইবনে উমারের উক্তি তার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, ইবনে উমার কি আমাদেরকে বালক মনে করেন? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাক্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান (উমরা ও হজ্জের তালবিয়া) একত্রে পড়তে শুনেছি।

الْتَّمَعُ

৫০-অনুচ্ছেদ : তামাত্ত হজ্জ।

২৭৩৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطْفِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ ثُمَّ لِيَهْدِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَّمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَقَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ .

২৭৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মুখাররামী (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের উমরা ও হজ্জ পর্যায়ক্রমে একত্রে আদায় করেন অর্থাৎ তামাত্ত হজ্জ করেন এবং কোরবানী করেন। তিনি যুল-হুলায়ফায় তাঁর সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিন হজ্জের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, তারপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। লোকজনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পর্যায়ক্রমে উমরা ও হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলো। কতক ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিল এবং কতক লোক কোরবানীর পশু আনেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে লোকজনকে বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু এনেছে, সে যেন হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত তার জন্য যা হারাম তদ্বারা ইহ্রাম ভঙ্গ না করে। আর যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু আনেনি সে যেন কা'বাঘর তাওয়াফ করে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে এবং মাথার চুল ছেঁটে ইহ্রাম ভঙ্গ করে। তারপর সে যেন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে এবং কোরবানী করে। আর যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগ্রহ করতে সক্ষম নয় সে যেন হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখে এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর সাত দিন রোযা রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায়

পৌঁছে সর্বপ্রথম (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলেন এবং রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করলেন, তারপর তিনি সাত তাওয়াফের তিন তাওয়াফে রমল করলেন এবং চার তাওয়াফে হাঁটলেন। তাওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে অবসর হয়ে তিনি সাফা পাহাড়ে আগমন করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। তারপর তিনি হজ্জ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহরাম ভঙ্গ করেননি। কোরবানীর দিন তিনি পশু কোরবানী করলেন এবং তথা থেকে প্রত্যাবর্তন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, তারপর তাঁর জন্য যা হারাম ছিল তার প্রতিটি তাঁর জন্য হালাল হলো। লোকদের মধ্যে যারা কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করলেন তদ্রূপ করলো।

২৩৫- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا فَلَبِىَّ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْتَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْتَهُى عَنِ التَّمَتُّعِ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ قَالَ بَلَى .

২৭৩৫। আমার ইবনে আলী (র)... আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি, আলী ও উছমান (রা) হজ্জ করলেন। আমরা যখন পথিমধ্যে ছিলাম, তখন উছমান (রা) তামাত্ত্ব হজ্জ করতে নিষেধ করলেন। আলী (রা) বললেন, যখন তোমরা তাকে রওয়ানা হতে দেখবে তখন তোমরাও রওয়ানা হবে। আলী (রা) ও তার সাথীরা উমরার তালবিয়া পড়লেন। উছমান তাদেরকে নিষেধ করেননি। আলী (রা) বলেন, আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, আপনি তামাত্ত্ব হজ্জ করতে নিষেধ করেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আলী (রা) তাকে বলেন, আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্ত্ব হজ্জ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

২৭৩৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَوْقٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضُّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضُّحَّاكُ لَا بَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدٌ بِسْمَا قُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ ضَحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .

২৭৩৬। কুতায়বা (র)... সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস ও আদ-দাহ্বাক ইবনে কায়েস (রা) মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র হজ্জ করার বছর তামাত্ত হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আদ-দাহ্বাক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আদেশ সম্পর্কে অজ্ঞ কেবল সে-ই তা করতে পারে। সা'দ (রা) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বললে। আদ-দাহ্বাক (রা) বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তা করতে নিষেধ করেছেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তা করেছি।

২৭৩৭ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَوْنَدَكُ بَعْضُ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَّثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسْكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوهَا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسَهُمْ .

২৭৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্ত হজ্জ করার ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনার কোন কোন ফতোয়ার ব্যাপারে একটু থামুন। আপনি জানেন না, আমীরুল মুমিনীন পরে হজ্জের ব্যাপারে অভিনব বিষয় প্রবর্তন করেছেন। শেষে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। উমার (রা) বলেন, আমি নিশ্চিতরূপে জানি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন। কিন্তু লোকজন আরাক গাছের নিচে জ্বীর সাথে রাত যাপন করে হজ্জে গমন করবে, আর তাদের মাথা থেকে (সহবাস জনিত গোসলের কারণে) পানি টপকাতে থাকবে, তা আমি পছন্দ করি না।

২৭৩৮ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ .

২৭৩৮। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তামাত্ত হজ্জ করতে নিষেধ করছি, যদিও তা অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাবে অনুমোদিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা করেছেন অর্থাৎ তিনি হজ্জের আগে উমরাহ করেছেন।

২৭৩৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلِمْتَ أَنِّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتَعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ ﷺ .

২৭৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... তাউস (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি জানেন কি, আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার চুল ছেঁটেছিলাম? তিনি বললেন, না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই মুয়াবিয়া লোকদেরকে তামাত্ত হজ্জ করতে নিষেধ করেন, অথচ নবী ﷺ তামাত্ত হজ্জ করেছেন।

২৭৪০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبِطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهَلَّتْ قُلْتُ أَهَلَّتْ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ سَفَتَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَطَفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالضُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ فَطَفَّتْ بِالْبَيْتِ وَبِالضُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ إِنِّي لَقَانِمُ بِالْمَوْسِمِ إِذَا جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَّثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَنَذِرْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَاتْتَمُوا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحَدَّثْتَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ قَالَ إِنْ نَاخِذُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَآتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَاخِذُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَإِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيَ.

২৭৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র)... আবু মুসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। তখন তিনি বাতহায় ছিলেন। তিনি বলেন : কিসের তালবিয়া পাঠ করেছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে (হজ্জের) তালবিয়া পাঠ করেছেন, আমিও তার তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি কোরবানীর পশু এনেছো? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : তাহলে তুমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করো, তারপর ইহ্রাম ভঙ্গ করো। অতএব আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম, এরপর আমার বংশের এক মহিলার নিকট গেলাম। সে আমার মাথা

আঁচড়িয়ে ও মাথা ধুইয়ে দিলো। আমি লোকদেরকে আবু বাকর ও উমার (রা)-র খেলাফত কালে এই ফতোয়াই দিতাম। আমি এক হজ্জের মওসুমে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বললো, আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে যে নতুন কথা বলছেন, তা তুমি জানো না। আমি বললাম, হে লোকসকল! আমি যাকে যে ফতোয়া দিয়েছি সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা তোমাদের নিকট আমীরুল মুমিনীন শীঘ্রই আসছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো। তিনি আগমন করলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! হজ্জের ব্যাপারে আপনি আবার নতুন কি প্রবর্তন করলেন? তিনি বলেন, আমরা মহামহিম আদ্বাহর কিতাব অনুসরণ করবো। মহামহিম আদ্বাহ বলেন, “তোমরা আদ্বাহর জন্য হজ্জ ও উমরা আদায় করো”। আর আমরা আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণ করবো। আমাদের নবী ﷺ কোরবানী করার পূর্বে ইহরাম ভঙ্গ করেননি।

২৭৪১- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ .

২৭৪১। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব (র)... মুতাররিফ (র) বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বললেন, রাসূলুদ্বাহ ﷺ তামাত্ত হজ্জ করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তামাত্ত হজ্জ করেছি। এখন এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি নিজের মত ব্যক্ত করছেন।

تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْأَهْلَالِ

৫১-অনুচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার সময় হজ্জ বা উমরার নামোস্ত্রা বর্জন করা।

২৭৪২- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْتَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدَّحْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حَجَجٍ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ فِي هَذَا الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لَا نَتَوَى إِلَّا الْحَجَّ .

২৭৪২। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় নয় বছর অবস্থান করেন। তারপর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। তাতে মদীনায় বহু লোকের সমাগম হলো। সকলেই কামনা করছিলো, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ করবেন এবং তিনি যা করেন তারাও তাই করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে থাকতেই তাঁর উপর কুরআন নাযিল হতো এবং তিনি এর যথার্থ মর্ম অবগত ছিলেন। তিনি তদনুযায়ী যা করতেন, আমরাও তা করতাম। আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলাম।

২৭৪৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لَا نَتَوَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حَضَّتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَحِضْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ .

২৭৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিপ্রায় ছিলো না। সারিফ নামক স্থানে পৌছার পর আমি ঋতুবতী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন, আর আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : এটি এমন বিষয় যা মহামহিম আল্লাহ্ আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। বাইতুল্লাহর ভাওয়াফ ব্যতীত মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের যে সকল অনুষ্ঠান পালন করে তুমিও তা পালন করতে থাকো।

الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

৫২-অনুচ্ছেদ : অন্য লোকের হজ্জের নিয়ম অনুসারে নিয়মিত করা।

২৭৪৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ

مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُنِيعٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ أَحْبَبْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ
كَيْفَ قُلْتُ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِأَهْلَالِ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَأَحْلُ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً فَقُلْتُ رَأْسِي فَجَعَلْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ
حَتَّى كَانَ خَلَافَةُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى رُوَيْدُكَ بَعْضُ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا
تَذَرُنِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَكَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ
مَنْ كُنْ أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّبِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَاتَّبِعُوا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ
إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ النَّبِيَّ
ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ .

২৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... তারিক ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবু মূসা (রা) বলেছেন, আমি ইয়ামান থেকে আসলাম। তখন নবী ﷺ আল-বাতহা নামক স্থানে ছিলেন, এখান থেকেই তিনি হজ্জ আদায় করেন। তিনি আমাকে বলেন : তুমি কি হজ্জের নিয়াত করেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তুমি কিভাবে বলেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি নবী ﷺ-এর হজ্জের অনুরূপ নিয়াত করলাম। তিনি বলেন, তাহলে তুমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে ইহ্রাম ভঙ্গ করো। অতএব আমি তাই করলাম। তারপর আমি এক মহিলার নিকট আসলাম, সে আমার মাথা থেকে উকুন বের করলো। এরপর থেকে আমি লোকজনকে অনুরূপ ফতোয়া দিতে থাকলাম, এমনকি উমার (রা)-এর খেলাফতকালেও। তাকে এক ব্যক্তি বললো, হে আবু মূসা! আপনার কোন কোন ফতোয়ার ব্যাপারে একটু থামুন। কেননা আপনি জানেন না, পরে আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে অভিনব বিষয় প্রবর্তন করেছেন। আবু মূসা (রা) বলেন, হে লোকসকল! আমি যাকে যে ফতোয়া দিয়েছি, সে যেন তাতে তাড়াহুড়া না করে। কেননা আমীরুল মুমিনীন তোমাদের নিকট আসছেন। তোমরা তার অনুসরণ করো। উমার (রা) বলেন, আমরা আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করবো। তা আমাদেরকে হজ্জ পূর্ণ করার আদেশ করেছে। আর আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করবো। নবী ﷺ ইহ্রাম ভঙ্গ করতেন না, যাবত না কোরবানীর পশু যবেহ-এর স্থানে পৌঁছে যেতো (এবং যবেহ হতো)।

২৭৪৫ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا

قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعِيَ
الْهَدْيُ قَالَ فَلَا تَحُلْ .

২৭৪৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সঙ্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে কোরবানীর পশু নিয়ে আগমন করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কোরবানীর পশু এনেছিলেন। তিনি আলী (রা)-কে বলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আব্দাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার ইহরাম বেঁধেছেন। আর আমার সাথে কোরবানীর পশু আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাহলে তুমি ইহরাম ভঙ্গ করো না।

২৭৪৬। ২৭৪৬- أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءُ
قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سَعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا
أَهْلٌ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدِي عَلِيٌّ لَهُ هَدْيًا .

২৭৪৬। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) বলেন, আলী (রা) তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে (ইয়ামান থেকে) আসলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো। তিনি বলেন, নবী ﷺ যার ইহরাম বেঁধেছেন। তিনি বলেন : তাহলে তুমি কোরবানী করবে এবং ইহরাম অবস্থায় থাকবে, যেমন তুমি আছো। রাবী বলেন, আলী (রা) নিজের পক্ষ থেকে পশু কোরবানী করলেন।

২৭৪৭। ২৭৪৭- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِي فَلَمَّا قَدِمَ
عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنُضُوحٍ قَالَ
فَتَخَطَّيْتُهِ فَقَالَتْ لِي مَا لَكَ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَاحْلُوا قَالَ
قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي كَيْفَ
صَنَعْتَ قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ .

২৭৪৭। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম, যখন নবী ﷺ তাকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান।

তার সাথে আমি কিছু মুদ্রা পেলাম। যখন আলী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলেন তখন বলেন, আমি ফাতিমাকে দেখতে পেলাম, সে তার ঘরকে নাদুহ সুগন্ধিতে সুবাসিত করেছে। আমি তার থেকে দূরে থাকলাম। সে আমাকে বললো, আপনার কি হলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে ইহ্রাম ভঙ্গ করার আদেশ করেছেন এবং তারা ইহ্রাম ভঙ্গ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি। তিনি বলেন, তারপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি আমাকে বলেন : তুমি কি করেছে? আমি বললাম, আমি আপনার অনুরূপ ইহ্রাম বেঁধেছি। তিনি বলেন, আমি কোরবানীর পশু এনেছি এবং কিরান হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি।

إِذَا أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

৫৩-অনুচ্ছেদ : উমরার ইহ্রাম বাঁধলে তার সাথে হজ্জও করা যায় কি?

২৭৬৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَانُوا بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصْدُوكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْوَاحِدِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالْصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلُقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النُّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৭৪৮। কুতায়বা (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনুয-যুবাইর (রা)-র সাথে হাজ্জাজের সংঘর্ষের বছর ইবনে উমার (রা) হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। তাকে বলা হলো, তাদের মধ্যে অবশ্যই যুদ্ধ বেঁধে যাবে। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আপনাকে বাধা দিবে। তিনি বলেন, “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে।” তাহলে আমি তাই করবো যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উপর উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন। তিনি আল-বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে বললেন, হজ্জ ও উমরা একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি। আর তিনি একটি কোরবানীর পশুও সাথে নিলেন, যা তিনি কুদায়দ নামক স্থানে ক্রয় করেছিলেন। তারপর তিনি হজ্জ ও উমরা

উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে চললেন। শেষে তিনি মক্কায় পৌঁছে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি, কোরবানীও করেননি, মাথা মুণ্ডনও করেননি, চুলও কাটেননি এবং যে সকল জিনিস (তাঁর জন্য) হারাম ছিল তার কোনটি দ্বারা ইহু'রাম ভঙ্গও করেননি। এমতাবস্থায় কোরবানীর দিন উপস্থিত হলে তিনি কোরবানী করলেন ও মাথা কামান। তিনি দেখলেন যে, তিনি প্রথমোক্ত একই তাওয়াফে হজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।

كَيْفَ التَّلْبِيَةِ

৫৪-অনুচ্ছেদ : তালবিয়া কিরূপ?

২৭৫৭- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ إِنْ سَأَلِمَا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . وَإِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلُ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ .

২৭৪৯। ইসা ইবনে ইবরাহীম (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : “লাক্বাইকা আল্লাহুয়া লাক্বাইকা লাক্বাইকা লা শারীকা লাকা লাক্বাইকা। ইন্না'ল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা”। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফায় দুই রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর যখন যুলহলায়ফা মসজিদের নিকট তাঁর উম্মী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি ঐ সকল বাক্যে তালবিয়া পাঠ করেছেন।

২৭৫০- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَأَبَا بَكْرٍ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

২৭৫০। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : “লাকাইকা আল্লাহুমা লাকাইকা লাকাইকা লা শারীকা লাকা লাকাইকা। ইন্না-হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা”।

২৭৫১। অখ্বরা ফতিবু বন সঈদ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

২৭৫১। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া ছিল : “লাকাইকা আল্লাহুমা লাকাইকা লাকাইকা লা শারীকা লাকা লাকাইকা। ইন্না-হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা”।

২৭৫২। অখ্বরা ইয়াকুব বন ইবরাহীম قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْيَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

২৭৫২। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া ছিল : “লাকাইকা আল্লাহুমা লাকাইকা লাকাইকা লা শারীকা লাকা লাকাইকা। ইন্না হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা”। ইবনে উমার (রা) তাতে যোগ করেছেন, “লাকাইকা লাকাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল-খাইরু ফী ইয়াদাইকা ওয়ার-রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল-আমাল”।

২৭৫৩। অখ্বরা আহ্মদ বন উবাইদ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ .

২৭৫৩। আহ্মাদ ইবনে আবদা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর তালবিয়া ছিল : “লাকাইকা লাকাইকা লাকাইকা, লা শারীকা লাকা লাকাইকা ইন্না-হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা”।

২৭৫৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلَّا عَبْدَ الْعَزِيزِ . رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلًا .

২৭৫৬। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর তালবিয়ার মধ্যে “লাক্বাইকা ইলাহাল হাক্কি” কথাটুকুও ছিল। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবদুল আযীয ব্যতীত আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল থেকে অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া তার থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَهْلَالِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

২৭৫৫- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أَصْحَابِكَ أَنْ يَرْقِعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ . ২৭৫৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... সূফিয়াদ ইবনুল সায়েয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীগণকে নির্দেশ দিন, তারা যেন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করে।

الْعَمَلُ فِي الْأَهْلَالِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার পর যে আমল করবে।

২৭৫৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ .

২৭৫৬। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৭৫৭- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ .

২৭৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বায়দা নামক ময়দানে যুহরের নামায পড়লেন, অতঃপর জব্বুয়ানে আরোহণ করলেন

এবং আল-বায়দার পাহাড়ে উঠলেন। আর তিনি যুহরের নামায পড়ার পর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন।

২৭৫৮- أَخْبَرَنَا عُمَرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ .

২৭৫৮। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) থেকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সন্থকে বর্ণিত। তিনি যুলহলায়ফায় পৌছে নামায পড়লেন এবং আল-বায়দায় না আসা পর্যন্ত নীরব থাকলেন।

২৭৫৯- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ بَيِّدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُكَذِّبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

২৭৫৯। কুতায়বা (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, এই তোমাদের সেই বায়দা যাকে কেন্দ্র করে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্থকে মিথ্যা বলছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহুলাম বাঁধেননি।

২৭৬০- أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .

২৭৬০। ইসা ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যুলহলায়ফায় তাঁর জন্তুয়ানে আরোহণ করতে দেখেছি। তাঁর জন্তুয়ান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তিনি তালবিয়া পাঠ করেছেন।

২৭৬১- أَخْبَرَنَا عُمَرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ح وَآخِبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلُ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

২৭৬১। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করতেন যে, নবী ﷺ-এর জন্তুয়ান যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।

২৭৬২- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ اسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتَكَ تَهْلُ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ رَأَحِلَتُكَ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَهْلُ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ .

২৭৬২। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)... উবায়দ ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, আমি লক্ষ্য করেছি যে, আপনার উষ্ট্রী যখন আপনাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন আপনি তালবিয়া পাঠ করেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।

اهْلَالُ النَّفْسَاءِ

৫৭-অনুচ্ছেদ : নিফাসগ্রস্ত মহিলার ইহরাম।

২৭৬৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجْ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتِثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ أَهْلِي فَقَعَلْتُ مُخْتَصِرٌ .

২৭৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) নয় বছর অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করেননি। তারপর তিনি লোকদের মাঝে হজ্জের যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। অতএব যে জন্তুয়ানে এবং যে পদব্রজে আসতে সক্ষম এমন কেউ মদীনায় আসতে বাকী রইলো না। তারা আগে-পিছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের রওয়ানা হলো। তিনি যুলহুলায়ফায় পৌছলে সেখানে আসমা বিনতে উমায়স (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্রকে প্রসব করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠালে তিনি বলেন : তুমি গোসল করে একখানা কাপড় দ্বারা পট্ট বেষ্টে নাও, তারপর ইহরাম বাঁধো। তিনি তাই করেন (সংক্ষিপ্ত)।

২৭৬৪- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ

أَبَىٰ بَكْرٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَشْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتَهْلُ .

২৭৬৪। আলী ইবনে হুজর (র)... জাবের (রা) বলেন, আসমা বিনতে উমায়্যেস-এর গর্ভে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাকর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তিনি এখন কি করবেন? তিনি তাকে গোসল করতে এবং একখানা কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিয়ে ইহ্রাম বোধে আদেশ করেন।

فِي الْمَهْلَةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضٌ وَتَخَافُ قُوَّةَ الْحَجِّ

৫৮-অনুচ্ছেদ : উমরার জন্য ইহ্রামধারী মহিলা ঋতুবতী হয়ে হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা করলে।

২৭৬৫- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهْلَيْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةَ مُهْلَةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ عَرَكْتَ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالْصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى قَالَ فَقُلْنَا حِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَكَبَسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حَضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحِلِّ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْأَنْ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَّرْتَ طَافْتَ بِالْكَعْبَةِ وَبِالْصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَادْهَبِي بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ .

২৭৬৫। কুতায়বা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইফরাদ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে আগমন করলাম। আর আয়েশা (রা) গেলেন উমরার ইহ্রাম বেঁধে। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে আয়েশা (রা) ঋতুবন্ত হলেন। আমরা (মক্কার) পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অদেশ দিলেন, আমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই সে যেন ইহরামমুক্ত হয়। রাবী বলেন, আমরা আরয করলাম, কোন বস্তু হালাল হবে? তিনি বলেন : সকল কিছুই হালাল হবে (যা ইহরামের কারণে হারাম হয়েছিল)। অতএব আমরা স্ত্রীসহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং আমাদের কাপড় পরিধান করলাম অথচ আমাদের ও আরাফা দিবসের মধ্যে চার রাতেরই ব্যবধান ছিল। তারপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আমরা ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে কান্নারত দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমার অবস্থা এই যে, আমি ঋতুগন্ত হয়েছি। অথচ লোকজন ইহরাম ভঙ্গ করেছে, আমি ইহরাম ভঙ্গ করিনি এবং বাইতুল্লাহ ও তাওয়াফ করিনি। এখন লোকজন হজ্জ করতে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। অতএব তুমি গোসল করে হজ্জের ইহরাম বাঁধো। তিনি তাই করলেন এবং বিভিন্ন অবস্থান স্থলে অবস্থান করলেন। যখন তিনি পবিত্র হলেন তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এরপর নবী ﷺ বলেন : এখন তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা থেকে ইহরামমুক্ত? আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মনে কিছু উদয় হয়, আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করিনি অথচ হজ্জ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আবদুর রহমান! তাকে নিয়ে যাও এবং তানঈম থেকে উমরা করাও। সেটি ছিল (মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে) মুহাস্সাবে (অবস্থানের) রাত।

২৭৬৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْقَضَى رَأْسُكَ وَامْتَشَطَى وَاهْلَى بِالْحَجِّ وَدَعَى الْعُمْرَةَ فَقَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

২৭৬৬। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে রওয়ানা হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার সাথে কোরবানীর পণ্ড আছে, সে যেন উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়াত করে এবং উভয়টি সমাধা করার পূর্বে যেন ইহ্রামমুক্ত না হয়। আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারলাম না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলাম। তিনি বলেন : তুমি তোমার মাথার চুলের বেণী খুলে ফেলো, মাথার চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের ইহ্রাম বাঁধো, উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। আমি হজ্জ শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা)-এর সাথে তানঈম পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন : এটা তোমার পূর্বের উমরার পরিবর্তে। অতএব যারা উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তারা কা'বার তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। অতঃপর ইহ্রাম ভঙ্গ করলেন। তারা মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য তাওয়াফ করলেন। কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তারা একবার মাত্র তাওয়াফ করলেন।^১

الْأَشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ

৫৯-অনুচ্ছেদ : হজ্জে শর্ত যুক্ত করা।

২৭৬৭- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتْ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৭৬৭। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুবা'আ (রা) হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন, তিনি যেন শর্ত যোগ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাই করলেন।

كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

৬০-অনুচ্ছেদ : শর্ত আরোপ করার সময় কি বলবে?

২৭৬৮- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ الْأَخْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ خَبَابٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهُ يَعْنِي عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ

১. কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকে 'তাওয়াফ' বলে। সাতবার প্রদক্ষিণ করলে এক তাওয়াফ হয়। সাফা পর্বত থেকে মারওয়া পর্বত পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াকে 'সাঈ' বলে (অনুবাদক)।

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّى اُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اَقُولُ قَالَ قَوْلِىْ لَبَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَيْكَ وَمَحَلِّىْ مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْسِبُنِىْ فَاَنْ لَكَ عَلٰى رِىْكَ مَا اسْتَنْتَيْتُ .

২৭৬৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব (র)... হেলাল ইবনে খাবাব (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-এর নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম—যে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে শর্ত যোগ করেছে। তিনি বলেন, মানুষের পরস্পরের মধ্যে শর্ত আরোপিত হতে পারে। আমি একথা ইকরিমা (র)-কে জ্ঞানালে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কন্যা দুবা'আ (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। আমি কিভাবে বলবো? তিনি বলেন : তুমি বলো, “লাক্বায়কা আদ্বাহুয়া লাক্বায়ক, আমার ইহরামমুক্ত হওয়ার স্থান যেখানে তুমি আমাকে অবরুদ্ধ করবে”। কারণ তোমার জন্য তোমার রবের নিকট তাই রয়েছে, যা তুমি শর্ত করেছে।

۲۷۶۹- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ اِنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّى اِمْرَاةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّى اُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَاْمُرْنِىْ اَنْ اَهْلُ قَالَ اِهْلِىْ وَاسْتَرْطِىْ اَنْ مَحَلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ .

২৭৬৯। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যুবাইর-কন্যা দুবা'আ (রা) রাসূল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি (শারীরিকভাবে) অসুস্থ। আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। অতএব আপনি আমাকে কি বলে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেন? তিনি বলেন : তুমি ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করো : যেখানে তুমি (হে আল্লাহ) আমাকে অবরুদ্ধ করবে, সেখানে আমি ইহরাম ভঙ্গ করবো।

۲۷۷۰- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّى شَاكِيَةٌ وَاِنِّى اُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ حُجِّىْ وَاسْتَرْطِىْ اِنْ مَحَلِّىْ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ . قَالَ اسْحَاقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

২৭৭০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুবা'আ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (শারীরিকভাবে) অসুস্থ এবং আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি হজ্জে যাবে এবং শর্ত করবে যে, (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যেখানে বাধ্যপ্রস্তু করবেন, সেখানে আমি ইহ্রাম ভঙ্গ করবো।

مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ

৬১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হজ্জে বাধ্যপ্রস্তু হয়েছে অথচ শর্ত আরোপ করেনি সে কি করবে?

২৭৭১- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الْأَشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدَى وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا .

২৭৭১। আহমাদ ইবনে আমর ইবনুস সারহ (র)... সালেম (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) হজ্জে শর্ত যোগ করা অস্বীকার করে বলতেন, তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত যথেষ্ট নয়? যদি তোমাদের কেউ হজ্জে বাধ্যপ্রস্তু হয় তবে সে বাইতুল্লাহ তাওযাফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে ইহ্রামমুত্ত হয় যাবে। অতঃপর সে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে ও কোরবানী করবে এবং কোরবানী করতে না পারলে রোযা রাখবে।

২৭৭২- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْأَشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ حَابِسُ فَلَيَاتِ الْبَيْتَ فَلْيُطِفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لِيُحِلِّقْ أَوْ لِيُقَصِّرَ ثُمَّ لِيُحِلِّلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

২৭৭২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জে শর্ত যোগ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের জন্য কি তোমাদের নবী ﷺ-এর সুনাত যথেষ্ট নয়? তিনি শর্ত যোগ করতেন না। যদি তোমাদের কারও সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তবে সে যেন বাইতুল্লাহ তাওযাফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে, তারপর মাথা মুগুন করে অথবা চুল কাটে, তারপর হালাল হয়ে যায়। কিন্তু তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে।

اشْعَارُ الْهَدْيِ

৬২-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পত্তর কুঁজ কেড়ে দেয়া।

২৭৭৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَ وَآخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قُلْدَ الْهَدْيِ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصِرًا.

২৭৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আল্লা (র)... আল-মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর তাঁর ১৪০০ শত সাহাবীসহ রওয়ানা হলেন। যখন তারা যুলহুলায়ফায় পৌছলেন, তখন তিনি কোরবানীর পত্তর গলায় মালা পরালেন ও কুঁজ ফাড়লেন এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন (সংক্ষিপ্ত)।

২৭৭৪- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ بَدْنَهُ .

২৭৭৪। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কুঁজ ফাড়লেন।

أَيُّ الشَّقِيقَيْنِ يُشْعَرُ

৬৩-অনুচ্ছেদ : কুঁজের কোন পাশ ফাঁড়া হবে?

২৭৭৫- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ بَدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا .

২৭৭৫। মুজাহিদ ইবনে মুসা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোরবানীর উটের কুঁজের ডান পাশ ফাঁড়লেন এবং রক্ত মুছে দিলেন এবং তিনি এভাবে তার ইশ্‌আর করেন (কুঁজ ফাড়লেন)।

بَابُ سَلَتِ الدَّمَ عَنِ الْبَدَنِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা ।

২৭৭৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا مِنَ الشَّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتْ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ .

২৭৭৬। আমরা ইবনে আলী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুলহলায়ফায় পৌঁছে তাঁর কোরবানীর উট সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তার কুঁজের ডান পাশ থেকে ফেঁড়ে দেয়া হলো। তারপর তিনি তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং তার গলায় একজোড়া জুতা পরালেন। সেটি তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

فَتْلُ الْقَلَائِدِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পত্তর মালা তৈরি করা।

২৭৭৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرَمُ .

২৭৭৭। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কোরবানীর পত্তর মালা পাঠাতেন। আমি তাঁর কোরবানীর পত্তর মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর ইহ্রামধারী ব্যক্তি যা বর্জন করে থাকে তার কিছুই তিনি বর্জন করতেন না।

২৭৭৮- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعُثُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ .

২৭৭৮। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পত্তর গলায় পরানোর মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি সেই পত্তর (মক্কা) পাঠিয়ে দিতেন। কোরবানীর পত্তর কোরবানীর স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সমস্ত কাজই করতেন, যা একজন ইহ্রামযুক্ত ব্যক্তি করে থাকে।

২৭৭৭- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَقْتُلُ فَلَاكِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يُحْرِمُ .

২৭৭৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুদ্বাহ ﷺ-এর কোরবানীর পত্তর গলায় বাঁধার মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি (মদীনায়ে) অবস্থান করতেন এবং ইহ্রাম বাঁধতেন না।

২৭৭৮- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضُّعَيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ الْفَلَاكِدَ لِهَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقْلُدُ هَدِيَهُ ثُمَّ يَبْعُدُ بِهَا ثُمَّ يَقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

২৭৮০। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাঈফ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুদ্বাহ ﷺ-এর কোরবানীর পত্তর গলায় বাঁধার মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি তাঁর কোরবানীর পত্তকে মালা পরিয়ে (মক্কায়ে) পাঠিয়ে দিতেন। তারপর তিনি (মদীনায়ে) অবস্থান করতেন এবং ইহ্রামধারী ব্যক্তি যা পরিহার করে থাকে তিনি তার কিছুই পরিহার করতেন না।

২৭৮১- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتُلُ فَلَاكِدَ الْغَنَمِ لِهَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا .

২৭৮১। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, আমি রাসূলুদ্বাহ ﷺ-এর কোরবানীর মেঘপালের মালা তৈরি করছি। তারপর তিনি ইহ্রামমুক্ত অবস্থায় থাকতেন।

مَا يَفْتُلُ مِنْهُ الْفَلَاكِدُ

৬৬-অনুচ্ছেদ : মালা তৈরীর উপকরণ।

২৭৮২- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْفَلَاكِدَ

مِنْ عَيْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .

২৭৮২। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার নিজের তুলা দিয়ে এ সকল মালা তৈরি করতাম। তারপর নবী ﷺ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করতেন এবং তিনি সকল কাজই করতেন যা একজন ইহ্রামমুক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে করে থাকে এবং একজন সাধারণ লোক তার পরিবারের সাথে যা করে থাকে।

تَقْلِيدُ الْهَدْيِ

৬৭-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুকে মালা পরানো।

২৭৮৩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبِذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .

২৭৮৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! লোকজনের কি হলো, তারা যে উমরা করে ইহ্রামমুক্ত হয়েছে এবং আপনি উমরার ইহ্রাম ত্যাগ করেননি? তিনি বলেন : আমি মাথার চুল জমাটবদ্ধ করেছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছি। অতএব আমি কোরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারি না।

২৭৮৪- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ اشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ لَبَّى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهْلٌ بِالْحَجِّ .

২৭৮৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহর নবী ﷺ যুলহুলায়ফায় পৌঁছে কোরবানীর পশুর কুঁজের ডান দিক ফেঁড়ে দিলেন, তারপর তার রক্ত মুছে দিলেন এবং তার গলায় একজোড়া জুতার মালা পরালেন, অতঃপর তাঁর উদ্বীর পিঠে আরোহণ করেন। উদ্বী তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন এবং যুহরের সময় ইহ্রাম বোধেন এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন।

تَقْلِيدُ الْأَبْلِ

৬৮-অনুচ্ছেদ ৪ কোরবানীর উটের গলায় মালা পরানো।

২৭৮৫- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَاكِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا .

২৭৮৫। আহমাদ ইবনে হারব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর উটের মালা তৈরি করেছি। তারপর তিনি তাকে মালা পরালেন, তার কুঁজ ফাড়লেন এবং তাকে বাইতুল্লাহ অভিমুখী করে তথায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মদীনাতে অবস্থান করলেন এবং যে সকল বস্তু তাঁর জন্য হালাল ছিল, তার কোনটাই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

২৭৮৬- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَاكِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يُحْرَمَ وَلَمْ يَتْرَكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ .

২৭৮৬। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর উটের মালা তৈরি করে দিয়েছি। তারপর তিনি ইহরাম বাঁধেননি এবং পরিধেয় বস্ত্রের কিছুই ত্যাগ করেননি।

تَقْلِيدُ الْغَنَمِ

৬৯-অনুচ্ছেদ ৪ কোরবানীর মেষ-বকরীকে মালা পরানো।

২৭৮৭- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ فَلَاكِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا .

২৭৮৭। ইসমাইল ইবনে মাসউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানী মেষ-বকরীর গলার মালা তৈরি করে দিতাম।

২৭৮৮- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُهْدِي الْغَنَمَ. ২৭৮৮। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর জন্য মেষ-বকরী (মক্কায়) পাঠাতেন।

২৭৮৯- أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَدَهَا .

২৭৮৯। হুনাদ ইবনুস সারী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ছাগল-ভেড়া কোরবানীর জন্য (মক্কায়) পাঠালেন এবং সেগুলোকে মালা পরালেন।

২৭৯০- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَاكِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ .

২৭৯০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর মেষ-বকরীর মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি ইহ্রাম বোধতেন না।

২৭৯১- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَاكِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ .

২৭৯১। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর বকরীর কিলাদা (মালা) পাকাতাম। তারপর তিনি ইহ্রামমুক্ত থাকতেন।

২৭৯২- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى ثَقَفُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَقْلُدُ الشَّاةَ فَيُرْسَلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا لَمْ يُحْرَمِ مِنْ شَيْءٍ .

২৭৯২। আল-হুসাইন ইবনে ইসা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোরবানীর বকরীর গলায় কিলাদা (মালা) পরিয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ইহ্রামমুক্ত অবস্থায় মক্কায় পাঠিয়ে দিতেন এবং কোন কিছু পরিহার করতেন না।

تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ

৭০-অনুব্ধেদ : কোরবানীর পশুর গলায় একজোড়া জুতা বেঁধে দেয়া।

২৭৭৩- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهْلًا بِالْحَجِّ .

২৭৯৩। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহলায়ফায় পৌঁছে কোরবানীর উটের কুঁজের ডানদিক ফেঁড়ে দিলেন, তারপর তার রক্ত মুছে দিলেন, অতঃপর এর গলায় একজোড়া জুতা বেঁধে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর উদ্বীতে আরোহণ করলেন। যখন তা তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন। তিনি যুহরের সময় হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন।

هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَدَ

৭১-অনুব্ধেদ : মালা পরানোর সময়ই কি ইহ্রাম বাঁধবে?

২৭৭৪- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .

২৭৯৪। কুতায়বা (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব যার ইচ্ছা ইহ্রাম বেঁধেছেন, আর যার ইচ্ছা ইহ্রাম বাঁধেননি।

هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ احْرَامًا

৭২-অনুব্ধেদ : মালা পরালে কি ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব হয়?

২৭৭৫- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَادَ هَدْيِ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ بِيَدِي ثُمَّ يُقْلِدُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَا يَدْعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ .

২৭৯৫। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর মালা তৈরী করতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। অতঃপর তা আমার পিতার মাধ্যমে (মকায়) পাঠিয়ে দিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর পশু যবেহ করার দিন পর্যন্ত কোন বিষয়ই ত্যাগ করতেন না, যা তাঁর জন্য মহামহিমাবিত আদ্বাহ হালাল করেছিলেন।

২৭৭৬- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ فَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحَرَّمُ .

২৭৯৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) প্রস্তুত করে দিতাম। তারপর মুহর্রিম ব্যক্তি যা পরিহার করে থাকে, তিনি ঐরূপ কোন কিছুই পরিহার করতেন না।

২৭৭৭- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَقْتُلُ فَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا قَالَتْ وَلَا نَعْلَمُ الْحَاجَّ يَحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

২৭৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) তৈরি করতাম, তারপর তিনি কিছুই পরিহার করতেন না। আর আমি অবশ্যই জানি, কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত হজ্জের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

২৭৭৮- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَقْتُلُ فَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ وَبُخْرَجُ بِالْهَدْيِ مَقْلِدًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ مَقِيمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ .

২৭৯৮। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর গলায় পরানোর মালা তৈরি করে দিতাম। পশুগুলোকে মালা পরিহিত অবস্থায় রওয়ানা করে দেয়া হতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং তাঁর স্ত্রীগণের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকতেন না।

২৭৭৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتُلُ فَلَاكِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَبِيعْتُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا .

২৭৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর বকরীর গলায় পরানোর মালা তৈরি করতে দেখছি। তিনি তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে ইহ্রামমুক্ত অবস্থায় থাকতেন।

سَوْقُ الْهَدْيِ

৭৩-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশু সাথে নেয়া।

২৮০০- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ .

২৮০০। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর হজ্জের সময় সাথে কোরবানীর পশু নিয়েছিলেন।

رُكُوبُ الْبَدَنَةِ

৭৪-অনুচ্ছেদ : কোরবানীর পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার।

২৮০১- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَتِلْكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ .

২৮০১। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন : তাতে আরোহণ করো। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন : তাতে আরোহণ করো, দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার তিনি বলেন : তোমার জন্য দুইখ হয়।

২৮০২- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَتِلْكَ .

২৮০২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন : তাতে আরোহণ করো। সে বললো, এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন : তাতে আরোহণ করো। তিনি চতুর্থবার বলেন : তুমি তাতে আরোহণ করো, দুর্ভোগ তোমার।

رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهْدَهُ الْمَشْيُ

৭৫-অনুবাদ : পদব্রজে যাতায়াতে অক্ষম ব্যক্তির কোরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহার।

২৮০৩। অখবরা মুহম্মদ বনু শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। হাদীসটিতে বর্ণিত আছে :
 ২৮০৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। অথচ সে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন : তাতে আরোহণ করো। সে বললো, এটা তো কোরবানীর উট। তিনি আবার বলেন : কোরবানীর উট হলেও তুমি তাতে আরোহণ করো।

رُكُوبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ

৭৬-অনুবাদ : কোরবানীর পশুতে সহানুভূতি সহকারে আরোহণ করা।

২৮০৪। আমর ইবনে আলী (র)... আয-যুহাইর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে কোরবানীর পশুতে আরোহণ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তাতে সহানুভূতি সহকারে আরোহণ করো—যখন তুমি এর মুখাপেক্ষী হও এবং অন্য একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত।

২৮০৪। আমর ইবনে আলী (র)... আয-যুহাইর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে কোরবানীর পশুতে আরোহণ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তাতে সহানুভূতি সহকারে আরোহণ করো—যখন তুমি এর মুখাপেক্ষী হও এবং অন্য একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত।

إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

৭৭-অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে নেয়নি তার জন্য হজ্জের ইহরাম নাকচ করে উমরার ইহরাম বাঁধা বৈধ।

২৮০৫। অখবরা মুহম্মদ বনু মুসা (র) থেকে বর্ণিত। হাদীসটিতে বর্ণিত আছে :
 ২৮০৫। অখবরা মুহম্মদ বনু মুসা (র) থেকে বর্ণিত। হাদীসটিতে বর্ণিত আছে :
 ২৮০৫। অখবরা মুহম্মদ বনু মুসা (র) থেকে বর্ণিত। হাদীসটিতে বর্ণিত আছে :

قَدِمْنَا مَكَّةَ طِفْنَا بِالْبَيْتِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ
فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ وَنَسَاؤُهُ لَمْ يَسْقَنْ فَاحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ
فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ
بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ لِيَالِي قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا
قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا .

২৮০৫। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা মক্কায় পৌঁছে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন : যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেন হালাল (ইহ্রামমুক্ত) হয়ে যায়। অতএব যারা কোরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা ইহ্রামমুক্ত হয়ে গেলো। তাঁর স্ত্রীগণও কোরবানীর পশু সাথে আনেনি। তাই তারাও ইহ্রামমুক্ত হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী হলাম। তাই বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারলাম না। যখন মুহাসসাব নামক স্থানে রাত যাপনের পালা এলো তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকজন তো এক হজ্জ ও এক উমরাসহ প্রত্যাবর্তন করবে। আর আমি শুধু এক হজ্জ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবো। তিনি বলেন : তুমি কি আমাদের মক্কায় পৌঁছার রাতে তাওয়াফ করোনি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে আত-তান্ঈম চলে যাও এবং উমরার ইহ্রাম বেঁধে আসো, এরপর অমুক অমুক স্থানে আমাদের সাথে মিলিত হও।

২৮০৬। أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ
مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ .

২৮০৬। আমরা ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন : যার সাথে কোরবানীর পশু আছে সে যেন তার ইহ্রাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কোরবানীর পশু নেই সে যেন হালাল (ইহ্রামমুক্ত) হয়ে যায়।

২৮০৭। أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ

مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحَدُّهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَحْلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْرًا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُوحَ إِلَى مَنَى وَمَذَاكِبُنَا تَقَطُّرُ مِنَ الْمَنَى فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لَا بَرُّكُمْ وَأَتَقَاكُمْ وَلَوْ لَا الْهُدَى لَحَلَلْتُ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ قَالَ هِيَ لِلْأَبَدِ .

২৮০৭। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)... জাবের (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের নিয়াতে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম, তার সাথে আর কোন কিছু নয়। আমরা যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখ সকালে মক্কায় উপনীত হলাম। নবী ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন, বললেন : তোমরা উমরা করে হালাল হয়ে যাও। তাঁর কানে পৌছলো যে, আমরা বলাবলি করছি, আমাদের ও আরাফার মধ্যে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদেরকে হালাল হতে আদেশ দিলেন। তাহলে আমরা জ্বী সন্তোষ করে মিনায় উপস্থিত হবো। নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : তোমরা যা বলেছো তা আমার কানে পৌঁছেছে। নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক নেককার ও সর্বাধিক আল্লাহভীরু। আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। আমি পরে যা অনুধাবন করেছি তা যদি আগে অনুধাবন করতে পারতাম, তাহলে কোরবানী পশু সাথে আনতাম না। রাবী বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছো? তিনি বলেন, নবী ﷺ যার ইহ্রাম বেঁধেছেন তার। তিনি বলেন : তাহলে কোরবানী না করা পর্যন্ত তুমি ইহ্রাম অবস্থায় থাকো। রাবী বলেন, সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এ উমরা কি এ বছরের জন্য না চিরদিনের জন্য, এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন : সর্বকালের জন্য।

২৮০৮- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لِلْأَبَدِ .

২৮০৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি অভিমত, (এ পদ্ধতিতে) আমাদের উমরা কি এ বছরের জন্যই, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সর্বকালের জন্য।

২৮০৯। أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لَا بَدٍ قَالَ بَلْ لَا بَدٍ .

২৮০৯। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আতা (র) বলেন, সুরাকা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও তামাত্তু হজ্জ করেছি। আমরা বললাম, এই ব্যবস্থা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না সর্বকালের জন্য? তিনি বলেন : সর্বকালের জন্য।

২৮১০। أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَاسِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَسُخَّ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَّةٌ .

২৮১০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (ইহুরাম বাঁধার পর) হজ্জ নাকোচ করার সুযোগ কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না সাধারণভাবে সকল লোকের জন্য? তিনি বলেন : বরং বিশেষভাবে আমাদের জন্য।

২৮১১। أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ .

২৮১১। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে বলেন, এর অবকাশ (হজ্জ বাতিল করে উমরা করার অনুমতি) শুধু আমাদের জন্য ছিল।

২৮১২। أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

২৮১২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু যার (রা) তামাস্ত হজ্জ সম্পর্কে বলেন, তোমাদের জন্য নয়। তা নাকচ করার অনুমতি শুধু আমরা মুহাম্মাদ -এর সাহাবীদের দেয়া হয়েছিল।

২৮১৩- أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتَعَةُ رُخْصَةً لَنَا .

২৮১৩। বিশ্বর ইবনে খালিদ (র)... আবু যার (রা) বলেন, তামাস্ত হজ্জ করার অবকাশ কেবল আমাদের দেয়া হয়েছিল।

২৮১৪- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهْلَهْلٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَاجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهَمْ بِذَلِكَ قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتَعَةُ لَنَا خَاصَّةً .

২৮১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবুশ-শা'ছা (র) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ ও ইবরাহীম আত-তায়মীর সাথে ছিলাম। আমি বললাম, আমি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করার ইচ্ছা করেছি। ইবরাহীম বললেন, তোমার পিতা জীবিত থাকলে তা করতেন না। তিনি বলেন, ইবরাহীম আত-তায়মী-তার পিতা-আবু যার (রা) বলেন, তামাস্ত হজ্জ বিশেষভাবে আমাদের জন্য ছিল।

২৮১৫- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ وَهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبِيرُ وَعَفَا الْوَيْرُ وَأَنْسَلَخَ صَفْرٌ أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفْرٌ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْحَلِّ قَالَ الْحَلُّ كُلُّهُ .

২৮১৫। আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জাহিলী যুগে লোকে মনে করতো, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা পৃথিবীতে গুরুতর পাপ। আর তারা মুহাররম মাসকে সফর মাস গণ্য করতো এবং বলতো, “যখন উটের

পিঠের ক্ষত শুকিয়ে যায়, উটের পশম বৃদ্ধি পায় এবং সফর অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুহাররম) অতিবাহিত হয়” অথবা বলতো, “সফর মাস এসেছে, এখন উমরা হালাল হয়ে গেলো, যে উমরা করতে চায় তার জন্য”। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকালে (মক্কায়) আসেন। তিনি তাদেরকে তাদের হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করার নির্দেশ দিলেন। এটা তাদের নিকট গুরুতর মনে হলো। তারা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (উমরা করলে) কোন জিনিস হালাল হবে? তিনি বলেন : সব কিছু হালাল হবে।

২৮১৬- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهْلُ أَصْحَابِهِ بِالْحَجِّ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّ.

২৮১৬। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিলো না, তিনি তাদেরকে হালাল (ইহ্রামমুক্ত) হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিলো না, তাদের মধ্যে ছিলেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) ও অপর এক ব্যক্তি। অতএব তারা উভয়ে হালাল হয়ে গেলেন (ইহ্রামের পোশাক ত্যাগ করলেন)।

২৮১৭- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلُّ كُلُّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ.

২৮১৭। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : এই উমরা, যার দ্বারা আমরা উপকৃত হলাম। অতএব যার সাথে কোরবানীর পশু নাই, সে যেন সর্বোত্তমভাবে ইহ্রামমুক্ত হয়ে যায়। আর অবশ্যই উমরা হজ্জের সাথে একীভূত হলো।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সুনান আন-নাসাই (ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৮৭৬ নং হাদীস)

مُقَدِّمَةٌ (ভূমিকা)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)
২. كِتَابُ الْمِيَاهِ (পানির বর্ণনা)
৩. كِتَابُ الْحَيْضِ وَالْأَسْتِحَاضَةِ (হায়েয ও ইসতিহাযা)
৪. كِتَابُ الْفُسْلِ وَالتَّيْمِمْ (গোসল ও তাইয়াম্মুম)
৫. كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)
৬. كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ (নামাযের ওয়াক্তসমূহ)
৭. كِتَابُ الْأَذَانِ (আযান)
৮. كِتَابُ الْمَسَاجِدِ (মসজিদসমূহ)
৯. كِتَابُ الْقِبْلَةِ (কিবলার বিবরণ)
১০. كِتَابُ الْأَقَامَةِ (ইমামতি করা)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৮৭৭ নং হাদীস থেকে ১৮১৮ নং হাদীস)

১১. كِتَابُ الْإِفْتِتَاحِ (নামাযের সূচনা)
১২. كِتَابُ التَّطْيِيقِ (সমন্বয়, দুই হাঁটুর মাঝখানে দুই হাত স্থাপন)
১৩. كِتَابُ السُّهُورِ (সাহ সিজদা)
১৪. كِتَابُ الْجُمُعَةِ (জুমুআর নামায)
১৫. كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (সফরে কসরের নামায)
১৬. كِتَابُ الْكُسُوفِ (চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায)
১৭. كِتَابُ الْأِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

১৮. كِتَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ (যুদ্ধক্ষেত্রে শংকাকালীন নামায)
 ১৯. كِتَابُ صَلَوةِ الْعِيدَيْنِ দুই ঈদের নামায)
 ২০. كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ (রাত ও দিনের নফল নামায)

তৃতীয় খণ্ড

(১৮১৯ নং হাদীস থেকে ২৮১৭ নং হাদীস)

২১. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)
 ২২. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)
 ২৩. كِتَابُ الزَّكَاةِ (যাকাত)
 ২৪. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

চতুর্থ খণ্ড

(২৮১৮ নং হাদীস থেকে ৩৭০১ নং হাদীস)

২৫. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ—অবশিষ্টাংশ)
 ২৬. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)
 ২৭. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)
 ২৮. كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ (স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক)
 ২৯. كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাক)
 ৩০. كِتَابُ الْخَيْلِ وَالسَّبْقِ وَالرِّمَى (ঘোড়দৌড়, প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজি)
 ৩১. كِتَابُ الْأَحْبَاسِ (আব্বাহুর রাস্তায় সম্পদ দান)
 ৩২. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৭০২ নং হাদীস থেকে ৪৭০৯ নং হাদীস)

৩৩. كِتَابُ النُّحْلِ (সন্তানকে দান করা)
 ৩৪. كِتَابُ الْهَبَةِ (হেবা বা উপঢৌকন)
 ৩৫. كِتَابُ الرُّقْبَى (জীবনস্বত্ব)

৩৫. كِتَابُ الْعُمْرِی (জীবনস্বত্ব)
৩৬. كِتَابُ الْإِيْمَانِ وَالنُّذُورِ (শপথ ও মানত)
৩৭. كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ (চাষাবাদ)
৩৮. كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ (বিদ্রোহ বা রক্তপাত হারাম)
৩৯. كِتَابُ قَسَمِ الْفَيْءِ (ফাই বস্টন)
৪০. كِتَابُ الْبَيْعَةِ (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ)
৪১. كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ (আকীকা)
৪২. كِتَابُ الْفِرْعِ وَالْعَتِيْرَةِ (ফারা ও আতীরা)
৪৩. كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ (শিকার ও যবেহ)
৪৪. كِتَابُ الضَّحَايَا (কোরবানী)
৪৫. كِتَابُ الْبُيُوعِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪৭১০ নং হাদীস থেকে ৫৭৬১ নং হাদীস)

৪৬. كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْقَوَدِ وَالْدِّيَّاتِ (সম্মিলিত শপথ, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকরণ ও দিয়াত)
৪৭. كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ (চোরের হস্তকর্তন)
৪৮. كِتَابُ الْإِيْمَانِ وَشُرَائِعِهِ (ঈমান ও তার অনুষ্ঠান)
৪৯. كِتَابُ الزَّيْنَةِ مِنَ السُّنَنِ (বাহ্যিক সাজসজ্জা বা রূপচর্চা)
৫০. كِتَابُ آدَابِ الْقَضَاةِ (বিচারকদের আচরণবিধি)
৫১. كِتَابُ الْأَسْتِعَاذَةِ (আশ্রয় প্রার্থনা)
৫২. كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা